পুরুলিয়ায়
গীতাঞ্জলি
ফরেস্ট রিট্রিট
পাহাড় আর সবুজের
মাঝে এক অপরূপ
ডেস্টিনেশন

দুরন্ত বার্তা

সুচিকিৎসা
মাসিক স্বাস্থ্য পত্রিকা
দামঃ ১৫ টাকা
পত্রিকা সংগ্রহ করতে আজই
নিকটবর্তী এজেন্টের সাথে
যোগাযোগ করুন।

১ ইন্টারনেট সংস্করণ http://durantbarta.com কলকাতা Volume No. 30, Issue No.: 35 Saturday, 4 January, 2025 ❋ ৩০ বর্ষ, ৩৫ সংখ্যা ❋ ১৮ পৌষ ১৪৩১, শনিবার, ৪ জানুয়ারি, ২০২৫ ❋ আজ ৮ পাতা ❋ মূল্য- ৩ টাকা

আদালতে সঞ্জয়ের ফাঁসির দাবি সিবিআইয়ের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ ডানুয়ারি ঃ আর জি করে চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুন বিরলতম ঘটনা। আদালতে এমনই দাবি করে ধৃত সঞ্জয়ের ফাঁসির সাজার দাবি জানাল সিবিআই। স্পষ্টভাবে তুলে ধরা হল কোন কোন কারণ অভিযোগের তির সঞ্জয়ের দিকে। আগস্ট থেকে আর জি কর কাণ্ডে তোলপাড় বাংলা। মামলার বিচারপর্ব প্রায় শেষের দিকে। বৃহস্পতিবার অভিযুক্ত সঞ্জয় রাইয়ের বিচারপর্বে সিবিআইয়ের যুক্তি দিয়ে বক্তব্য পেশ বা ' শেষ হয়। আর জি কর হাসপাতালে মহিলা চিকিসক ধর্ষণ ও খুনে সিবিআইয়ের মামলায় শিয়ালদহে এডিজে আদালতে অভিযুক্ত সঞ্জয় রাইয়ের বিরুদ্ধে বিচারপর্ব চলছে। এদিনও সঞ্জয়কে আদালতের রুদ্ধদ্বার কক্ষে হাজির করানো হয়। সিবিআইয়ের আইনজীবী যুক্তি দিয়ে আদালতকে জানান, এই ধর্ষণ ও খুনের অভিযুক্ত সঞ্জয় রাইয়ের বিরুদ্ধে কী কী প্রমাণ রয়েছে। কেনই বা সিবিআই তাকে অভিযুক্ত হিসাবে গণ্য করছে। সূত্রের খবর, এই ব্যাপারে সিবিআইয়ের পক্ষে যে ৫৪ জন সাক্ষ্যৎ দিয়েছেন, তাঁদের আংশিক বক্তব্যও পেশ করা হয়। বায়োলজিক্যাল এভিডেন্স বা নির্যাতিতার দেহ থেকে যে লালারস উদ্ধার করা হয়েছে, ডিএনএ পরীক্ষা অনুযায়ী তা যে সঞ্জয় রাইয়ের, তা আইনজীবী তুলে ধরেন। এ ছাড়াও সঞ্জয় রাইয়ের জামাকাপড় ও জুতো থেকে যে রক্তের দাগ পাওয়া গিয়েছে, তা-ও যে নির্যাতিতার, সেই ব্যাপারেও ফরেনসিকের রিপোর্ট তুলে ধরা হয়। সিবিআইয়ের তৈরি বিশেষজ্ঞদের টিমও যে সঞ্জয় রাইকে একমাত্র অভিযুক্ত বলে রিপোর্ট দিয়েছেন, সেই তথ্যও সিবিআইয়ের পক্ষে এদিন তুলে ধরা হয় বলে সূত্রের খবর। আদালতের নির্দেশে ৪ জানুয়ারি অভিযুক্তর আইনজীবী বিচারকের সামনে যুক্তি দিয়ে বক্তব্য পেশ করবেন।

দলে এখন দু'রকমের মত তৈরি হয়েছে', বিস্ফোরক কথা বলেই ফেললেন ব্রাত্য

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ দলের দু'রকমের মত রয়েছে। স্পষ্টভাবে স্বীকার করলেন শিক্ষামন্ত্রী তথা শিল্পী ব্রাত্য বসু। আরজিকর কাণ্ডে যে সমস্ত শিল্পীরা রাজ্য সরকার, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তৃণমূলকে আক্রমণ করেছিলেন, তাঁদের তৃণমূলের আয়োজিত অনুষ্ঠানে বয়কটের ডাক দিয়েছিলেন কুণাল ঘোষ। বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবারে দাঁড়িয়ে কুণালের সেই দাবিকেই উড়িয়েছেন তৃণমূলের সর্ব ভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আর 'শিল্পী বয়কট' তত্ত্বকে নিয়েই এখন তৃণমূল অন্দরে জলঘোলা। এবার তা নিয়ে মুখ খুললেন ব্রাত্য। স্পষ্ট করলেন নিজের অবস্থান। ব্রাত্যর বক্তব্য, যে সমস্ত শিল্পীরা সরকার, রাষ্ট্রের বিরোধিতা করেছেন, তাঁরা সরকারি শো-তে অংশ নেবেন, তেমনটা আশা করা যায় না। সেক্ষেত্রে এই বিতর্কে সেই সমস্ত শিল্পীদের কী মত, সেটাই জানা আরও বেশি প্রাসঙ্গিক বলে মনে করেন ব্রাত্য। তাঁর কথায়, আমাকে যদি একজন শিল্পী হিসাবে জিজ্ঞাসা করেন, তাহলে বলব, আপনারা আমার মত নেওয়ার থাকে, সেই সব শিল্পীদের কাছ থেকে কী মত নিয়েছেন, যাঁরা দিনের পর দিন সরকারের নামে বললেন, মুখ্যমন্ত্রীর নামে বললেন, এখন সরকারি শো তাঁরা করবেন কী করবেন না, তাঁদের

অবস্থান কী? তিনি জানান, বাম আমলে তাঁরও একাধিক থিয়েটার ফতোয়ার মধ্যে পড়ে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চে উঠেছিলেন বলে, তাঁর তিনটে থিয়েটার একদিনেই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, সে উদাহরণও তুলে ধরেন তিনি। এরপরই ব্রাত্য বলেন, আমি মনে করি, বাম সরকার যদি আমার কোনও থিয়েটারের ফতোয়া জারি করে, তাহলে তারা ঠিকই করেছে। কেননা আমি শিল্পী হিসাবে সরকার, রাষ্ট্রের বিরোধিতা করব, আবার সেই সরকারের থেকেই শো চাইতে যাব, এটা হতে পারে না। এরপরই বিজেপি-কেন্দ্রীয় সরকারের প্রসঙ্গ চেনে আনেন তিনি। বলেন, ২০১৪ সালে বিজেপি ক্ষমতায় আসার পরে আমার দল, একমাত্র দল, 'কালিন্দী ব্রাত্যজন' কেন্দ্রীয় সরকারের ২০টা গ্র্যান্ট একসঙ্গে প্রত্যাখ্যান করে। কারণ রাজনৈতিকভাবে বিজেপি আমার বিরোধী। আমি যদি বিজেপির বিরুদ্ধে কিছু বলি, কেন্দ্রীয় সরকার যদি তার জন্য আমাকে শো না দেন, তারা ঠিকই করছে। আমার সিনেমা গোয়াতে সিলেক্টেড হয়ে বাতিল হয়েছে। আমাকে কেন্দ্রীয় কোনও শোতে ডাকা হয় না। তাহলে আমি এটা নিয়ে কি কাঁদুনি গাইব? ব্রাত্য বলেন, কুণাল ঘোষ যে কথা বলেছেন, কুণাল তো কেবল আমার একার কথা বলেননি, আরও অনেকের কথা বলেছেন। আমি দলের সদস্য হিসাবে বলব, নেত্রী যা বলবেন, সেটাই আমার কাছে চূড়ান্ত। পরিষ্কার তো দেখতে পারছেন, দলে দুরকমের মত রয়েছে। কেন তারও ব্যাখ্যা দেন তিনি। তাঁর কথায়, আমাদের পার্টি তো রেজিমেন্টেড পার্টি নয়, খোলামেলা পার্টি। সেখানে এক-এক জনের এক-একরকমের মত থাকতে পারে। পদমর্যাদায় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আমার উঁচুতে। তাঁর মত কিংবা কুণাল ঘোষের মত ঠিক কিনা ভুল, তা উত্তর দিতে পারি না।কেবল বলতে পারি, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতই আমার মত।

সেনাপতি ভুল বুঝেছেন, চাইলে ব্যাখ্যা দিয়ে আসব ঃ কুণাল

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ আর জি কর কাণ্ডে প্রতিবাদের নামে উগ্র কুৎসা ও মুখ্যমন্ত্রীকে ব্যক্তিগত আক্রমণ করেছিলেন বেশ কিছু শিল্পীরা। তাদেরই তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত জলসায় আমন্ত্রণ নিয়ে চর্চা তুঙ্গে উঠেছে। এই ইস্যুতে আবার মুখ খুললেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তিনি জানান, আমাদের দলের সেনাপতি ভুল বুঝেছেন, চাইলে ব্যাখ্যা দিয়ে আসব। তিনি আরও জানান, আর জি কর কাণ্ডের সময় অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কলকাতায় ছিলেন না। চোখের চিকিৎসার জন্য ছিলেন অন্যত্র। সে কারণে সম্ভবত তিনি সবটা জানেন না। বর্ষবরণের অনুষ্ঠানে তৃণমূলের তরফে নানা জলসা ও অনুষ্ঠান শুরু হতে গত সোমবার সোশাল মিডিয়ায় দীর্ঘ পোস্ট করেন দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। লিখেছিলেন, তিনমাস আগে ' সরকার ফেলে দেব, বাংলাদেশের মতো নবান্নের ছাদ থেকে হেলিকপ্টারে করে পালাবে বলা শিল্পীদের আর যাই হোক, এখন তৃণমূল নেতাদের বিনোদনের মঞ্চে ডাকা যেতে পারে না। ওঁরা ডাকলেই আসবেন। কিন্তু ওই কজনকে তৃণমূল কর্মীরা বয়কট করুন। শিল্পী বয়কট ইস্যুতে মুখ খোলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও। বৃহস্পতিবার ডায়মন্ড হারবারে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে কল্যাণ-কুণালদের কুৎসিত আক্রমণ করা শিল্পীদের আমন্ত্রণ না জানানোর তত্ত্ব খারিজ করে দেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। বলেন, কোথায় কাকে দিয়ে গান গাওয়াবে, কখন গাওয়াবে, কে গান গাইবে, আমি জোর করে কারও উপর চাপাতে চাই না। আমি কোথা দিয়ে হাঁটব-চলব, সেটা আমার সিদ্ধান্ত। স্বাধীনতা সকলের আছে। আমি ব্যক্তিস্বাধীনতায় বিশ্বাসী। এর পর অভিষেক প্রশ্নের সুরে পাল্টা জানতে চান, পার্টির তরফে কেউ বলেছে? কোনও নোটিস দেখেছেন? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বা আমি সাধারণ সম্পাদক হয়ে কিছু বলেছি? দলের রাজ্য সভাপতি বলেছেন? রাত দখল আন্দোলন নিয়ে তাঁর অবস্থান মনে করিয়ে দিয়ে অভিষেক বলেন, ১৪ আগস্ট যাঁরা রাত দখলের ডাক দিয়েছিলেন, কেউ সমর্থন করুক বা না করুক, আমি তাঁদের সাধুবাদ জানিয়েছিলাম। আমার পূর্ণ সমর্থন ছিল। আমি আজও একই কথা বলছি। কারও ভালো লাগতে পারে বা খারাপ লাগতে পারে। কিন্তু বিকেলে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে কুণাল ফের নিজের বক্তব্য স্পষ্ট করেন। বলেন, কোথাও একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে, কোথাও আমরা সাধারণ প্রতিবাদীদের নিয়ে বিন্দুমাত্র আপত্তি করিনি। ইচ্ছে হলে যে কেউ আমার ফেসবুক বা এক্স-হ্যান্ডলের পুরনো পোস্টগুলি দেখতে পারেন। যাঁরা দলীয় কর্মীদের চটিচাটা, বাংলাদেশের মতো সরকার ফেলে দেব, নবান্নের ছাদ থেকে হেলিকপ্টার করে পালিয়ে যাবে ইত্যাদি বলে মুখ্যমন্ত্রী ও তৃণমূলকে ব্যক্তি আক্রমণ করে প্ররোচিত করা শিল্পীদের আমাদের দলীয় নেতাদের আয়োজন করা জলসায় ডাকতে বারণ করেছি। মনে রাখতে হবে, প্রতিবাদী আর প্রতিবাদের নামে অসভ্যতা দুটো আলাদা বিষয়। আর শুধুমাত্র ভুয়ো তথ্য ছড়িয়ে প্ররোচনা ও ব্যক্তি আক্রমণ করে কুৎসা করা শিল্পীদের তৃণমূলের আয়োজিত অনুষ্ঠানে না ডাকার কথা বলেছি, অন্যত্র নয়। এরপরই নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে কুণাল বলেন, তৃণমূল কর্মীরা বিবেক থেকে সিদ্ধান্ত নিন। এই নিয়ে গতকাল যা বলেছি, আজও তাই বলেছি, আগামিকালও একই কথা বলব। এ নিয়ে সর্বোচ্চ নেত্রীর সিদ্ধান্তই শেষ কথা।

মুখ্যমন্ত্রীর ক্ষোভ প্রকাশের পরই তৎপর মুখ্যসচিব-ডিজি

দুরন্ত বার্তা, সিউড়ি, ৩ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার দেউচা পাঁচামি প্রকল্প নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তারপরই শুক্রবার মহম্মদবাজারে প্রকল্পের কাজ নিয়ে বৈঠক করেন সচিব মনোজ পন্থ। সঙ্গে ছিলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি রাজীব কুমার। স্থানীয় প্রশাসন, পুলিশ আধিকারিক ও জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করেন রাজ্য প্রশাসনের শীর্ষকর্তা। বৈঠক শেষে মুখ্যসচিব বলেন, দেউচা পাঁচামি মুখ্যমন্ত্রীর স্বপ্নের প্রকল্প। তাড়াতাড়ি কাজ শুরু হবে। গ্রামবাসীদের স্বার্থে এলাকায় সামাজিক উন্নয়নের যে পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে তাও সম্পূর্ণ হবে। শুক্রবার বেলা ১২টা নাগাদ বোলপুর স্টেশনে নামেন মুখ্যসচিব ও ডিজি। সেখান থেকে মহম্মদবাজার বিডিও অফিসের উদ্দেশে রওনা দেন তাঁরা। সেখানেই একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক করেন তিনি। উপস্থিত ছিলেন জেলাশাসক বিধান রায়, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাপতি কাজল শেখ ও স্থানীয় প্রশাসনের আধিকারিকরা। বৈঠকের শেষে স্থানীয় আদিবাসী নেতাদের সঙ্গেও বৈঠক করেন তাঁরা। বৈঠকের পর সাংবাদিকের মুখোমুখি হয়ে মুখ্যসচিব পন্থ বলেন, এটা আমাদের স্বপ্নের প্রকল্প। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো আজ আমরা বৈঠক করেছি। আগামী ১৫-২০ দিনের মধ্যে উপর অংশের মাইনিং শুরু হবে। ফেব্রুয়ারির মধ্যে আন্ডারগ্রাউন্ড মাইনিংয়ের টেন্ডারিংয়ের কাজ শুরু হবে। এখানে ২.১ বিলিয়ন মেট্রিক টন কয়লা রয়েছে বলে অনুমান। প্রকল্প শুরু হলে অনেক কর্মসংস্থান হবে। গঠনমূলক আলোচনা হয়েছে। নবান্নের প্রশাসনিক বৈঠকে দেউচা পাঁচামি প্রকল্পের ধীর অগ্রগতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়াও জমি অধিগ্রহণ নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর ভর্ৎসনার মুখে পড়েন জেলাশাসক বিধান রায়। জেলাশাসকের উদ্দেশে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেউচা পাঁচামিতে কে কী করছে জানি, বীরভূম নিয়ে আগে খুশি ছিলাম, এখন নই। সাতদিন সময় দিচ্ছি। সব সমাধান করো। এছাড়াও খাপছাড়াভাবে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেন তিনি। বিক্ষিপ্তভাবে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে এদিন মুখ্যসচিব জানান, পুরো এলাকার মধ্যে কিছু জায়গা চিহ্নিত করে, খনন করে নমুনা সংগ্রহ করা হয়েছে। আমরা প্রথম ধাপে ৩২৬ একর জমিতে কাজ শুরু করব।

রেশন দুর্নীতিতে জ্যোতিপ্রিয়র বিরুদ্ধে অভিযোগের ভিত্তি নিয়েই প্রশ্ন আদালতের

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ তদন্ত শুরুর দেড় বছরের মাথায় এবার রেশনে দুর্নীতির অভিযোগের ভিত্তি নিয়েই প্রশ্ন তুলল আদালত। শুধু তাই নয়, রেশন ডিস্ট্রিবিউটর বা চালকল মালিক চুরি করে থাকলে প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক কীভাবে সেই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত হলেন, তা নিয়েও বিচারকের প্রশ্নের মুখে পড়ল রেশন বন্টনে দুর্নীতির তদন্তকারী সংস্থা এনফোর্সমেন্ট ডাইরেক্টরেট (ইডি)। শেষপর্যন্ত রীতিমতো উষ্মাপ্রকাশ করে ইডিকে গোড়ায় গিয়ে তদন্ত করার নির্দেশ দিয়ে বৃহস্পতিবার ইডির বিশেষ আদালতের বিচারক প্রশান্ত মুখোপাধ্যায় বলেন, গঙ্গাসাগর নয়, গঙ্গোত্রীতে গিয়ে তদন্ত করে দেখুন যে, রেশন দুর্নীতির শুরু কোথায়? জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের জামিনের আবেদনের শুনানিতে এদিন বিচারকের এমনই পর পর প্রশ্নের মুখে ইডির তরফে অবশ্য এদিনও দাবি করা হয় যে, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকই রেশন বন্টনে দুর্নীতির ' তাঁর নির্দেশেই গোটা দুর্নীতি চক্র কাজ করেছে। তাঁর নির্দেশেই পুরো দুর্নীতির টাকা পাচার হয়েছে। সবাই একটা ইউনিট হিসাবে কাজ করেছে। সরকারি আধিকারিকরাও এর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। আগামী ৭ জানুয়ারি পরবর্তী শুনানির দিন ইডি আদালতে লিখিত রিপোর্ট জমা দেবে। বৃহস্পতিবার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিককে প্রেসিডেন্সি জেল থেকে ভারচুয়াল পদ্ধতিতে আদালতে হাজির করানো হয়। আগে জ্যোতিপ্রিয়র আইনজীবী জামিনের আবেদন করে তাঁর বক্তব্য পেশ করেছিলেন। জামিনের সেই আবেদনের বিরোধিতা করে ইডির আইনজীবী এদিন আদালতে বলেন,

চুরির তদন্ত করতে গিয়ে এই দুর্নীতির তথ্য সামনে এসেছে। নদিয়ার যে এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি তদন্ত শুরু করেছিল, সেটা একটা চুরির মামলা ছিল বলে স্মরণ করিয়ে দিয়ে ইডির আইনজীবীকে এদিন বিচারক প্রশ্ন করেন, এই মামলাকে চুরির না বলে দুর্নীতির মামলা বলছেন কেন? আর যদি দুর্নীতিই হয়, তবে যাঁদের সিল উদ্ধার হয়েছিল, সেই সরকারি আধিকারিকদের কাউকে আজ পর্যন্ত অভিযুক্ত অথবা গ্রেপ্তার করেননি? কোনও ব্যক্তি অথবা ডিস্ট্রিবিউটার কি এসে বলেছে যে, গম কম সরবরাহ হয়েছে? এই অনুষঙ্গেই গত ১৪ মাস ধরে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের হেফাজতে থাকার প্রসঙ্গ টেনে বিচারকের আরও প্রশ্ন, ডিস্ট্রিবিউটার বা চালকল মালিক যদি চুরি করেন, তাহলে প্রাক্তন মন্ত্রী কীভাবে এই মামলায় যুক্ত হলেন? ইডির তরফে দাবি করা হয়, জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের নির্দেশেই পুরো চেইন বা চক্র কাজ করেছে। তিনিই তখন মাথায় ছিলেন। যাঁরা এই দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত, তাঁরা নিশ্চিত ছিলেন যে, জ্যোতিপ্রিয় মাথায় থাকার জন্য তাঁরা সুরক্ষিত। তাঁদের গায়ে কারও হাত প।বে না। এই দুর্নীতি নিয়ে অন্তত একশোটি এফআইআর হয়েছে। কিন্তু সরকার সেই তথ্য দেয়নি বলেও ইডির আইনজীবী এদিন দাবি করেন। তখন বিচারক মন্তব্য করেন, কোথা থেকে কী পরিমাণ খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা হয় ও কীভাবে তা বণ্টন করা হয়, সেই তথ্য প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রীর তরফে আদালতে জমা দেওয়া হয়েছে। এমনকী, খাদ্যশস্যের গুণগত মান সংক্রান্ত রিপোর্টও জমা

চিন্ময় কৃষ্ণের মুক্তির দাবিতে আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হবেন সনাতনী সংসদ

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ গত বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের মহানগর দায়রা আদালতে ধৃত সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জামিনের আবেদন খারিজ হয়। দায়রা বিচারক মহম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় গ্রেফতার চিন্ময়ের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা হতে পারে। তাই জামিন দেওয়া কখনই সম্ভব নয়। এই আবহে বৃহস্পতিবারই কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মুক্তির দাবিতে সরব হলেন সনাতনীরা। সংগঠনের অন্যতম সদস্যা ব্রিটিশ লেবার পার্টির কাউন্সিলর পুষ্পিতা গুপ্তা বলেন, 'বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের অত্যাচারিত হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতিশীল বিভিন্ন নাগরিকদের নিয়ে. আমরা একটি কমিটি গড়েছি। চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মুক্তির জন্য আমরা আন্তর্জাতিক আদালতে যাব।' তিনি অভিযোগ করেন বাংলাদেশকে হিন্দু শূন্য করার চক্রান্ত চলছে। টরেন্টো থেকে আগত প্রতিনিধি, মানবাধিকার কর্মী অরুণ দত্ত বলেন, 'সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় সুরক্ষিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হোক।' বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে বেশ কিছু উপজেলা রয়েছে যা হিন্দু প্রধান। আমাদের দাবি ওইসব উপজেলার প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হোক হিন্দু আধিকারিকদের। কারণ সাম্প্রতিক সময়ে ওইসব হিন্দু প্রধান উপজেলাগুলি আক্রান্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি।' তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, 'ইউনূস দায়িত্ব নিয়ে বলেছিলেন, 'আমার হাতে একটা রিমোট বাটন আছে। উনি প্রমাণ করে দিয়েছেন, বাটন প্রেস করে উনি ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভুলিয়ে. দিতে চাইছেন।' তিনি দাবি করেন, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দিতে বাংলাদেশে জাতিসঙ্ঘের শান্তি বাহিনী মোতায়েন করা হোক। আর এই বিষয়ে ভারত সক্রিয় ভূমিকা নিক। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বক্তব্য রাখেন নিউ ইয়র্ক থেকে আগত সীতাংশু গুহ, সুইডেন থেকে চিত্রা পাল প্রমুখ। সনাতনী সংসদের সাধারণ সম্পাদক রক্তিম দাস প্রারম্ভিক ভাষণ দেন।

চিনে চোখ রাঙাচ্ছে মারণ ভাইরাস

বেজিং, ৩ জানুয়ারি ঃ করোনার দিনগুলি এখনও মানুষের মনে রয়েছে। সেই আতঙ্কের দিন কি ফিরবে, এমন সমস্ত প্রশ্ন গুলো এখনও মানুষের মনে রয়েছে বা ওঠে। তবে কোভিড-১৯ নয়, এই মুহূর্তে চিনে দাপাচ্ছে হিউম্যান মেটানিউমো ভাইরাস তথা এইচএমপিভি। মূলত শিশু ও বয়স্ক মানুষরাই আক্রান্ত হচ্ছেন বলে জানা গিয়েছে। এমনই দাবি সোশাল মিডিয়ার অসংখ্য সংবাদে। যাকে ঘিরে বাড়ছে আশঙ্কা। সোশাল মিডিয়ায় গুঞ্জন, চিনে নাকি জরুরি অবস্থা ঘোষণা করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই ভিড় জমছে হাসপাতাল ও কবরখানায়! কিন্তু সরকারি ভাবে এই সংক্রান্ত কোনও ঘোষণা করা হয়নি। মূলত ফুসফুসে হানা দিচ্ছে এই ভাইরাস। বাড়ছে নিউমোনিয়া এবং হোয়াইট লাং। সোশাল মিডিয়ায় নানা ভিডিও-ও ছড়িয়ে পড়েছে। সেই সব ভিডিওয় হাসপাতালে ভিড় করা মানুষের অসহায় অবস্থান দেখলে আতঙ্ক জাগে। যদিও এই ধরনের ভিডিওর সত্যতা যাচাইকরা হয়নি। এখন প্রশ্ন হল কী এই এইচএমপিভি? সাধারণ সর্দিকাশির মতোই সংক্রমণের চিহ্ন দেখা যায়। নাক দিয়ে লাগাতার জল পড়া, গলায় অসম্ভব ব্যথার মতো নানা উপসর্গ রয়েছে। শিশু ও বয়স্কদের ক্ষেত্রে তা রীতিমতো প্রাণঘাতী হতে পারে। এছাড়া যাঁদের শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কম, তাঁরাও গুরুতর অসুস্থ হতে পারেন। এদিকে দাবি, শীতকালে এইচএমপিভির প্রকোপ আরও বাড়তে পারে। কেবল ওই ভাইরাসই নয়, ইনফ্লুয়েঞ্জা এ, মাইকোপ্লাজমা নিউমোনিয়াও বাড়ছে। এবং গোদের উপরে বিষফোঁড়ার মতো অনেকে আক্রান্ত হচ্ছেন কোভিড ভাইরাসেও।

কাশ্মীরের নাম বদলে হবে বৈদিক ঋষির নামে? ইঙ্গিত দিলেন শাহ

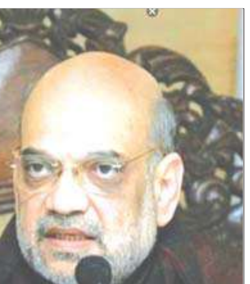

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃ বিজেপি সরকারের নাম বদলের রাজনীতিতে এবার কি তবে মিশন কাশ্মীর? এমনই ইঙ্গিত মিলল কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বক্তব্যে। শাহ ইঙ্গিত দিলেন, আগামী দিনে কাশ্মীরের নাম বদলে বৈদিক যুগের মুনি কাশ্যপের নামে করা হতে পারে। বৃহস্পতিবার দিল্লিতে 'জম্মু-কাশ্মীর অ্যান্ড লাদাখ থ্রু দ্য এজেস' শীর্ষক একটি বই উদ্বোধন করেন শাহ। সেই অনুষ্ঠানেই বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, আমরা সবাই জানি কাশ্মীরকে কাশ্যপের ভূমি বলা হয়। এমন হতেই পারে যে ওঁর নাম থেকেই কাশ্মীরের নাম এসেছে। এই বক্তব্যের পর থেকেই শুরু হয় ফিসফাস। তা হলে এবার কাশ্মীরের নাম পাল্টে কাশ্যপ করার পরিকল্পনা নিচ্ছে কেন্দ্র? ওই অনুষ্ঠানে শাহ বলেন, আমি অত্যন্ত আনন্দিত যে ভারতের অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে কাশ্মীর। উন্নয়নের পথে চলতে শুরু করে দিয়েছে। সেখানেও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত। আমি আত্মবিশ্বাসী যে আমরা যা হারিয়েছি, সেটা তাড়াতাড়ি ফিরে পাব। কাশ্মীরি, ডোগরি, বালটি এবং ঝাঁস্করি ভাষাগুলিকে স্বীকৃতি দিয়েছে সরকার। এজন্য আমি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানাই। এরপর ইতিহাসবিদদেরও নিশানা করেন শাহ। তিনি বলে দেন, লুটিয়েন্স দিল্লিতে বসে ইতিহাস লেখার দিন শেষ। ইতিহাস লিখতে হবে প্রমাণের ভিত্তিতে। শাসককে খুশি করার জন্য আর ইতিহাস লিখবেন না। উল্লেখ্য, নরেন্দ্র মোদি প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর থেকেই একের পর এক জায়গার নাম বদলেছে কেন্দ্র। এলাহাবাদ হয়েছে প্রয়াগরাজ, মুঘলসরাই হয়েছে দীনদয়াল উপাধ্যায় নগর, ফৈজাবাদ বদলেছে অযোধ্যায়, ফিরোজাবাদ হয়েছে চন্দ্রনগর, আলিগড় হতে চলেছে হরিগড়। তবে কাশ্মীরের মতো রাজনৈতিকভাবে স্পর্শকাতর একটি রাজ্যের নাম বদল বেশ বিতর্কিত বিষয় হতে পারে।

আদানির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া তিনটি মামলা একত্রিত করেই মার্কিন আদালতে বিচার প্রক্রিয়া চলবে

নয়দিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃ ঘুষকাণ্ডে গৌতম আদানির বিচারপ্রক্রিয়া চলবে ফৌজদারি এবং দেওয়ানি দুই আইনেই। বড়সড় সিদ্ধান্ত নিল নিউ ইয়র্কের আদালত। জানানো হয়েছে, আদানির বিরুদ্ধে দায়ের হওয়া তিনটি মামলা একত্রিত করেই চলবে বিচার প্রক্রিয়া। উল্লেখ্য, সোলার প্যানেলের জন্য ২৬৫ মিলিয়ন মার্কিন ডলার ঘুষ দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে। গত নভেম্বর মাসে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বিস্ফোরক অভিযোগ ওঠে। গৌতম, তাঁর ভাইপো সাগর এবং তাঁদের সহযোগীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনে আমেরিকার শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং ন্যায়বিচার দপ্তর। ওই অভিযোগে বলা হয়, প্রায় ২,২৩৭ কোটি টাকা ঘুষ দিয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে বাজারের থেকে বেশি দামে সৌরবিদ্যু বিক্রির বরাত আদায় করেছিল আদানিরা। ওই প্রকল্প থেকে ২০ বছর ধরে প্রায় ১৬ হাজার ৯০০ কোটি টাকা মুনাফা করার পরিকল্পনা ছিল শিল্পগোষ্ঠীর। প্রকল্পের জন্য আদানি গ্রিন সংস্থা ঋণপত্রের (বন্ড) মাধ্যমে

লগ্নিকারীদের থেকে প্রায় ৬৩৩৮ কোটি টাকা তুলেছিল বলেও অভিযোগ। এর মধ্যে আমেরিকার লগ্নিকারীদের থেকে ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার তোলা হয়েছিল বলেও দাবি করা হয়। আমেরিকার শেয়ার বাজার থেকে অর্থ সংগ্রহ করলে আদানি গোষ্ঠীকে সে দেশের সমস্ত আইন মেনে চলতে হবে। সেই কারণেই আমেরিকার শেয়ার বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন এবং ন্যায়বিচার দপ্তর ব্যবস্থা নেয় আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে। তাদের বিরুদ্ধে মোট তিনটি মামলা দায়ের হয় আমেরিকার আদালতে। এহেন পরিস্থিতিতে নিউ ইয়র্কের আদালত জানিয়েছে, তিনটি মামলা একত্রিত করে শুরু হবে বিচার প্রক্রিয়া। ফৌজদারি এবং দেওয়ানি দুই আইনের আওতায় বিচার চলবে। উল্লেখ্য, দায়ের হওয়া তিনটি মামলার মধ্যে একটি ফৌজদারি। তবে তিনটি মামলা একই বিষয়ের ভিত্তিতে দায়ের হয়েছে বলেই সেগুলো একজোট করা হয়েছে। জানা গিয়েছে, আদানির বিরুদ্ধে বিচারপ্রক্রিয়া পরিচালনা করবেন জেলা বিচারক নিকোলাস জি গারোফিস। আপাতত মামলাগুলি একজোট করার প্রক্রিয়া চলছে মার্কিন আদালতে।

লাদাখের ভূখণ্ড নিয়ে ২ নতুন প্রদেশ চিনের

আলোচনা নিষ্ফল! আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভারত-চিন সীমান্ত

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃ আবার উত্তপ্ত হয়ে উঠল ভারত-চিন সীমান্ত। গত বছরের অক্টোবর মাসেই লাদাখের প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সেনা প্রত্যাহার নিয়ে চুক্তি হয় দুদেশের মধ্যে। ডেমচক, দেপসাংয়ের মতো একাধিক এলাকা থেকে সেনা সরিয়ে নেয় ভারত-চিন। কিন্তু সীমান্তের পরিস্থিতি যে আদৌ শান্ত হয়নি এবার তার প্রমাণ মিলল। সেই লাদাখ ভূখণ্ড নিয়ে ২ নতুন প্রদেশ তৈরি করছে চিন! এনিয়ে কড়া প্রতিবাদ জানিয়েছে ভারত। বিশেষ সূত্রে জানা গিয়েছে, হোটান প্রদেশে নতুন ২ কাউন্টি তৈরি করার ঘোষণা করেছে চিন। কিন্তু এই অঞ্চলগুলোর বেশ কিছুটা ভারতের লাদাখের অংশ। স্বাভাবিকভাবেই কমিউনিস্ট দেশটির এই আগ্রাসনে ক্ষোভে ফুঁসছে দিল্লি। ভারতের সার্বভৌমত্বে আঘাত হানার তীব্র প্রতিবাদ জানিয়েছেন বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল। আজ শুক্রবার সাংবাদিকদের মুখোমুখী হয়ে তিনি বলেন, আমাদের নজরে এসেছে চিন হোটান প্রদেশে নতুন ২ কাউন্টি তৈরি করার ঘোষণা করেছে। কিন্তু এই অঞ্চলগুলোর বেশ কিছুটা লাদাখের অংশ। চিনের এই দখলদারি আমরা কখনই মেনে নেব না। কূটনৈতিক স্তরে এই আগ্রাসনের প্রতিবাদ জানানোর কথা বলেন রণধীর। তিনি জানান, চিন নতুন প্রদেশ তৈরি করলেও ভারতের অবস্থানের

কোনও বদল হবে না। লাদাখের ওই অংশ আমাদের ছিল আমাদেরই থাকবে। আমরা কূটনৈতিকভাবে চিনের কাছে এই ঘটনার প্রতিবাদ জানাবো। উল্লেখ্য, ২০২০ সালের ১৫ জুন গালওয়ান উপত্যকায় মুখোমুখি হয় ভারতও চিনের ফৌজ। লোহার রড ও কাঁটাতার জড়ানো হাতিয়ার নিয়ে বেশ কয়েক ঘণ্টা লড়াই চলে। রক্তক্ষয়ী সেই সংঘর্ষে ২০ জন ভারতীয় জওয়ান শহিদ হন। ১৯৭৫ সালে পর এই প্রথম প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখায় প্রাণহানির ঘটনা ঘটে। সংঘর্ষের পরেই সীমান্তে কার্যত যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়। পরিস্থিতি শান্ত করতে কয়েক দফা আলোচনায় বসে দুই দেশের সেনাবাহিনী। অবশেষে ৪ বছর পর লাদাখ সীমান্ত থেকে সেনা সরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় ভারত ও চিন। গত বছরের অক্টোবর মাসে কেন্দ্র ও বিদেশমন্ত্রক জানায় প্রকৃত নিয়ন্ত্রণরেখা থেকে সেনা সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। ফৌজ সরিয়ে নিয়েছে বেজিংও। এই উপলক্ষ্যে দীপাবলিতে মিষ্টি বিনিময়ও করে দুদেশের সেনাবাহিনী। কিন্তু সেই আলোচনা বা চুক্তি যে নিষ্ফলই তা প্রমাণ হয়ে গেল চিনের গাজোয়ারিতে। তারা কখনই বদলাবে না এটা তারা বার প্রমাণিত করছে। ভবিষতে কি হবে তা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে।

এই নতুন বছর কৃষকদের জন্য উৎসর্গীকৃতঃ শিবরাজ সিং চৌহান

ত্রিম্বক, ৩ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান নতুন বছর কৃষকদের জন্য উৎসর্গ করলেন। শুক্রবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী শিবরাজ সিং চৌহান মহারাষ্ট্রের ত্রিম্বকেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরে প্রার্থনা করেছেন। যথোচিত ধর্মীয় মর্যাদায় পূজার্চনা করেছেন তিনি।পরে শিবরাজ সিং চৌহান বলেছেন, ''আমি প্রতিটি নতুন বছরে আমার পরিবারের সঙ্গে ভগবানের আশীর্বাদ পেতে এখানে আসি। এই নতুন বছর কৃষকদের জন্য উসর্গীকৃত। আমি কৃষকদের আশ্বস্ত করতে চাই, কৃষকদের ফসলের যে ক্ষতি হয়েছে তা 'শস্য বীমা প্রকল্পের' আওতায় পুনরুদ্ধার করা হবে।

গত ১০ বছরে ৪ কোটিরও বেশি মানুষের স্বপ্ন পূরণ করেছেন মোদী, দাবি স্বয়ং প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃ সমগ্র ভারত জানে মোদী কখনও নিজের জন্য বাড়ি তৈরি করেননি, কিন্তু গত ১০ বছরে তিনি ৪ কোটিরও বেশি মানুষের স্বপ্ন পূরণ করেছেন। দাবি করলেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। তিনি বলেন, আমি নিজের জন্য একটি 'শীষ মহল' তৈরি করতে পারতাম, কিন্তু আমার স্বপ্ন ছিল আমার দেশবাসীদের জন্য পাকা বাড়ি তৈরি করা।শুক্রবার দিল্লিতে এক অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বলেছেন, আমি আপনাদের সবাইকে অনুরোধ করছি, যখনই আপনারা বস্তিবাসীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনা করবেন এবং তাদের সাথে দেখা করবেন, আমার পক্ষ থেকে তাদের নিশ্চিত করুন যে তারা অবশ্যই পাকা বাড়ি পাবে, আজ না হলে আগামীকাল! প্রধানমন্ত্রী মোদী আরও বলেছেন, 'স্বাভিমান অ্যাপার্টমেন্ট' গরীবদের আত্মসম্মান ও মর্যাদা বাড়াতে চলেছে। এই বাড়ির মালিক দিল্লির বিভিন্ন জায়গার মানুষ হতে পারেন, কিন্তু তারা সবাই আমার পরিবারের সদস্য।অন্যদিকে এখন সমগ্র দেশ বিকশিত ভারত গড়ার লক্ষ্যে একত্রিত। জোর দিয়ে বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। প্রধানমন্ত্রীর কথায়, আমাদের সংকল্প প্রতিটি নাগরিকের জন্য একটি পাকা বাড়ি নিশ্চিত করা এবং আমরা এই লক্ষ্য অর্জনে অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছি। দিল্লি এই দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তবায়নে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে, এই কারণেই বিজেপির কেন্দ্রীয় সরকার স্থায়ী আবাসন দিয়ে বস্তি প্রতিস্থাপনের উদ্যোগ শুরু করেছে।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী শুক্রবার দিল্লিতে একগুচ্ছ উন্নয়নমূলক প্রকল্পের উদ্বোধন ও শিলান্যাস করেছেন। জে জে ক্লাস্টার্সের বাসিন্দাদের জন্য প্রায় ১৭০০ নতুন ফ্ল্যাটের উদ্বোধন এবং যোগ্য উপভোক্তাদের হাতে চাবি তুলে দেন। দিল্লি উন্নয়ন পর্ষদের বস্তি পুনর্বাসন প্রকল্পের অধীনে দ্বিতীয় পর্যায়ে এই নতুন ফ্ল্যাট গুলি তৈরি করা হয়েছে। উন্নত মানের জীবন যাপন এবং স্বাস্থ্যকর পরিবেশ দেওয়ার লক্ষ্যে জে জে ক্লাস্টার্সের বাসিন্দাদের জন্য এই প্রকল্প হাতে নেওয়া হযেছিল। এছাড়াও

প্রধানমন্ত্রী, দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬০০ কোটি টাকা মূল্যের তিনটি নতুন প্রকল্পের শিলান্যাস করেছেন। নাজাফগড়ে বীর সাভারকর কলেজেরও শিলান্যাস করেছেন তিনি।প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এদিন দিল্লির অশোক বিহারের স্বাভিমান অ্যাপার্টমেন্টে ইন-সিটু বস্তি পুনর্বাসন প্রকল্পের অধীনে ঝুগি ঝোপরি (জে জে) ক্লাস্টারের বাসিন্দাদের জন্য নবনির্মিত ফ্ল্যাটগুলি পরিদর্শন করেছেন। প্রধানমন্ত্রী মোদী জেজে ক্লাস্টারের বাসিন্দাদের জন্য ১,৬৭৫টি নবনির্মিত ফ্ল্যাটের উদ্বোধন করবেন এবং যোগ্য সুবিধাভোগীদের হাতে চাবিও হস্তান্তর করেন।এই অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী মোদী বলেন, বিকশিত ভারত গঠনে আমাদের শহরগুলি বিশাল ভূমিকা পালন করে। যেখানে দূর-দূরান্ত থেকে মানুষ স্বপ্ন নিযে. আসে এবং অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে সেই স্বপ্ন পূরণে জীবন অতিবাহিত করে। তাই, কেন্দ্রের বিজেপি সরকার শহরগুলিতে বসবাসকারী প্রতিটি পরিবারের জীবনযাত্রার মান প্রদানে ব্যস্ত।

অতিশী একজন মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর উচিত সঠিকভাবে শব্দ ব্যবহার করাঃসঞ্জয় শেঠ

উজ্জয়িনী, ৩ জানুয়ারি ঃকেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা বিজেপি নেতা শিবরাজ সিং চৌহান সম্পর্কে দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অতিশীর মন্তব্যের তীব্র সমালোচনা করলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ। তাঁর কথায়, অতিশী একজন মুখ্যমন্ত্রী, তাঁর উচিত সঠিকভাবে শব্দ ব্যবহার করা। শুক্রবার সকালে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীতে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে সঞ্জয় শেঠ বলেছেন, গত দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী যে শব্দগুলি ব্যবহার করেছিলেন তা কাম্য নয়। শিবরাজ সিং চৌহানের মতো একজন প্রবীণ নেতার বিরুদ্ধে খারাপ শব্দ ব্যবহার করা, এই গণতন্ত্রের জন্য শুভ লক্ষণ নয়। তিনি মুখ্যমন্ত্রী এবং তাঁর উচিত সঠিকভাবে শব্দ ব্যবহার করা।সঞ্জয় শেঠ আরও বলেছেন, আপনি যদি কাউকে সন্ত্রাসী বলে সম্বোধন করেন তাহলে আপনার মানসিকতা বোঝা যায়, আমরা সবাই বলি গণতন্ত্র শক্তিশালী, এখন কেউ কিছু বললে সেটা তাদের মানসিকতা বোঝায়, তাদের ভাষা, তাদের স্টাইল, তাদের চরিত্র, তাদের চেহারা বোঝায়। আমরা সবাই ভারতের মাতার সেবায় নিবেদিত। উল্লেখ্য, এদিন সকালে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সঞ্জয় শেঠ উজ্জয়িনীর শ্রী মহাকালেশ্বর জ্যোতির্লিঙ্গ মন্দিরে ভস্ম আরতিতে যোগ দেন।

এক সদস্য তৃণমূলে শামিল, গোপালী পঞ্চায়েতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা হারাল বিজেপি

খড়গপুর, ৩ জানুয়ারি ঃ এক সদস্য তৃণমূল কংগ্রেস যোগ দেওয়ায় খড়্গপুর গ্রামীণ এলাকার গোপালী পঞ্চায়েতে গরিষ্ঠতা হারালো বিজেপি। দলের পঞ্চায়েত সদস্য প্রীতি মেচ বৃহস্পতিবার রাতে তৃণমূলে যোগ দেন। তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন জেলা সভাপতি তথা বিধায়ক সুজয় হাজরা। এই পঞ্চায়েতে বিজেপির ১২ ও তৃণমূলে ১১ জন সদস্য ছিল।

এখন বিজেপির ১১ ও তৃণমূলের ১২ জন সদস্য হল। একজন নির্দল সদস্যও আছেন।

আগ্রায় শূন্যে নেমে গেল দৃশ্যমানতা, দূর থেকে অস্পষ্ট তাজমহল

আগ্রা, ৩ জানুয়ারি ঃ অতি ঘন কুয়াশার কারণে তাজনগরী আগ্রায় শূন্যে নেমে গেল দৃশ্যমানতা। দৃশ্যমানতা তলানিতে পৌঁছে যাওয়ায় সকালের দিকে সমস্যার মধ্যে পড়েছেন গাড়ি চালকরা। কিছুটা দূর থেকে স্পষ্টভাবে দেখাই যাচ্ছিল না তাজমহলকে। ঘন কুয়াশার পিছনে লুকিয়ে ছিল তাজমহল।শুক্রবার দেশের বিভিন্ন প্রান্ত ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল। দিল্লি থেকে পঞ্জাব, হরিয়ানা থেকে জয়পুর - সর্বত্রই ঘন কুয়াশার কারণে জনজীবন বিপর্যস্ত হয়েছে।

আবহাওয়া

বছর শুরুতে পারদ-পতনের পূর্বাভাস দিল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। উত্তুরে হাওয়ার দাপটে বছরের শেষে ফের ফিরতে চলেছে শীতের আমেজ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় তাপমাত্রার বিশেষ হেরফের না হলেও তারপর এক ধাক্কায় ৩ থেকে ৪ ডিগ্রি পারদ-পতন হতে পারে। নতুন বছর শুরু হওয়ার পর অনুভূত হবে শীতের আমেজ। সঙ্গে কুয়াশার চাদরে ঢাকবে বঙ্গের বেশিরভাগ জেলা।আলিপুর আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় রাতের তাপমাত্রা পরিবর্তন না হলেও তার পর থেকে তাপমাত্রা বেশ খানিকটা কমার সম্ভাবনা রয়েছে। সোমবার কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১৭.৬ ডিগ্রি সেলসিয়াস। সোমবার থেকে রাতের তাপমাত্রা ধীরে ধীরে কমবে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। ফলে বছরের শেষে ফিরতে পারে শীতের আমেজ। কলকাতার পারদ ১৪ ডিগ্রির নীচে নেমে যেতে পারে।জোয়ার-সকাল ৯ টা ৫৮ মিনিট এবং রাত ০৯টা ৫৯ মিনিট। ভাটা-সকাল ৮ টা ৫৮মনিট এবং রাত ২ টা ৫৪মিনিট। সূর্যঃউদয় সকাল ৬টা ০৪মিনিট এবং অস্ত ৪টা ৫৬মিনিট

৭ জানুয়ারি পর্যন্ত তুষারপাত চলবে হিমাচলে, একইসঙ্গে বৃষ্টিরও পূর্বাভাস

শিমলা, ৩ জানুয়ারি ঃ আগামী ৭ জানুয়ারি হিমাচল প্রদেশে চলবে তুষারপাত, একইসঙ্গে বৃষ্টিরও সম্ভাবনা রয়েছে। ৪-৭ জানুয়ারি হিমাচল প্রদেশের উঁচু পাহাড়ে তুষারপাতের সম্ভাবনা রয়েছে, ওই সময়ে সমতলে হতে পারে বৃষ্টি।শুক্রবারও হিমাচল প্রদেশের বিভিন্ন প্রান্তে তুষারপাত হয়েছে, এই তুষারপাতের সৌজন্যে কনকনে ঠান্ডা একটু কমলেও পাহাড় ঢেকেছে সাদা বরফে। এই সময়ে হিমাচল প্রদেশে বেড়াতে যাওয়া পর্যটকরা মনোরম দৃশ্য দেখে ভীষণ খুশি।অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে জমজমাট ঠান্ডায় কাঁপছে দিল্লি-সহ উত্তর ভারতের বিভিন্ন রাজ্য। ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) জানিয়েছে, আগামী ২৪ ঘণ্টায় উত্তর-পশ্চিম ও মধ্য ভারতে শীতের দাপট বজায় থাকবে। শৈত্যপ্রবাহের পাশাপাশি ঘন কুয়াশাও অব্যাহত থাকবে।দিল্লি, পঞ্জাব, হরিয়ানা-সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্য এমনিতেই ঠান্ডায় কাঁপছে। ঠান্ডায় কম্পমান উত্তর প্রদেশও। শুক্রবার সকালেও জমজমাট ঠান্ডা অনুভূত হয়েছে দিল্লিতে। আপাতত আগামী কিছু দিন এমনই শীতের দাপট বজায় থাকবে।ঘন কুয়াশার কারণে অমৃতসরে এদিন সকালে দৃশ্যমানতা কমে যায়, দিল্লিও কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল। নতুন দিল্লি রেল স্টেশন থেকে এদিন বেশ কিছু ট্রেন দেরিতে ছেড়েছে। এছাড়াও জয়পুর, গোয়ালিয়র, বারাণসী, অযোধ্যা ঘন কুয়াশায় আচ্ছন্ন ছিল।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়ার ফুলিয়ায় আজ ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ হ্যান্ডলুম টেকনোলজির স্থায়ী চত্বরের উদ্বোধন করবেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী গিরিরাজ সিং

নয়াদিল্লি(পিআইবি), ৩ জানুয়ারিঃ কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী শ্রী গিরিরাজ সিং ০৪.০১.২০২৫ তারিখে (আজ,শনিবার) আইআই এইচটি ফুলিয়ার নতুন চত্বরের উদ্বোধন করবেন। তাঁত শিল্পের বৈশিষ্ট্য রক্ষা এবং এই শিল্পে প্রযুক্তির প্রশ্নে দক্ষতাসম্পন্ন মানবসম্পদের চাহিদা মেটাতে ভারত সরকার ৬টি ইন্ডিয়ান ইন্সটিটিউট অফ হ্যান্ডলুম টেকনোলজি গড়ে তুলেছে সালেম, বারাণসী, গুয়াহাটি, যোধপুর, বরগড় এবং ফুলিয়ার মতো তাঁত শিল্প কেন্দ্রে। এই প্রতিষ্ঠানগুলি ভারত সরকারের বস্ত্র মন্ত্রকের ডেভেলপমেন্ট কমিশনার (হ্যান্ডলুমস্) - এর আওতাধীন। ফুলিয়ার অত্যাধুনিক ভবনটির জন্য ভারত সরকার ৭৫.৯৫ কোটি টাকা মঞ্জুর করেছে। ৫.৩৮ একর জমির ওপর অত্যাধুনিক প্রযুক্তির সহায়তায় গড়ে ওঠা এই বাড়িটিতে রয়েছে স্মার্ট ক্লাসরুম, ডিজিটাল লাইব্রেরী, কম্প্যুটার ল্যাব, টেক্সটাইল টেস্টিং ল্যাব, টেক্সটাইল প্রসেসিং ল্যাব, উইভিং ল্যাব, জেনারেল ইঞ্জিনিয়ারিং ল্যাব ইত্যাদি। এই চত্বরে শিক্ষার্থীদের এবং প্রতিষ্ঠানের কর্মীদের বসবাসের ব্যবস্থাও থাকছে। উদ্বোধনী সমারোহে মাননীয় মন্ত্রী মায়ের সম্মানে একটি গাছ কর্মসূচির আওতায় অন্য বিশিষ্ট জনেদের সঙ্গে চারাগাছ রোপণ করবেন। দেশের সবকটি আইআইএইচটি মিলিয়ে শীর্ষ স্থানাধিকারী ১০ জনকে পদক এবং শংসাপত্র প্রদান করবেন কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রী। এই অনুষ্ঠানে দেশের ৬টি কেন্দ্রীয় আইআইএইচটি-র সমন্বিত ওয়েবসাইট এবং কম্প্যুটার এডেড ফিগার্ড গ্রাফ ডিজাইনিং ফর জ্যাকার্ড উইভিং শিরোনামের একটি বই প্রকাশ করা হবে। উপস্থিত থাকবেন মাননীয় কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার, পশ্চিমবঙ্গের বিরোধী দলনেতা শ্রী শুভেন্দু অধিকারী, রাজ্যের একাধিক কেন্দ্রের বিধায়ক এবং কেন্দ্রীয় বস্ত্র মন্ত্রকের শীর্ষ আধিকারিকরা। নতুন এই চত্বর পশ্চিমবঙ্গ, বিহার, ঝাড়খন্ড এবং সিকিমের শিক্ষার্থীদের পক্ষে খুব সুবিধাজনক হয়ে উঠবে। গ্রাম ও আধা-শহর এলাকার পড়ুয়ারা এখানে প্রশিক্ষণ লাভ করে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবেন। পাশাপাশি, ফুলিয়া ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের মানুষের জীবিকার প্রশ্নেও এই প্রতিষ্ঠান ইতিবাচক প্রভাব ফেলবে। ভারতে কুটির শিল্পের ক্ষেত্রে বস্ত্র বয়ন এক গুরুত্বপূর্ণ দিক। গ্রাম ও আধা-শহর এলাকায় লক্ষ লক্ষ মানুষের রুজি-রুটি এর উপর নির্ভরশীল।

ডিআরডিও-র ৬৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে প্রতিরক্ষা মন্ত্রী, ডিআরডিও'র কর্মী এবং বরিষ্ঠ বৈজ্ঞানিকদের অভ্যন্তরীণ ক্ষমতা বাড়ানোর আহ্বান জানালেন

নয়াদিল্লি(পিআইবি), ৩ জানুয়ারিঃ প্রতিরক্ষা মন্ত্রী শ্রী রাজনাথ সিং ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)-র বৈজ্ঞানিকবৃন্দ এবং সংস্থার কর্মচারীদের সঙ্গে দেখা করেন। সংস্থার সকল কর্মীদের সঙ্গে আলাপ-আলোচনার সময় সিং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে নতুন প্রযুক্তিগত বাস্তু ব্যবস্থা দ্রুত উদ্ভাবনের উপর জোর দেন এবং এমন ধরনের অভিনব প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুত করার আহ্বান জানান, যেগুলি বর্তমান পরিস্থিতিতে কাজে লাগানো যাবে। আজ নতুন দিল্লিতে ডিআরডিও-র প্রধান কার্যালয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন মন্ত্রী। উপলক্ষ্য প্রতিষ্ঠানের ৬৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে অংশগ্রহণ করা। তাঁর সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন প্রতিরক্ষা দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী শ্রী সঞ্জয় শেঠ-ও। ডিআরডিও-র কর্মীবৃন্দের সঙ্গে আলাপ-আলোচনায় শ্রী সিং অভ্যন্তরীণ ক্ষমতার বিকাশ ঘটানোর উপর জোর দেন এবং দেশের সেনাবাহিনীর হাতে অত্যাধুনিক প্রযুক্তির যুদ্ধ সরঞ্জাম তুলে দেওয়ার আহ্বান জানান। প্রয়োজনে বেসরকারি ক্ষেত্রের সহযোগিতায় অস্ত্রশস্ত্র প্রস্তুত করার ব্যাপারেও উৎসাহ প্রদান করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী। একই সঙ্গে, প্রযুক্তিগতভাবে এগিয়ে থাকা দেশগুলি যে প্রযুক্তি ব্যবহার করছে, তার উপরও নজর রাখার আহ্বান জানান শ্রী সিং। তিনি ডিআরডিও-র প্রত্যেকটি গবেষণাগারের ২-৩টি প্রযুক্তিগতভাবে গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্প চিহ্নিত করার উপর জোর দেন, যেগুলি ২০২৫ - এর মধ্যেই সম্পূর্ণ করা সম্ভব হবে। পাশাপাশি, কিছু কিছু স্টার্টআপ সংস্থাকে এর গবেষণা ও উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টায় সামিল করা যায় কিনা, তাঁর সম্ভাবনাও খতিয়ে দেখার কথা বলেন মন্ত্রী।

নিমহ্যান্স-এর সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি রাষ্ট্রপতি, উদ্বোধন করলেন ক্যানসার হাসপাতাল

বেঙ্গালুরু, ৩ জানুয়ারি ঃ রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু শুক্রবার বেঙ্গালুরুতে নিমহ্যান্স-এর সুবর্ণ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। এই উপলক্ষ্যে তিনি উদ্বোধন করেন একটি নতুন সাইকিয়াট্রিক ব্লক, সেন্ট্রাল ল্যাবরেটোরি কমপ্লেক্স এবং হস্টেল বিল্ডিং-এর। পাশাপাশি উন্নত প্রযুক্তির থ্রি-টি এমআরআই স্ক্যানার এবং ডিএসএ মেশিনের সূচনা করেন। এই থ্রি-টি এমআরআই স্ক্যানারে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার সাহায্যে, মস্তিস্কের ছবি আরও স্পষ্টভাবে পাওয়া যাবে, যা প্রথম পর্যায়ে রোগ নির্ধারণের ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ডিএসএ মেশিনের সাহায্যে মস্তিস্কের কতটা ক্ষতি হয়েছে, তা' থ্রি-ডি রোটেশনাল অ্যাঞ্জিওগ্রাফির মাধ্যমে জানা সম্ভব হবে।পরে রাষ্ট্রপতি, উত্তর কর্ণাটকের বেলগাভিতে একটি সরকারি ক্যানসার হাসপাতালের উদ্বোধন করেন। রাজ্যপাল থাওয়ার চাঁদ গেহলট, কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা এবং ক্রেতা সুরক্ষা মন্ত্রী প্রহ্লাদ যোশী সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত। এদিন বেঙ্গালুরুতে পৌঁছলে রাষ্ট্রপতিকে স্বাগত জানান কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রী সিদ্দারামাইয়া।

চিন্ময় কৃষ্ণের মুক্তির দাবিতে আন্তর্জাতিক আদালতের দ্বারস্থ হবেন সনাতনী সংসদ

কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামের মহানগর দায়রা আদালত ধৃত সন্ন্যাসী চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের জামিনের আবেদন খারিজ করে দিয়েছে। দায়রা বিচারক মহম্মদ সফিকুল ইসলাম জানান, রাষ্ট্রদ্রোহের মামলায় গ্রেফতার চিন্ময়ের বিরুদ্ধে অপরাধ প্রমাণিত হলে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের সাজা হতে পারে। তাই জামিন দেওয়া সম্ভব নয়। এই আবহে বৃহস্পতিবারই কলকাতা প্রেস ক্লাবে সাংবাদিক বৈঠক করে চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মুক্তির দাবিতে সরব হলেন সনাতনীরা।সংগঠনের অন্যতম সদস্যা ব্রিটিশ লেবার পার্টির কাউন্সিলর পুষ্পিতা গুপ্তা বলেন, 'বিশ্বজুড়ে বাংলাদেশের অত্যাচারিত হিন্দুদের প্রতি সহানুভূতিশীল বিভিন্ন নাগরিকদের নিয়ে. আমরা একটি কমিটি গড়েছি। চিন্ময়কৃষ্ণ দাসের মুক্তির জন্য আমরা আন্তর্জাতিক আদালতে যাব।' তিনি অভিযোগ করেন বাংলাদেশকে হিন্দু শূন্য করার চক্রান্ত চলছে।টরেন্টো থেকে আগত প্রতিনিধি, মানবাধিকার কর্মী অরুণ দত্ত বলেন, 'সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা নিশ্চিত করতে হিন্দু অধ্যুষিত এলাকায় সুরক্ষিত অঞ্চল প্রতিষ্ঠা করা হোক।' বিষয়টি ব্যাখ্যা করে তিনি বলেন, 'বাংলাদেশে বেশ কিছু উপজেলা রয়েছে যা হিন্দু প্রধান। আমাদের দাবি ওইসব উপজেলার প্রশাসনিক দায়িত্ব দেওয়া হোক হিন্দু আধিকারিকদের। কারণ সাম্প্রতিক সময়ে ওইসব হিন্দু প্রধান উপজেলাগুলি আক্রান্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি।' তিনি অভিযোগের সুরে বলেন, 'ইউনূস দায়িত্ব নিয়ে বলেছিলেন, 'আমার হাতে একটা রিমোট বাটন আছে। উনি প্রমাণ করে দিয়েছেন, বাটন প্রেস করে উনি ৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ভুলিয়ে দিতে চাইছেন।' তিনি দাবি করেন, হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা দিতে বাংলাদেশে জাতিসঙ্ঘের শান্তি বাহিনী মোতায়েন করা হোক। আর এই বিষয়ে ভারত সক্রিয় ভূমিকা নিক।এদিন সাংবাদিক বৈঠকে বক্তব্য রাখেন নিউ ইয়র্ক থেকে আগত সীতাংশু গুহ, সুইডেন থেকে চিত্রা পাল প্রমুখ। সনাতনী সংসদের সাধারণ সম্পাদক রক্তিম দাস প্রারম্ভিক ভাষণ দেন।

আবার পুরনো ফর্মে দার্জিলিং চা এবার যাচ্ছে ইউরোপেও

দুরন্তবার্তা,দার্জিলিংঃআবার পুরনো ফর্মে দার্জিলিং চা এবার যাচ্ছে ইউরোপেও। মাঝে কিছুদিন জনপিয়তা কমে গিয়েছিল , কিন্তু বর্তমানে আবার পুরনো ফর্মে দার্জিলিং চা। আর সেটা হয়েছে বহিরাগত পর্যটকদের জন্য। বিশেষ করে ইউরোপে দার্জিলিং চা প্রচন্ডভাবে বিখ্যাত হযে.গেছে। নভেম্বর ডিসেম্বরে প্রচুর বিদেশী পর্যটক এবার দার্জিলিং এবং সিকিমে বেড়াতে এসেছিলেন তাদের মধ্য অধিকাংশ পর্যটকই ইউরোপের। তারা দার্জিলিং চা শুধু খাওয়া বা পছন্দ করেন নি সেটুকু নয়, একেবারে প্যাকেটের পর প্যাকেট করে নিয়ে যাচ্ছেন নিজেদের দেশে। তারা জানিয়েছেন এবার দার্জিলিং চার গন্ধ সত্যিই অসাধারণ, এবং চা পাতার স্বাদও আলাদা। ইউরোপের অস্টিয়া, ইংল্যান্ড এবং জার্মানিতে দার্জিলিং চায়ের প্রচণ্ড কদর আছে। মানুষ পছন্দ করেন, চা খেতে আর তা যদি দার্জিলিং চা হয় তবে তো কথাই নেই। দার্জিলিং এর এক চা ব্যবসায়ী জানিয়েছেন, যেভাবে এই বছর দার্জিলিং চা বিক্রি হলো , আগামী দিনে আমরা আরো বড় করে দার্জিলিং চা-পাতা বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করব। গত ৪-৫ বছর ধরে নেপালের চা, বিক্রি হচ্ছিল পর্যটকদের কাছে, পিছে না পড়লেও কদর কম ছিল দার্জিলিং চা, কিন্তু এবার সব রেকর্ড ছাড়িয়ে গেল দার্জিলিংয়ের চা পাতা। রেকর্ড বিক্রি করে আবার নিজে স্বমহিমায় ফিরে আসলো। যেটা হয়তা আগামী দিনে পর্যটন ব্যবসাকে নতুন আলো যোগাবে।

পূর্ণাঙ্গ পাঞ্জিকা

১৯ পৌষ ১৪৩১ বঙ্গাব্দ, শনিবার, ইংরেজীঃ৩জানুয়ারি ২০২৪, ৫৩৮ চৈতনাব্দ, কলিঃ৫১২৫, সৌরঃ১৭ পৌষ, চান্দ্রঃ ৩০ নারায়ন মাস, ১৯৪৬ শকাব্দ ২০৮১ বিক্রম সাম্ব, ২৫৬৮ বুদ্ধাব্দাঃ, বাংলাদেশঃ১৯ পৌষ ১৪৩১, ভারতীয় সিভিলঃ১১ পৌষ ১৯৪৬, মৈতৈঃ৩০ পোইনু, আসামঃ১৪ পুহ, মুসলিমঃ২৮-জমাদিউস-সানি-১৪৪৬ হিজরী।সূর্য উদয়ঃসকাল ০৬ঃ১৮ঃ৩৭ এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ৫৯ঃ২৭।চন্দ্র উদয়ঃসকাল ০৫ঃ৪২ঃ১৮(৩০) এবং অস্তঃবিকাল ০৪ঃ২১ঃ৫০(৩০)।কৃষ্ণ পক্ষ ।তিথিঃ অমাবশ্যা (পূর্ণা) শেষ রাত্রি ঘ ০৪ঃ০০ঃ৩৩ দং ৫৪১৩৪৭.৫ পর্যন্তনক্ষত্রঃমূলা রাত্রিঃ১২ঃ৩০ঃ৪১ দং ৪৫২৯৭.৫ পর্যন্ত পরে পূর্বাষাঢ়াকরণঃচতুষ্পাদ বিকাল ঘ ০৩ঃ৫১ঃ১২ দং ২৩৫১১৫ পর্যন্ত পরে নাগ শেষ রাত্রি ঘ ০৪ঃ০০ঃ৩৩ দং ৫৪১৩৪৭.৫ পর্যন্ত পরে কিন্তুগ্নযোগঃবৃদ্ধি রাত্রিঃ০৯ঃ৩১ঃ২৪ দং ৩৮১৪৫ পর্যন্ত পরে ধ্রুবঅমৃতযোগঃদিন ০৬ঃ১৮ঃ৪২ থেকে - ০৭ঃ৪৪ঃ০৯ পর্যন্ত, তারপর ০৯ঃ০৯ঃ৩৬ থেকে - ১১ঃ১৭ঃ৪৬ পর্যন্ত এবং রাত্রি ০৭ঃ৩৯ঃ২৩ থেকে - ১১ঃ১২ঃ২৯ পর্যন্ত, তারপর ০২৪ঃ৫ঃ৩৬ থেকে - ০৩ঃ৩৮ঃ৫২ পর্যন্ত।কুলিকবেলাঃদিন ০২ঃ০৮ঃ৩৯ থেকে - ০২ঃ৫১ঃ২৩ পর্যন্ত। কুলিকরাত্রিঃ০১ঃ৫২ঃ১৯ থেকে - ০২ঃ৪৫ঃ৩৬ পর্যন্ত।বারবেলাঃদিন ০২ঃ১৯ঃ২০ থেকে - ০৩ঃ৩৯ঃ২৭ পর্যন্ত।কালবেলাঃদিন ০৭ঃ৩৮ঃ৪৮ থেকে - ০৮ঃ৫৮ঃ৫৫ পর্যন্ত। কালরাত্রিঃ০৯ঃ৫৯ঃ১৪ থেকে - ১১ঃ৩৯ঃ০৮ পর্যন্ত।গ্রহস্ফুট (সূর্য উদয় কালীন)ঃরবিঃ৮১৫১৫২৮ (২০) ১ পদচন্দ্রঃ৮১৫৪৫৪৯ (২০) ১ পদমঙ্গলঃ৩৮২৯১৬ (৮) ২ পদবুধঃ৭২২২৮৫১ (১৮) ২ পদবৃহস্পতিঃ১২০৪১৭ (৪) ৪ পদশুক্রঃ১০১১৮৫৮ (২৩) ৩ পদশনিঃ১০১৭১০৩২ (২৪) ৪ পদরাহুঃ১১৯৩৮১০ (২৬) ২ পদকেতুঃ৫৯৩৮১০ (১২) ৪ পদমঙ্গল বক্রিবৃহস্পতি বক্রি।লগ্নঃ ধনু রাশি সকাল ০৭ঃ২২ঃ০৫ পর্যন্ত। মকর রাশি সকাল ০৯ঃ০৮ঃ৫৮ পর্যন্ত। কুম্ভ রাশি সকাল ১০ঃ৪২ঃ২২ পর্যন্ত। মীন রাশি সকাল ১২ঃ১৩ঃ২৭ পর্যন্ত। মেষ রাশি দুপুর ০১ঃ৫৪ঃ০০ পর্যন্ত। বৃষ রাশি দুপুর ০৩ঃ৫২ঃ২৩ পর্যন্ত। মিথুন রাশি বিকাল ০৬ঃ০৫ঃ৪২ পর্যন্ত। কর্কট রাশি সন্ধ্যা ০৮ঃ২১ঃ২৬ পর্যন্ত। সিংহ রাশি রাত্র ১০ঃ৩২ঃ৪৬ পর্যন্ত। কন্যা রাশি রাত্রি ১২ঃ৪২ঃ৫৭ পর্যন্ত। তুলা রাশি শেষ রাত্রি ০২ঃ৫৭ঃ০৮ পর্যন্ত। বৃশ্চিক রাশি শেষ রাত্রি ০৫ঃ১২ঃ৫১ পর্যন্ত।

সাবিত্রীবাই ফুলে নারী ক্ষমতায়নের অনুপ্রেরণাঃপ্রধানমন্ত্রী মোদী

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃশুক্রবার সমাজ সংস্কারক সাবিত্রীবাই ফুলের জন্মজয়ন্তী। সাবিত্রীবাই ফুলের জন্মবার্ষিকীতে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁকে স্মরণ করেছেন ও শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করেছেন। বলেন, তিনি নারীর ক্ষমতায়নের অনুপ্রেরণা। প্রধানমন্ত্রী মোদী সোশ্যাল মিডিয়ায় জানান, সাবিত্রীবাই ফুলের জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধাঞ্জলি। তিনি নারী ক্ষমতায়নের অনুপ্রেরণা। তিনি শিক্ষা ও সমাজ সংস্কারের পথিকৃ। মানুষের জন্য উন্নতমানের জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা আমাদের অনুপ্রাণিত করে চলেছে।উল্লেখ্য, সাবিত্রীবাই ফুলে ৩ জানুয়ারি ১৮৩১ সালে মহারাষ্ট্রে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জীবন নারীশিক্ষার প্রসার এবং বর্ণবৈষম্য ও লিঙ্গবৈষম্য দূর করার জন্য নিবেদিত ছিল।অন্যদিকে ভোপালতে শুক্রবার সমাজ সংস্কারক সাবিত্রীবাই ফুলের জন্মজয়ন্তী। সাবিত্রীবাই ফুলের জন্মবার্ষিকীতে মধ্যপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ মোহন যাদব তাঁকে শ্রদ্ধা জানিয়েছেন। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমি ভারতের প্রথম মহিলা শিক্ষক এবং সমাজকর্মী, শ্রদ্ধেয় সাবিত্রীবাই ফুলে জিকে তাঁর জন্মবার্ষিকীতে শ্রদ্ধা জানাই। তিনি সমাজ সংস্কারের জন্য নারীর ক্ষমতায়নের একটি নতুন সংজ্ঞা তৈরি করেছিলেন। নারী শিক্ষার জন্য তাঁর প্রচেষ্টা বিকশিত ভারতের সংকল্প শক্তিশালী করবে।

চিলিতে জোরালো তীব্রতার ভূমিকম্প, কম্পাঙ্ক ৬.১

সান্তিয়াগো, ৩ জানুয়ারি ঃ জোরালো ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল চিলির আন্তোফাগাস্তা শহর। ভারতীয় সময় অনুযায়ী, শুক্রবার ভোরে এই কম্পন অনুভব করেন আন্তোফাগাস্তার বাসিন্দারা। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা রয়েছে ৬.১। ভূমিকম্পের কেন্দ্র ছিল কালামার উত্তর-পশ্চিমে ৮৪ কিলোমিটার দূরে এবং ভূ-পৃষ্ঠের ১০৪ কিলোমিটার গভীরে। ইউরোপিয়ান মেডিটেরিয়ান সিসমোলজিক্যাল সেন্টার (ইএমএসসি) এই ভূমিকম্পের তথ্য দিয়েছে। ভূমিকম্পের তীব্রতা এতটাই বেশি ছিল যে রীতিমতো কেঁপে উঠেছে ঘর-বাড়ি। যদিও ভূমিকম্পের তীব্রতা অপেক্ষাকৃত বেশি থাকা সত্ত্বেও ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নি।

সামনেই আসছে 'মহাকুম্ভ' স্নান - কিছু ধর্মীয় নির্দেশিকা পালন করুন

বিশেষ প্রতিবেদন,৩ জানুয়ারিঃ ভারতের অন্যতম এক ধর্মীয় উৎসব মহাকুম্ভ স্নান। যেমন গঙ্গাসাগর স্নানকে খুবই পবিত্র মনে করা হয়, তেমনই মহাকুম্ভ স্নানকেও হিন্দু ধর্ম অন্যতম পবিত্র স্নান বলে মনে করা হয়। আগামী বছর ১৩ জানুয়ারি থেকে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত এই মেলা চলবে । প্রয়াগরাজে অর্থা ইউপিতে ১২ বছর পর অনুষ্ঠিত হতে চলেছে মহাকুম্ভ মেলা। যেখানে প্রচুর মানুষ দেশ-বিদেশ থেকে আসেন। এখানে শাহী স্নান করতে গেলে অনেক কিছু নিয়ম মেনে চলতে হয়। জ্যোতিষ বিশেষজ্ঞদের মতে, প্রয়াগরাজ যে চারটি স্থানে অমৃতের ফোঁটা পড়েছিল তার মধ্যে এটি একটি। বাকি তিনটি স্থান হরিদ্বার, উজ্জয়িনী ও নাসিক। প্রয়াগরাজে গঙ্গা, যমুনা ও সরস্বতী নদীর সঙ্গমও রয়েছে, যাকে ত্রিবেণী সঙ্গম বলা হয়।বলা হয়, যে আপনি যদি প্রয়াগরাজ আসেন এবং মহাকুম্ভের সময় ত্রিবেণী ঘাটে স্নান

করেন, তাহলে আপনার সমস্ত পাপ মুছে যায়। আপনি মোক্ষ লাভ করেন। এই স্নানের মধ্যে, রাজকীয় স্নান করা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। স্নানের তারিখ -প্রথম শাহী স্নান করবেন ১৩ জানুয়ারী, মকর সংক্রান্তি, দ্বিতীয় শাহী স্নান করবেন ২৯ জানুয়ারী, মৌনী অমাবস্যা, তৃতীয় শাহী স্নান করবেন ৩ ফেব্রুয়ারি, বসন্ত পঞ্চমী, চতুর্থ শাহী স্নান করবেন ১২ ফেব্রুয়ারি, মাঘী পূর্ণিমা, পঞ্চম শাহী স্নান করবেন ২৬ ফেব্রুয়ারি, মহাশিবরাত্রি।কখন স্নান করবেন - প্রথম রাজকীয় স্নান ১৩ জানুয়ারী পৌষ পূর্ণিমায় অনুষ্ঠিত হবে। এই দিনে স্নানের জন্য ব্রাহ্ম মুহুর্ত হবে সকাল ৫ টা ২৭ টা থেকে ৬ টা ২১ মিনিট পর্যন্ত। যেখানে বিজয় মুহূর্তা হবে দুপুর ২ টো ১৫ থেকে ২ টো ৫৭ পর্যন্ত। গোধূলি মুহূর্ত পাছে ১৩ জানুযারী বিকেল ৫ টা ৪২ মিনিট থেকে ৬ টা ০৯ মিনিট পর্যন্ত হবে। যেখানে নিশিতা মুহূর্ত হবে ১২ টা ০৩ মিনিট থেকে রাত ১২ টা ৫৭ পর্যন্ত। আপনি এই শুভ সময়ে প্রথম রাজকীয় স্নান করতে পারেন। মহাকুম্ভের সময় নক্ষত্র ও গ্রহের একটি বিশেষ অবস্থান থাকে, যার কারণে সঙ্গমের জল বেশ পবিত্র হয়ে ওঠে। আর সেই সময় শাহী স্নান করা অত্যন্ত শুভ বলে মনে করা হয়। এই স্নান করার সময়, আপনাকে অবশ্যই কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। শাহী স্নানের দিনে ঋষি ও সাধুদের প্রথমে স্নান করার রীতি রয়েছে। এরপর সাধারণ মানুষ করতে পারেন শাহী স্নান । স্নানের সময় শ্যাম্পু বা সাবান একেবারেই ব্যবহার করা উচিত নয়। এটা করলে জল নোংরা হয়ে যেতে পারে। স্নানের পরে খাবার, টাকা, জামা কাপড় দারিদ্র ব্যক্তিকে দান করতে হবে।

আইডিএ-র সপ্তম বৈঠকে সভাপতিত্ব করলেন অমিত শাহ, নানা বিষয়ে হয়েছে আলোচনা

নয়াদিল্লি, ৩ জানুয়ারি ঃ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শুক্রবার দিল্লিতে দ্বীপ উন্নয়ন সংস্থা বা আইডিএ-র সপ্তম বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন। আন্দামান ও নিকোবরের উপ-রাজ্যপাল দেবেন্দ্র কুমার যোশী, লাক্ষাদ্বীপের প্রশাসক প্রফুল প্যাটেল, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব গোবিন্দ মোহন সহ অন্যান্য আধিকারিকরা বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন।উল্লেখ্য, দেশের দ্বীপগুলির সার্বিক উন্নয়নের জন্য ২০১৭ সালে এই সংস্থা আইডিএ গঠন করা হয়েছিল।

ছত্তিশগড়ে ফের এনকাউন্টারে সাফল্য নিহত ৩ নকশাল, অভিযান জারি

গড়িয়াবন্দ, ৩ জানুয়ারি ঃ ছত্তিশগড়ে ফের এনকাউন্টারে সাফল্য পেল সুরক্ষা বাহিনী। শুক্রবার ছত্তিশগ।রে মাওবাদী প্রভাবিত গড়িয়াবন্দ জেলায় এনকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ৩ নকশাল। এখনও অভিযান জারি রয়েছে।পুলিশ সুপার জিতেন্দ্র চন্দ্রকার বলেন, ছত্তিশগড়ের

মাওবাদী প্রভাবিত গড়িয়াবন্দ জেলায় এমকাউন্টারে নিকেশ হয়েছে ৩ নকশাল। এখনও গুলির লড়াই চলছে এবং অভিযান জারি রয়েছে।

জনগণের সুবিধার্থে একাধিক উন্নয়নের কাজ করছে গ্রাম পঞ্চায়েত

দুরন্ত বার্তা, নকশালবাড়ি, ৩ জানুয়ারিঃ জনগণের সুবিধার্থে একাধিক উন্নয়নের কাজ করছে নকশালবাড়ি ব্লকের মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত! এদিন মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের কেটুগাবুর সংসদে এই বার্ষিক গ্রাম সভা অনুষ্ঠিত হয়। উপস্থিত ছিলেন নকশালবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সহকারী সভাপতি সজনী সুব্বা, পঞ্চায়েত সমিতির কর্মাধ্যক্ষ পৃথ্বীশ রায়, মনিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান গৌতম ঘোষ, উপপ্রধান রঞ্জন চিকবড়াইক সহ অন্যান্যরা। এদিন ২০২৩-২৪ অর্থবর্ষের আর্থিক প্রতিবেদন জনগণের কাছে উপস্থাপন করে এবং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের খতিয়ান তুলে ধরেন প্রধান। প্রধান গৌতম ঘোষ জানান, মানুষের সুবিধার্থে রাজ্য সরকার একাধিক কাজ করছে। আগামী দিনে সমাজের উন্নয়নে একাধিক কাজ হাতে নেওয়া হয়েছে। মনিরামের সীমান্ত এলাকায় হাতি সমস্যা সমাধান করতে ইতিমধ্যে লাইট ও ওয়াচ টাওয়ার বসানো নিয়ে সংশ্লিষ্ট দফতরকে চিঠি দেওয়া হয়েছে।

আজ ১৮ তম কোন্নগর বইমেলা ও পুষ্প প্রদর্শনী শুরু হলো

বলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়, কোন্নগর, ৩ জানুয়ারিঃ প্রদীপ প্রজ্বলনের মাধ্যমে ১৮ তম কোন্নগর বইমেলা ও পুষ্প প্রদর্শনীর শুভ উদ্বোধন করলেন শ্রীরামপুরের সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়। অন্যান্যদের মধ্যে ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন প্রাক্তন বিধায়ক প্রবীর ঘোষাল, কোন্নগর পৌরসভার পৌর প্রধান স্বপন দাস উপ পৌর প্রধান গৌতম দাস সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ । বইমেলার এবারের থিম করা হয়েছে কথাসাহিত্যিক বিভূতি ভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনের মধ্য দিয়ে। ছোট-বড় মিলিয়ে ৭০ টি প্রকাশনা সংস্থার স্টল আছে বলে জানান মেলা কমিটির সভাপতি স্বপন কুমার দাস।এরই পাশাপাশি বিভিন্ন লিটল ম্যাগাজিনের স্টলও পুষ্প প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছে বলে জানান বই মেলা কমিটির সহ-সভাপতি গৌতম দাস। মেলার মঞ্চে কবিতা পাঠ ছাড়া প্রতিদিনই অনুষ্ঠিত হবে বাউল গান, লোকগীতি, তরজা, কবিতা, গান আবৃত্তি, নৃত্যানুষ্ঠান।এছাড়াও রয়েছে শিশু-কিশোরদের অংকন, ভূগোল, কুইজ, ও তাৎক্ষণিক বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। প্রতিদিন দুপুর ৩টে থেকে রাত ৯ টা পর্যন্ত খোলা থাকবে এই বইমেলা। মেলা প্রাঙ্গণে কোন প্রবেশ মূল্য নেই মেলা চলবে ১২ই জানুয়ারি পর্যন্ত।

পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পঞ্চায়েতের উদ্যোগে জরুরী বৈঠক

দুরন্ত বার্তা, নামখানা, ৩ জানুয়ারিঃ কয়েক মাসের ব্যবধানে নামখানার মৌসুনি দ্বীপের দুটি ট্যুরিস্ট কটেজে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় নড়েচড়ে বসল স্থানীয় মৌসুনি গ্রাম পঞ্চায়েত। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ও পর্যটকদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে পঞ্চায়েতের উদ্যোগে জরুরী বৈঠক ডাকা হল। বৈঠকে দ্বীপের সব ট্যুরিস্ট কটেজের মালিকরা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠক থেকে একগুচ্ছ নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। মৌসুনি বিছিন্ন দ্বীপ হওয়ায় দমকলের কোন সুবিধা মেলে না। কিন্তু কটেজগুলিতে পর্যাপ্ত জল ও বালির ব্যবস্থা রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। রাখতে হবে অগ্নিনির্বাপণ যন্ত্র। কটেজের ওয়ারিং নিয়মিত পরীক্ষা করাতে হবে। সবমিলিয়ে জোড়া অগ্নিকাণ্ডের পর পর্যটকদের নিরাপত্তায় কোন খামতি থাকলেই প্রশাসন ব্যবস্থা নেবে বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এমনকি কটেজ বন্ধও করে দেওয়া হবে। বৈঠকের সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন ট্যুরিস্ট কটেজের মালিকরা।

জেলাশাসককে প্রতিনিধিমূলক স্মারকলিপি প্রদান

দুরন্ত বার্তা, দঃ দিনাজপুর, ৩ জানুয়ারিঃ মমতা বন্দোপাধ্যায় বহু প্রতিক্ষিত দঃ দিনাজপুর বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৮ সালে ঘোষণা করলেও আজ অবধি নিজস্ব ক্যাম্পাস তৈরি হলো না। প্রান্তিক জেলার ছেলে মেয়েদের উচ্চশিক্ষার প্রসারের লক্ষ্যে দ্রুত পরিকাঠামো গড়ে তোলার দাবিতে জেলাশাসককে প্রতিনিধিমূলক স্মারকলিপি প্রদান করা হলো। উপস্থিত ছিলেন শিক্ষাবিদ নবকুমার দাস, বালুরঘাট কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ আশীষ দাস, পুরসভার প্রাক্তন চেয়ারম্যান হরিপদ সাহা, নাট্যকর্মী অজয়শঙ্কর ঘোষ, দঃ দিনাজপুর জার্নালিস্টস ক্লাব ও প্রেস ক্লাবের দুই সভাপতি যথাক্রমে শঙ্কর দাস ও প্রদীপ পাল এবং সাংবাদিক শঙ্কর রায়। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিকাঠামো দ্রুত গড়ে তোলার ব্যাপারে শীঘ্রই উচ্চশিক্ষা দপ্তরের সচিব ও ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সাথে কথা বলবেন বলে জেলাশাসক আশ্বাস দিয়েছেন।

সিপিএমের আনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বাংলাদেশের শিল্পী রেজওয়ান, ক্ষুব্ধ দিলীপ

দুরন্ত বার্তা, সমীর দাস, ৩ জানুয়ারিঃ আধুনিক বিশ্ব মনে করে, শিল্পীর কোনো জাত হয় না। শিল্পী দেশকাল ও জাত-ধর্মের উর্দ্ধে। এবং সেই মানসিকতাকেই বলা হয় আধুনিকতা। নিউটাউনে জ্যোতি বসু গবেষণা কেন্দ্রের ভবনের প্রথম পর্যায়ের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত বাংলাদেশের সঙ্গীত শিল্পী রেজওয়ানা চৌধুরি বন্যা! এই খবর পেয়েই ক্ষোভ উগ্রে দিলেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। ১৭ জানুয়ারি ওই অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করারও কথা রেজওয়ানার। ১৭ থেকে ১৯ জানুয়ারি নিউটাউনেই বসছে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকও। অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকার কথা সিপিএমের পলিট ব্যুরোর কোঅর্ডিনেটর প্রকাশ কারাতেরও। উপস্থিত থাকবেন রাজ্য স্তরের সমস্ত নেতৃবৃন্দ। অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ পেয়েছেন রাজ্যের অনেক শিল্পী সাহিত্যিক। বাংলাদেশ ইস্যুতে সরব রাজ্যের প্রধান বিরোধী দল বিজেপি। বাংলাদেশে মহম্মদ ইউনুসের অর্ন্তবর্তী সরকারকে হুঁশিয়ারি দিতে শোনা গিয়েছে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী থেকে শুরু করে দিলীপ ঘোষকে। দিলীপ ইতিমধ্যেই বাংলাদেশি পণ্য বয়কটের ডাকও দিয়েছেন। এদিকে এহেন পরিস্থিতিতে রেজওয়ানাকে পার্টির অনুষ্ঠানে আমন্ত্রণ জানিয়েছে সিপিএম। তাঁর প্রচুর ভক্ত রয়েছে এ রাজ্যেও। ভারতসরকার তাঁকে পুরস্কৃতও করেছে। বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষের খোঁচা, ''বাংলাদেশের নাগরিকরা ভারতের বিরোধিতা করছে, গালমন্দ করছে। ওখান থেকেই শিল্পীদের আনতে হচ্ছে কেন? এখানে কি শিল্পী নেই। জানি না কমিউনিস্টদের বুদ্ধি কবে সোজা হবে। এত পীরিত দেখানো ঠিক নয়।'' এই প্রসঙ্গে সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম সংবাদমাধ্যমে বলেন, ''বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। বাংলাদেশের সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে ধর্মীয় মেরুকরণের চেষ্টা হচ্ছে। সেই পরিস্থিতিতে আমরা মনে করি ঐক্য বজায় থাক।'' বাম নেতৃত্ব মনে করেন, বাংলাদেশ দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক এখন খুবই তলানিতে। বাংলাদেশে মৌলবাদীরা মাথাচারা দিয়েছে। তার মোকাবিলা করতে হবে রাজনৈতিক ভাবে। কিন্তু সাংস্কৃতিক মেল বন্ধন অটুট রাখতে হবে।

বন্ধ করে দেওয়া হলো বহু প্রাচীন বারুইপুরের হাইস্কুল

দুরন্ত বার্তা, বারুইপুর, ৩ জানুয়ারিঃ স্কুল ভবনের বেহাল অবস্থায় বন্ধ করে দেওয়া হলো বহু প্রাচীন স্কুল বারুইপুরে। বারুইপুর হাইস্কুলের পুরনো ভবনের অবস্থা এতটাই বেহাল যে, কর্তৃপক্ষ সেখানে ক্লাস বন্ধ করে দিয়েছে। এই ভবনের পিছনের দেওয়ালের একাংশ বসে গিয়ে বিপজ্জনকভাবে হেলে গিয়েছে। যে কোনও সময় বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে। সম্প্রতি পূর্তদপ্তরের লোকজন এসে বেহাল ভবনটি পরীক্ষা করার পর একে বিপজ্জনক বলে চিহ্নিত করে চিঠির দিয়ে জানিয়েছে স্কুল কর্তৃপক্ষকে। আর ওই ভবন অবিলম্বে সংস্কারের দাবিতে সরব হয়েছেন শিক্ষকরা। এ প্রসঙ্গে প্রধান শিক্ষক শুভজিত সেনাপতি বলেন, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন কেও এই বিষয় টি জানানো হয়েছে। তবে কবে এই স্কুলের এই ভবন সংস্কার হবে, তা বলতে পারব না। বারুইপুর পুরসভার ৭ নং ওয়ার্ডে রয়েছে এই বারুইপুর হাইস্কুল। বহু কৃতি সন্তান এই স্কুল থেকে তাদের শিক্ষাজীবন শুরু করেছিলেন। ১৮৫৮ সালে এই স্কুল প্রতিষ্ঠা হয়। সেই সময়েই তৈরি হয়েছিল এই দোতলা ভবনটি। এই ভবনের অধিকাংশ ঘরের দেওয়ালে বড় বড় ফাটল ধরেছে। সিলিং থেকে ভেঙে পড়ছে চাঙড়। মেঝে ফুটিফাটা হয়ে গিয়েছে। পিছনের দিকে যে দেওয়ালটি রয়েছে, সেটি ও বিপজ্জনক ভাবে হেলে রয়েছে। এই ভবনের পিছনেই স্কুলের নতুন ভবন। তাঁর সামনেই ছোট ছোট পড়ুয়ারা খেলাধুলো করে। ওই দেওয়াল ভেঙে পড়লে বড় বিপদ হতে পারে বলে আশঙ্কা শিক্ষক ও অভিভাবক দের।

ক্রীড়া প্রতিযোগিতার সূচনা

হাওড়া, ৩ জানুয়ারিঃ উত্তর হাওড়ার ৩নং ওয়ার্ডে শুক্রবার সকালে তিনদিনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার শুভ সূচনা হয়। তৃণমূলের বিদায়ী পুরপিতা তথা হাওড়া পুর প্রশাসকমন্ডলীর সদস্য বাপী মান্নার উদ্যোগে আয়োজিত ওই প্রতিযোগিতার সূচনা পর্বে এদিন উপস্থিত ছিলেন উত্তর হাওড়ার বিধায়ক গৌতম চৌধুরী, তৃণমূল নেতা অরিজিৎ বটব্যাল, অরবিন্দ দাস সহ অন্যান্যরা। ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রধান উদ্যোক্তা বাপি মান্না জানান, ঘুসুড়ির এইচআইটি পার্কে তিনদিনের এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় বার্ষিক ক্রীড়া ছাড়াও থাকছে অঙ্কন প্রতিযোগিতা।

জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে দু' পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ

বোমাবাজি অগ্নিসংযোগ ও ভাঙচুড়ের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়ালো জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়,জয়নগর, ৩ জানুয়ারিঃ পারিবারিক জমি সংক্রান্ত বিবাদকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি, বাড়ি ভাঙচুর ও অগ্নি সংযোগে রণক্ষেত্রের চেহারা নিলো জয়নগরের হানারবাটি এলাকা। পারিবারিক জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে গন্ডগোলের জেরে এলাকায় চললো ব্যাপক বোমাবাজি। বাড়ি ভাঙচুর এবং অগ্নিসংযোগের মতন ঘটনায় উত্তপ্ত হয়ে ওঠে গোটা এলাকা। শুক্রবার দুপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগর বিধানসভার বকুলতলা থানার সাহাজাদাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের হানারবাটি এলাকায় দুই পরিবারের মধ্যে পারিবারিক সম্পত্তি জনিত বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। দুই পরিবারের সদস্যরা একে অন্যের দিকে লক্ষ্য করে বোমা ছুটতে থাকে। এমনকি এই গন্ডগোলের জেরে বেশ কয়েকটি বাড়িতে ভাঙচুর চালানো হয়। আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয় খড়ের গাদায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় গোটা এলাকায়। আর এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বকুলতলা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বকুলতলা থানার হানারবাটি এলাকার বাসিন্দা নূর মোহাম্মদ শেখের সঙ্গে প্রতিবেশী বাসার শেখের দীর্ঘদিন ধরে জমি নিয়ে বিবাদ চলছিল। কিছুদিন আগে সাহাজাদাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে দুপক্ষকে নিয়ে মিমাংসার চেষ্টা করা হলেও তা সফল হয় নি। শুক্রবার দুপুরের সেই বিবাদ চরম পর্যায়ে চলে যায়। এরপর দুই পরিবারের সদস্যরা একে অন্যের দিকে বোমা নিয়ে হামলা চালায় বলে অভিযোগ। সূত্র মারফত জানা যায়, প্রায় ৪০-৫০ টি বোমা এদিন ফাটানো হয়েছে। আর এই ঘটনায় থমথমে পরিস্থিতি হয়ে পড়েছে গোটা এলাকায়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় মোতায়েন রয়েছে বকুলতলা থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার দুপুরে হঠাৎ করে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে ৪০ থেকে ৫০ জন একে অন্যের দিকে হামলা চালায়। এবং বেশ কয়েকটি বাড়িতে ভাঙচুর চালায় হামলা কারীরা।আর এই ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। এলাকা থেকে উদ্ধার করা হয় বেশ কয়েকটি তাজা বোমা। বেশ কয়েকটি বাড়িতে ভাঙচুর চালিয়েছে হামলাকারীরা, পাশাপাশি খড়ের গাদায় ও আগুন লাগিয়ে দিয়েছে হামলা কারীরা। তবে জয়নগর সি আই সুবীর ঢালি ও বকুলতলা থানার ওসি প্রদীপ রায়ের নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী হামলাকারীদের খোঁজে এদিন এলাকায় তল্লাশি চালাচছে। তবেএ বিষয়ে আসমিনা শেখ নামে এক মহিলা এদিন বিকালে বলেন ,শুক্রবার দুপুরে হঠাৎ করে জমি বিবাদকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এলাকা। বোমাবাজির মতন ঘটনা ঘটে। এমনকি বাড়ি ভাঙচুর করে হামলাকারীরা বাড়িতে লুটপাট চালায়। আর এই ঘটনায় আমরা আতঙ্কে রয়েছি। তবে এই এলাকায় জমি বিবাদকে কেন্দ্র এত বোমা এলো কোথা থেকে তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে।

রোগী দীর্ঘক্ষণ অ্যাম্বুল্যান্সে অপেক্ষা করছেন যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন, জোটেনি স্ট্রেচার, হুইলচেয়্যার

আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগ আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজের কর্মীদের ধমক দেন

দুরন্ত বার্তা, আরামবাগ হুগলি, ৩ জানুয়ারিঃ হাঁটাচলার ক্ষমতা নেই। এক রোগী দীর্ঘক্ষণ অ্যাম্বুল্যান্সে অপেক্ষা করছেন। যন্ত্রণায় কাতরাচ্ছিলেন তিনি। কিন্তু একটা স্ট্রেচার কিংবা হুইলচেয়্যার জোটেনি। আবার কেউ দু'দিন ধরে হাসপাতালে বেড পাননি। ঠান্ডায় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মেঝেতে শুয়ে কাটাতে হয়েছে তাঁকে।আচমকা হাসপাতালে এসে এমন বেশ কিছু দৃশ্য অনেকক্ষণ ধরে দেখেন আরামবাগের তৃণমূল সাংসদ মিতালি বাগ। এর পরেই হাসপাতালের কর্মীদের বকুনি দেন মিতালি। শেষে নিজে একটি হুইল চেয়্যারের ব্যবস্থা করে ওই রোগীকে হাসপাতালে ভর্তি করে দেন সাংসদ। বিভিন্ন অভিযোগ তুলে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখাচ্ছিলেন রোগীর পরিবারের লোকজন। সে সময়ে মিতালি ওই এলাকা দিয়ে যাচ্ছিলেন। খবর পেয়ে সাংসদ তড়িঘড়ি হাসপাতালে যান। কিন্তু সেই খবর ছিল না হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের কাছে। নিজের চোখে রোগীদের সমস্যা দেখে সাংসদ ধমক দেন হাসপাতালের কর্মীদের। এ দিন খানাকুল থেকে এসেছিলেন এক মহিলা। তাঁর হাঁটার মতো অবস্থা ছিল না। প্রায় আধ ঘণ্টা ওই মহিলাকে যন্ত্রণায় ছটফট করতে দেখেন মিতালি। তিনি তিতিবিরক্ত হয়ে হাসপাতালের কর্মীদের জিজ্ঞাসা করেন, 'কেন এই অবস্থা?' হাসপাতালের চূড়ান্ত অব্যবস্থার কথা সাংসদ নিজেও স্বীকার করে নেন। তাঁর প্রশ্ন, কেন স্ট্রেচারের জন্য রোগীদের ঘণ্টার পর ঘণ্টা অপেক্ষা করতে হবে। কেন হুইল চেয়ার নেই। মিতালি বলেন, 'আমি শুনেছি অনেক বিষয়ে খামতি আছে। রোগীদের সঙ্গে অনেক সময় দুর্ব্যবহার করা হয়। আমি সদ্য দায়িত্ব পেয়েছি। ধীরে ধীরে সব কিছু খতিয়ে দেখব। কিন্তু আর যেন না শুনতে হয় যে রোগীরা পরিষেবা পাচ্ছেন না।' তাঁর বক্তব্য, হাসপাতালে কর্মীর সংখ্যা কম নয়। কেন তা হলে মানুষ পরিষেবা পাবেন না? সাংসদের কথা শুনে আশ্বস্ত হন রোগীর আত্মীয়স্বজনরা। তবে হাসপাতালে সাংসদের ধমক দেখতে অনেকেই জড়ো হয়ে যান। শোরগোল পড়ে যায়। মেঝেতে পড়ে থাকা রোগীর জন্য বেডের ব্যবস্থা করতে বলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে।

রোগী চিকিৎসায় যেন কোনও অবহেলা না হয়, সেই নির্দেশ দেন সাংসদ। এক রোগীর আত্মীয় শেখ সাদ্দাম হোসেন বলেন, 'এই হাসপাতালটি মেডিক্যাল কলেজ। কিন্তু পরিষেবা মেলে না। একটা জিনিস ভালো লাগল এখানকার সাংসদ মিতালি বাগ তড়িঘড়ি ব্যবস্থা নিলেন। সাংসদের এই ভূমিকায় আমরা খুশি।' মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ রমাপ্রসাদ রায় বলেন, 'আমি শুনেছি। সাংসদ এসেছিলেন। আমি বিষয়টি তদন্ত করে দেখছি। পরিষেবা দিতে যদি কোনও কর্মী কর্তব্যে গাফিলতি করেন, তা হলে তার বিরুদ্ধে নিশ্চয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

কৃত্রিম ভাবে সব্জির দাম বাড়াতে না পারে, চলছে নজরদারি

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারিঃ শীতকালীন সব্জি বাজারে আসতে শুরু করায় খুচরো বাজারে আলু, পেঁয়াজ থেকে শুরু করে অন্যান্য সবজির দাম কিছুটা কমেছে। কৃষি বিপণন দফতরের সাপ্তাহিক রিপোর্টে কলকাতা সহ বিভিন্ন এলাকার বাজারদর পর্যালোচনা করে একথা জানানো হয়েছে। তবে অসাধু ব্যবসায়ী ও ফড়েরা যাতে কৃত্রিম ভাবে দাম বাড়াতে না পারে সেজন্য নিয়মিত নজরদারির উপর জোর দেওয়া হচ্ছে। রাজ্য সরকার নিযুক্ত টাস্ক ফোর্সের সদস্যরা আজ পুলিশ ও এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চকে সঙ্গে নিয়ে মানিকতলা বাজার ও শ্রীমানি মার্কেটে হানা দেন। ক্রেতা, বিক্রেতা সকলের সঙ্গেই তাঁরা কথা বলেন। টাস্ক ফোর্সের অন্যতম সদস্য কমল দে জানান, আলু-পেঁয়াজের জোগান বেড়েছে। অনুকূল আবহাওয়ার শীতকালীন সব্জির বাম্পার ফলন হচ্ছে। বাজারে এর প্রভাব পড়ছে। খুচরো বাজারে কিছুদিন ধরে নতুন আলুর জোগান বাড়ছে। ভিন রাজ্য, বিশেষ করে পাঞ্জাব ও উত্তরপ্রদেশের নতুন আলু আগে থেকেই আসছিল। কয়েকদিন ধরে দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন জেলা থেকেও নতুন আলু বাজারে আসছে। হিমঘর থেকে বেরনো ভালো মানের জ্যোতি এবং নতুন আলুর খুচরো দর এখন মোটামুটি ৩০ টাকা কেজি। যদিও পাইকারি বাজারে ওই আলুর দাম ২২ টাকার আশপাশে। সুফল বাংলার স্টলগুলিতে খুচরো বাজারের তুলনায় অনেক কম দামে সব্জি মিলছে বলে জানিয়েছে রাজ্য সরকার।

শোভাযাত্রায় পালিত নববারাকপুর গার্লস ও বয়েজ স্কুলের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী

দুরন্ত বার্তা, নববারাকপুর, ৩ জানুয়ারিঃ নববারাকপুর বালক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ১৯৫১ সালের ৩ জানুয়ারি ২৭ জন ছাত্রী ও ৫২ জন ছাত্র নিয়ে যুগ্ম বিদ্যালয় রূপে শুরু হয়। ১১ ফেব্রুয়ারি থেকে পৃথক ভাবে স্কুলটি বালক ও বালিকা বিদ্যালয়ে ভাগ হয়ে যায়। প্রতিষ্ঠাতা তৎকালীন কো-অপারেটিভ কলোনী সোসাইটি লিমিটেডের সভাপতি হরিপদ বিশ্বাস। ১৯৫১ সালের ৩ জানুয়ারি মাত্র ২৭ জন ছাত্রী নিয়ে পথ চলা শুরু নব বারাকপুর কলোনী গার্লস হাইস্কুলের। ৭৫ তম জন্মদিনে শুক্রবার প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদযাপনে নব বারাকপুর কলোনী গার্লস হাইস্কুলের বর্ণাঢ্য সুসজ্জিত শোভাযাত্রার মাধ্যমে বর্ষব্যাপী অনুষ্ঠান শুরু হয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে। এদিন সকালে শুরুতে বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা রূপকার হরিপদ বিশ্বাসের প্রতিচ্ছবিতে মালা দেন বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মনিকা ঘোষ বিশ্বাস। তারপর বিদ্যাসাগরের মূর্তিতে মালা দেন স্থানীয় পুর প্রতিনিধি দেবাশিস মিত্র। বিদ্যালয়ের পতাকা তোলেন পরিচালন সমিতির সভাপতি তথা পুর প্রতিনিধি হৃষিকেশ রায়। মঙ্গলদ্বীপ প্রজ্বলন করে বর্নময় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার সূচনা করেন উৎসব কমিটির চেয়ারপার্সন তথা পুরসভার চেয়ারম্যান প্রবীর সাহা। বিরাট গৌরবময় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায় ছিল ঢাক, ব্যাকপাইপার ব্যান্ড, বিভিন্ন ট্যাবলো, স্বামী বিবেকানন্দ স্কলারশিপ, সরকারী প্রকল্প, কন্যাশ্রী, সবুজসাথী, স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড বিদ্যালয়ের ইংরেজী মাধ্যম বিভাগ, চেয়ারম্যান, বিভিন্ন শ্রেণীর ছাত্রীরা, প্রধান শিক্ষিকা, সহ শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী, পরিচালন সমিতির সদস্যরা।অভূতপূর্ব সাড়া ফেলে দেয় প্রভাতী শোভাযাত্রায়। চেয়ারম্যান প্রবীর সাহা বলেন ১৯৫১ সালের ৩ জানুয়ারি নববারাকপুরের স্রষ্টা রূপকার হরিপদ বিশ্বাস কলোনী বয়েজ ও গার্লস দুটি স্কুল চালু করেছিলেন। আজ ৭৫ তম বর্ষের বয়েজ এবং গার্লস স্কুলের। গৌরবময় ৭৫ বৎসরে উদযাপন ব্রতী হয়েছে

বিদ্যালয় দুটি।এটা অত্যন্ত গর্বের এবং আনন্দের। দুটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে বহু ছাত্রছাত্রী তৈরি হচ্ছে। বিভিন্ন ইনস্টিটিউশনে যাচ্ছে। সফলতা লাভ করছে। শহর আরো বেশি গৌরবান্বিত হচ্ছে। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা মনিকা ঘোষ বিশ্বাস বলেন ১৯৫১ সালের ৩ জানুয়ারি বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা।২৭ জন ছাত্রী থেকে আজ মহীরুহ পরিনত। প্রায় দু হাজার ছাত্রী বিদ্যালয়ে। বিদ্যালয়ের সহ শিক্ষিকা, শিক্ষাকর্মী থেকে পরিচালন সমিতির সদস্যরা বিদ্যালয়ের পঠন পাঠন থেকে শৃঙ্খলাপরায়ন নিয়মানুবর্তিতা পালনে নিরলস পরিশ্রম করে চলেছেন। ভবিষ্যতে এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন। আজ অত্যন্ত গর্বের বিষয়। জেলা স্তরে বিদ্যালয়ের রেজাল্ট যথেষ্ট ভালো হয়েছে। রাজ্য স্তরে ১৪ তম স্থানে কলোনী গার্লস হাইস্কুলের সুনাম বজায় রেখেছে। আগে বিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিন। নিয়মানুবর্তিতা যারা মেনে চলবে ভবিষ্যতে তারা ভালো ফল করবেই। সকল ছাত্রী দের ভালোবাসা তোমরা আরো বড় হও। সুন্দর ভাবে সুশৃঙ্খল ভাবে নিয়মানুবর্তিতার সাথে সুসজ্জিত শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে সফলতা করেছো। এদিন ছাত্রীরা একক সংগীত পরিবেশন করেন।

১২ জানুয়ারি ৭৫ তম বর্ষের প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদযাপনের বিবেকানন্দ ক্রীড়াঙ্গনে পুষ্পমেলার মঞ্চে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে সংগীত পরিবেশন করবেন জনপ্রিয় সংগীত শিল্পী লোপামুদ্রা মিত্র ও চন্দ্রিমা চক্রবর্তী জানান বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা।

অন্যদিকে কলোনী বয়েজ হাইস্কুলের গৌরবময় প্ল্যাটিনাম জয়ন্তী উদযাপন বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ থেকে এক বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। ছিলেন পুরপ্রধান প্রবীর সাহা, পুর প্রতিনিধি, বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক সৌরভ সমাদ্দার, পরিচালন সমিতির সভাপতি ড.অনিরদ্ধ বিশ্বাস সহ প্রাক্তনী, এনসিসি ব্যান্ড, ব্যান্ড পার্টি, ধামসা, ট্যাবলো প্রমুখ।

পালন করা হল পাঁঠার জন্মদিন

বনস্পতি দে, চুঁচুড়া হুগলি, ৩ জানুয়ারিঃ মাথায় লাগানো টুপি, মুখে ধরানো বেলুন, গায়ে লাল জামা। সাজিয়ে গুছিয়ে 'রাজা'কে বসিয়ে দেওয়া হল কেকের সামনে। মুখ নামিয়ে কেক খেল সে। সবার কোলে কোলে ঘুরে জন্মদিন কাটল ভালই! ওদিকে বাড়িতে তখন বিয়েবাড়ির মেজাজ। পাঁঠার জন্মদিন তো কী হয়েছে, আয়োজন দেখে বোঝার উপায় নেই। বড় বড় পাত্রে ঢালা হচ্ছে ভাত-ডাল-ঝুরি আলু ভাজা। নিমন্ত্রিতও অনেক। শুনতে অবাক লাগলেও এভাবেই পাঁঠার জন্মদিন পালন করা হল হুগলির চুঁচুড়ায়। চুঁচুড়ার বুনোকালিতলা বালিপুকুর ধারের বাসিন্দাদের অনেকেরই নিমন্ত্রণ ছিল ওই বাড়িতে। বাড়ির মালিকের নাম বাবলু ওঁরা। তাঁরই পোষ্য এই রাজা। এদিন ছিল তার এক বছরের 'জন্মদিন'। না জন্মের এক বছর নয়, পোষ্য হিসেবে তাঁর বাড়িতে আসার এক বছর। এলাকার এক বাসিন্দা জানান, গত বছর ২ জানুয়ারি শীতের রাতে একটি পাঁঠা বাবলু ওঁরাও-এর বাড়িতে চলে আসে। কেক কেটে জন্মদিন পালন করা হল। বাবলু নিঃসন্তান। তাই ওই পোষ্যকে তিনি সন্তানের মতো বড় করেছেন। বাবলুর বন্ধু সঞ্জীব ঘোষ, রতন পাশোয়ান সহ অন্যান্য বন্ধুরা মিলে ঠিক করেন পাঁঠার জন্মদিন পালন করা হবে। অনেকেই তো কুকুর বিড়ালের মতো পোষ্যের জন্মদিন পালন করেন। সেভাবেই এই আয়োজন। রীতিমতো কেক কেটে পংক্তি ভোজে পালন করা হল জন্মদিন। নিমন্ত্রিত অতিথির সংখ্যা ছিল শ'দেড়েক। পাত পেড়ে বসে সবাই খেলেন ভাত, ভেজ ডাল, চিপস, মুরগির মাংস, চাটনি, পাঁপড়, মিষ্টি।

ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা আহত ৫

দুরন্ত বার্তা, বাসন্তী, ৩ জানুয়ারিঃ শীতের সকালে ভয়াবহ পথ দুর্ঘটনা সুন্দরবনে। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার সুন্দরবনের বাসন্তী থানার অন্তর্গত চৌকিদার মোড় এলাকায় শুক্রবার সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ বাসন্তী হাইওয়ের উপরে মারুতি গাড়ি ও যাত্রী বহনকারী একটি অটোর সংঘর্ষ হয়। এই দুর্ঘটনায় মোট পাঁচজন আহত হয় তাঁরমধ্যে দুজনের অবস্থা গুরুতর।

স্থানীয় বাসিন্দাদের তৎপরতায় তাদেরকে উদ্ধার করে তড়িঘড়ি বাসন্তী ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসার জন্য পাঠানো হয়। সেখানেই চিকিৎসা চলছে তাদের।

দীর্ঘদিনের রেলওয়ে সেতুর দাবি পূরণ

রামপুরহাট, ৩ জানুয়ারিঃ রামপুরহাটের রেলপারবাসী সহ দশ বারোটি গ্রামের দীর্ঘদিনের রেলওয়ে সেতুর দাবি পূরণ হতে চলেছে। রামপুরহাট শহরের ১ ও ১৪নম্বর ওয়ার্ডবাসী সহ কুসুম্বা,আয়াস অঞ্চলের মানুষের দীর্ঘদিনের সমস্যা সমাধান হতে চলেছে। রামপুরহাট রেলস্টেশনের পশ্চিম দিকে লোকোশেড এর নিকটে একটি ওভার ব্রিজের কাজ শুরু হয়েছে। সেখানে একটি টিকিট কাউন্টারও তৈরি হবে। রামপুরহাট রেল ফটকের নিকট ফুট ওভার ব্রিজটি মাল গাড়ির ধাক্কায় গত ২০০৭ সালে ভেঙে যায়। গত ১২ বছর ধরে আই এন টি ইউ সি শ্রমিক সংগঠনের নেতা ও বর্তমানে শহর কংগ্রেসের সভাপতি হিসাবে শাহাজাদা হোসেন ফটক দুয়ারে রেলওয়ে ওভার ব্রিজের দাবিতে

আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। রেলমন্ত্রী থেকে শুরু করে স্থানীয় রেল আধিকারিক এবং মুখ্যমন্ত্রী থেকে শুরু করে এলাকার সাংসদ, বিধায়ক,পুরপিতাকে জানিয়েও এই সমস্যার সমাধান না হওয়ায় রেল অবরোধের সিদ্ধান্ত নেন। এলাকার মানুষ নিয়ে অবরোধ করেন। উনিশ সালের ৫ অগাস্ট ইমেলের মাধ্যমে রেলমন্ত্রীকে জানিয়ে অবরোধ সহ বিভিন্ন আন্দোলনের পথে হাঁটেন তিনি । এলাকাসীদের সাথে নিয়ে রামপুরহাট শহর কংগ্রেস সভাপতি সাহাজাদা হোসেন (কিনু) দীর্ঘ লাগাতার আন্দোলন করে গেছেন। কতবার রেলওয়ে দফতরকে ডেপুটেশন দিয়েছেন সাহাজাদা হোসেন তার ইয়ত্তা নেই। রেলওয়ে অবরোধ করে মামলার মুখেও পড়েছেন। তবুও তাকে দমানো যায় নি। মানুষকে সাথে নিয়ে তার লাগাতার আন্দোলনের ফলে রেলওয়ে কর্তাদের টনক নড়ে এবং কার্যত তারা গণআন্দোলনের কাছে মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়। রেলওয়ে সেতুর দাবিতে আন্দোলনের মুখ সাহাজাদা হোসেন (কিনু) বলেন, আমাদের মিলিত লড়াই ও আন্দোলনের ফলে দীর্ঘদিনের দাবি পূরণ হতে চলেছে। এলাকা বাসী কৌশিক সিং বলেন, রেলওয়ে কর্তৃপক্ষের কাছে এই ওভার ব্রিজ আদায় আন্দোলনের মুখ সাহাজাদা কিনু। মানুষকে সাথে নিয়ে এই অসাধ্য সাধন তিনিই করেছেন।

বিশ্ব যোগাসনে পূর্বস্থলীর ক্ষুদে মেয়ে পিয়ালীর সোনা খেতাব, খুশির আনন্দে পরিবার

মলয় সুর, ৩ জানুয়ারিঃ অভাব অনটনকেই সঙ্গী করে এগিয়ে চলেছে পূর্ব বর্ধমানের পূর্বস্থলী বাসিন্দা ক্ষুদে যোগাসন খেলোয়াড় পিয়ালী দাস। মাত্র ৭ বছর বয়সে পিয়ালী জীবনে প্রথমবার অন্ধ্রপ্রদেশের ভাইজ্যাক বিশাখাপত্তনামে ইউনিভার্সাল যোগা স্পোর্টস ফাউন্ডেশন আয়োজিত প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে গোল্ড পদকের খেতাব অর্জন করে। সদ্য ২৮ ডিসেম্বর বিশাখাপত্তনামে জুনিয়র ওয়ার্ল্ড যোগাসনের আসর বসে। সেখানেই পাঁচ থেকে সাত বছর বয়সের ট্রেডিশনাল বিভাগে প্রথম স্থান দখল করে স্বর্ণপদক ছিনিয়ে নেয়। এই ছোট্ট খেলোয়াড়ের বাড়ি পূর্বস্থলীর সরডাঙ্গা কালেখাতলা এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। সে ধীতপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ে তৃতীয় শ্রেণীতে উঠলো। শুরুতেই সে জেলা ও রাজ্যস্তরে বহু খেতাব অর্জন করেছে। স্থানীয় ফিটনেস যোগ সেন্টারে প্রশিক্ষক পিয়ালী সেন এর কাছে হাতে খড়ি তার। তাছাড়া তার বাবার কাছেও প্রথম থেকে অনুশীলন করত। প্রতিটি প্রতিযোগিতায় যোগ দিয়ে কোনও বার খালি হাতে ফেরেনি সে। তার বাবা সুমন্ত দাস পাড়ায় পাড়ায় চানাচুর বিক্রি করেন। মা বিউটি দাস গৃহবধূ। তারা দুই বোন বড় পিয়ালী, ছোট প্রীতি। যদিও তার যাতায়াতের আর্থিক খরচ যোগানো বেশ কিছু শুভানুধ্যায়ী এবং পূর্বস্থলী উত্তরের তৃণমূল বিধায়ক তপন চট্টোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই তপনবাবু তৃণমূল পার্টি

অফিসে তাকে সম্মানিত করেন। ওই প্রতিযোগিতায় থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া, অস্ট্রেলিয়া, সিঙ্গাপুর প্রভৃতি দেশের প্রতিযোগীদের পিছনে ফেলে সোনা জিতেছে । পিয়ালী বলেন, যোগাসনের মাধ্যমেই নিজের পায়ে দাঁড়িয়ে পরিবারের পাশে থাকতে চাই।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব
দুরন্ত বার্তা
৩০ বর্ষ, দৈনিক ৩৫ সংখ্যা, শনিবার ১৯ পৌষ, ১৪৩১

বাঙালি অভিনেতা সমিত

অরণ্যের দিনরাত্রির হরি ছিলেন তমলুকের 'আপনজন'। অনেকেই মনে করেন অভিনেতার সঠিক মূল্যায়ন করেনি সমকাল। তখনকার ভাষায় বললে, ডানপিটে। এখন, একটু 'দাদাগিরি টাইপের'। তবে ভক্তদের বাড়ির ছেলে ছেলেটার মতিগতি বোঝা ভার। নাটক, তবলা, ফুটবল, ভলিবল নিয়ে মেতে থাকে। তারপরেই কিছু একটা ঝামেলায় 'অ্যাকশন'এর মুডে। বন্ধুরা একটু তটস্থও থাকে। তখন মানে পঞ্চাশের দশক। মেদিনীপুরের তমলুকে পদুমবসান এলাকায় হরিসভার মাঠের কাছে বাড়ি ছিল ভঞ্জদের। বর্ধিষ্ণু পরিবার। পাড়ার লোকে অবশ্য 'বুবু' নামেই বেশি চেনেন। তমলুকের পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে বেড়ানো ছেলেটিই হবে 'আপনজন'এর ছেনো, 'অরণ্যের দিনরাত্রি'র হরি, 'ভোম্বল'এর বিনু, কিংবা 'গুড্ডি'র নবীন। তমলুকে শমিত ভঞ্জকে কাছ থেকে দেখা মানুষ অনেক। তাঁরা তাঁর 'বুবুদা' থেকে 'ছেনো'য় রূপান্তর দেখেছেন। প্রতিভাবান অভিনেতার প্রস্তুতি পর্বটি তাঁরা দেখেছেন সামনে থেকে। যেই সময় শহরে গুটিকয়েক নাট্যপ্রেমীর উদ্যোগে গড়ে উঠেছে 'বর্গভীমা নাট্য সমাজ'। কাজের পাশেই নাটক নামান তাঁরা। হরিসভা মাঠের কাছে 'কল্পতরু ফ্রেন্ডস ক্লাব'ও নাটক চর্চা শুরু করে। ক্লাবের বার্ষিক অনুষ্ঠানে গান ও নাচের সঙ্গে নাটকের অভিনয় ছিল শহরের বাসিন্দাদের কাছে অন্যতম আকর্ষণ। এখানে নাটক করতেন বুবু। ভঞ্জরা কিন্তু তমলুকের আদি বাসিন্দা নন। আদতে ঘাটালের চন্দ্রকোনার বাসিন্দা। ওকালতির সূত্রে শমিতের দাদু এসেছিলেন তমলুকে। বাবা প্রীতিময় ভঞ্জ ছিলেন 'বাগভী ট্রান্সপোর্ট' সংস্থার মালিক। এই সংস্থা সেই সময়ে বেঙ্গল নাগপুর রেলওয়ের রেল ও বাসের টিকিট বিক্রি করত। প্রীতিময় ও শীলাদেবীদের তিন ছেলে ও এক মেয়ে। শমিত ছেলেদের মধ্যে ছোট। জন্ম ১৯৪৪ সালের ২ জানুয়ারি। বাড়িতে গান-বাজনার চর্চা ছিল। পারিবারিক সূত্রে গান-বাজনা চর্চার সঙ্গে শমিতের অভিনয়ে ঝোঁক ছিল। স্কুলে পড়ার সময় থেকেই কল্পতরু ফ্রেন্ডস ক্লাবের নাটকে অভিনয় শুরু। প্রথম নাটকে অভিনয় ১৯৬০-৬১ সাল নাগাদ। 'সাঁওতাল বিদ্রোহ' নাটকে নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেন শমিত। তখন ১৬-১৭ বছর বয়স। পরের বছর কল্পতরু ক্লাবের অনুষ্ঠানেই 'বর্বরবাসী' নাটকে গুন্ডার চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। অভিনেতার ঘনিষ্ঠদের মতে, 'আপনজন' সিনেমায় ছেনো গুন্ডার ওই প্রাণবন্ত অভিনয়ের মূলে রয়েছে ছোটবেলার অভিনয় চর্চা। শমিতের ছোটবেলার সঙ্গী জয়দেব মালাকার। নিজেকে বুবুদার 'চ্যালা' বলেন। একসঙ্গে পাড়ার ক্লাবের নাটকে অভিনয়ও করেছেন। জয়দেবের কথায়, ''ছোটবেলা থেকেই খুব ডানপিটে ছিল। পায়ে পা তুলে ঝগড়া করত। আমার এলাকায় কারও বিপদ হলেই সাহায্য করতে ঝাঁপিয়ে পড়ত। আমরা চার-পাঁচজন ছিলাম বুবুদার চ্যালা।'' জয়দেবের স্ত্রী বনানীও শমিত ভঞ্জের সঙ্গে নাটকে অভিনয় করেছেন। বনানী মনে করতে পারেন, ''শহরের অলস্টার ক্লাব চলচ্চিত্র সমিতি হলে 'ছুটো শালিকের ঘাড়ে রোঁ' নাটক মঞ্চস্থ করেছিল। তাতে দাদা নায়কের চরিত্রে অভিনয় করেছিলেন। এছাড়া শ্রুতি নাটক করত। কলকাতায় গিয়েও নাটকের দলে অভিনয় করত।'' সম্ভবত হ্যামিল্টন স্কুলের ছাত্র ছিলেন। কেউ আবার তিন স্কুলের নামও বলেন। শমিতের প্রেম পর্বের সাক্ষী বন্ধুরা। প্রেমিকা রঞ্জার পরিবার তমলুকে কংগ্রেস কার্যালয়ের পাশে একটা বাড়িতে ভাড়া থাকতেন। পড়তেন তমলুক কলেজে। দীর্ঘদিনের প্রেম। তারপর তো বিয়ে। এক সময়ে পাড়ার বুবু চলে গেলেন টালিগঞ্জের সিনেমা পাড়ায় কাজ খুঁজতে। লড়াই চলছিল পায়ের তলায় মাটি খোঁজার।

কুস্তিগীর গোবর গোহ

পুরো নাম গোবর গোহ। সাহেব মহলে পরিচয় 'দ্য জেন্টল জায়ান্ট'। প্রবাদপ্রতিম এই মল্লবীরকে নিয়ে অবাক করা গল্পের অন্ত নেই। শোনা যেত, দেহের শক্তি বাড়ানোর জন্য তাঁর খাবারে মেশানো হত সোনা-রুপো! শরীরচর্চা করতেন গলায় ১৬০ পাউন্ডের পাথর ঝুলিয়ে! দশাসই পালোয়ান। অথচ অতি বিনয়ী, সুবক্তা। ভালবাসতেন সেতার বাজাতে! পঞ্চাশের দশকের শেষ দিকে আর ষাটের দশকের বেশ ক'বছর দেদার পেশাদার দঙ্গল বসত রঞ্জি স্টেডিয়ামে। যে কুস্তিকে ডাকা হত আমেরিকান ফ্রি-স্টাইল বা শুধুই ফ্রি-স্টাইল। আর বালক, কিশোর, নব্য যুবার ঠোঁটে ঠোঁটে ঘুরত রুস্তম-এ-হিন্দ, দারা সিং, কিং কং, ওয়াদি আইয়ুব, সৈয়দ সৈফ শাহ গোছের সব পালোয়ানের নাম। অথচ হাজার চেষ্টাতেও আমরা টানতে পারিনি আমাদের জ্যাঠা-খুড়োর প্রজন্মকে। হরিনামের মতো তাঁদের জিভে লেগে ছিল একটাই নাম; গোবর গোহ। পেশাদার কুস্তির চ্যাম্পিয়ন লু-থেজ-এর সঙ্গে নাকি দু'বার ড্র করেছিলেন দারা সিং। তবে এই পর্যন্তই। কোথায় কী বৃত্তান্ত কিছুই জানতাম না। গোবর গোহ ১৯২১-এর ২৩ অগস্ট সান ফ্রান্সিসকোর কলিসিয়াম স্টেডিয়ামে জার্মান কুস্তিগির আড সান্টালকে চিৎ করে বিশ্ব পেশাদার লাইট হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলেন। তার আগে, ১৯১৩ রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ ঘোষণার সামান্য আগে, ৩ সেপ্টেম্বর এডিনবরায় বিশালদেহী জিমি এসনকে ৩৯ মিনিটে চিৎ করে ব্রিটিশ এম্পায়ার হেভিওয়েট চ্যাম্পিয়ন হন। সেবার প্রাপ্য হয়েছিলেন দেড় হাজার পাউন্ড ছাড়াও টিকিট বিক্রির সত্তর শতাংশ টাকা। কাকা-জ্যাঠাদের মুখে যখন এই সব চাঞ্চল্যকর তথ্যের ঝুলি খোলা হত, তখনও কিন্তু উত্তর কলকাতার ১৯ নং গোয়াবাগান স্ট্রিটে একটা চৌচালা টালির চালার নীচে গোবরবাবু তাঁর প্রসিদ্ধ কুস্তির আখড়ায় নিজের কাঠের চেয়ারে সমহিমায় আসীন। তাঁর ভালো নাম যতীন্দ্রচরণ গোহ আর ক'জন উচ্চারণ প্যাঁচের চেয়েও চটকদার ছিল।

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর

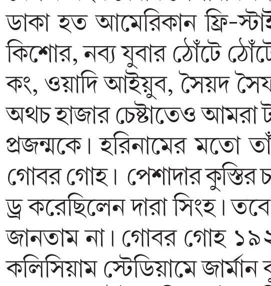

মানসিক শক্তি ধারন করতে হবে। সব শক্তি দিয়ে দেশের সেবা করতে হবে। এটা যিনি করতে পারেন তিনি হচ্ছেন সার্থক সন্ন্যাসী। জীবন সার্থক হয় তাঁর। তিনিই সিদ্ধ পুরুষ। মহা মানবে পরিণত হন তিনি। মায়ের শক্তি থেকেই সেত অভয় শক্তি আসে। সেই শক্তির কোনদিন ক্ষয় হয় না। এই শক্তি চিরকাল থাকে। যে কোনও স্থানে এই শক্তিকে প্রয়োগ করা সম্ভব হবে। ধর্মগ্রন্থ সব কিছুই শক্তি নিহিত। শারীরিক শক্তি,

শ্রীশ্রী অনুকূল ঠাকুর বলেন মা জাগতিক শক্তি অর্জন করতে পেরেছেন। প্রকৃত শিক্ষার মধ্যেই ভরসা মায়ের শক্তির।

স্বামী বিবেকানন্দ-বাণী

থাকতে হবে শক্তি অর্জন করার জন্য। মা সাধনা করলেই শক্তি অর্জন করা যায়। নিজের মাতৃসত্বাকে জাগরিত করতে হবে সাধনার মধ্যে দিয়ে। নারী শক্তির জাগরণ হবে। নারী শক্তিকে কোনও সময়ে অবদমিত করে রাখা অপরাধ। মায়ের প্রতি ভক্তি আরাধনা করতে হবে। মায়ের আরাধনা করতে হবে। জাগাতে হবে মনের ভক্তিকে। মনের শক্তিকে। মনের শক্তি এবং ভক্তি জাগরিত হলে আর কোনও অপশক্তি আপনাকে পরাস্ত করতে পারবে না। সব অপশক্তি পরাস্ত হবে। স্বামী বিবেকানন্দ মনে করতেন, মানব সেবা ধর্ম হচ্ছে সবচেয়ে বড় ধর্ম। এর চেয়ে আর কোনও বড় ধর্ম নেই। গীতা পাঠ করলে শুধু চলবে না। শক্তি চাই।

গীতায় মানব সেবা ধর্মের কথা বলা হয়েছে। তিনি বলেন অসার একটি কথা বলা হচ্ছে অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সৎ পথে বসবাস করো। তাহলে জীবনকে রক্ষা করতে সক্ষম হবে। জীবন ধন্য হতে শুরু হবে। জীবনকে শক্তিশালী করতে হবে। মনে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। আর ধমনীতে শক্তি বৃদ্ধি করতে হবে। মায়ের কাছে হত্যে দিয়ে পড়ে

ভারতের দুই মহাকাব্য 'রামায়ণ' ও 'মহাভারত' শুধুমাত্র স্বদেশি পণ্ডিতেরা অনুবাদ করেননি, বিদেশি পণ্ডিতরাও অনুবাদে অংশ গ্রহণ করেন

বিশেষ প্রতিবেদক

এখনও পর্যন্ত ঊনিশ শতকের বাংলায় প্রকাশিত রামায়ণের যে সমস্ত বঙ্গানুবাদের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে, সেগুলির মধ্যে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের পুনর্মুদ্রিত সংস্করণের কথা এখানে সর্বাগ্রে উল্লেখ্য। এটি ১৮০২ সালে মুদ্রিত হয়েছিল। এটি ছিল কৃত্তিবাস ওঝা কর্তৃক বাল্মীকি রামায়ণের অনুসরণে রচিত পাঁচটি খণ্ডের প্রথম কোন মুদ্রিত বঙ্গানুবাদ। এই পাঁচটি খণ্ডের মধ্যে প্রথম খণ্ডে আদি কাণ্ড, দ্বিতীয় খণ্ডে অযোধ্যা কাণ্ড ও অরণ্য কাণ্ড, তৃতীয় খণ্ডে কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড ও সুন্দরা কাণ্ড, চতুর্থ খণ্ডে লঙ্কা কাণ্ড ও পঞ্চম খণ্ডে উত্তর কাণ্ড বিবৃত করা হয়েছিল। গবেষকদের মতে, বাংলা ভাষায় মুদ্রিত এই প্রথম রামায়ণ কাব্যে কৃত্তিবাসী রামায়ণের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি রক্ষিত হয়েছিল। আর তাই কৃত্তিবাস যে মূল সংস্কৃত রামায়ণের হুবহু অনুবাদ করেন নি, শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত কৃত্তিবাসী রামায়ণের এসব সংস্করণের সাক্ষ্য থেকে একথা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। এছাড়া গবেষকদের মতে, মিশন প্রেসের রামায়ণে যেমন কৃত্তিবাস গৃহীত আর্য রামায়ণের বহু অংশ রক্ষিত হয়েছিল, তেমনি তাঁর নিজস্ব কল্পনার বহু চিহ্নও প্রকীর্ণ হয়েছিল বলেও দেখতে পাওয়া যায়। বস্তুতঃ রামায়ণের মধ্যে নাম মাহাত্ম্য কীর্তনই সম্ভবতঃ কৃত্তিবাসের বিশেষ অবদান ছিল, আর তাই মিশন প্রেসের রামায়ণেও এই নাম মাহাত্ম্য বিঘোষিত হয়েছিল বলে দেখা যায়। সুতরাং বাংলায় রামায়ণ চর্চার উজ্জীবন ক্ষেত্রে মিশন প্রেসের রামায়ণের একটি উল্লেখযাগ্য ঐতিহাসিক অবদান রয়েছে।

এরপরে ঊনিশ শতকের বাংলার বিখ্যাত খৃষ্টান মিশনারিদ্বয় কেরী ও মার্শম্যানের সম্পাদনায় ১৮০৬, ১৮০৮ ও ১৮১০ সালে মূল বাল্মীকি রামায়ণের ইংরেজি অনুবাদ চারিটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছিল। ভারত তত্ত্ব অন্বেষণ করবার তাগিদে সেদিন কোলব্রুক, উইলসন প্রমুখ বিদেশী ব্যক্তিরা যে প্রচেষ্টা করেছিলেন, বাঙালির জাতীয় জীবনে এর অনেকটা ঐতিহাসিক গুরুত্ব রয়েছে। বস্তুতঃ তাঁদের এই ঐতিহ্য চর্চার পরোক্ষ ফল হিসাবেই তৎকালীন ভারতের শিক্ষিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি এই লুপ্ত ভাণ্ডারের দিকে পড়েছিল। সুতরাং এদিক থেকে সংস্কৃত ভাষার রামায়ণের পুনর্মুদ্রণ ও ইংরেজি অনুবাদের মধ্যে তদানীন্তন শিক্ষিত বাঙালি নিজের আত্মানুসন্ধানের পথ আবিষ্কার করতে পেরেছিল।

সমকালীন বিভিন্ন নথি থেকে জানা যায় যে, ১৮০২-০৩ সালে কেরী সাহেবের সম্পাদনায় কৃত্তিবাসী রামায়ণের শ্রীরামপুর সংস্করণটি প্রথমে প্রচলিত পুঁথি অনুযায়ী মুদ্রিত হয়েছিল। এরপরে এটির কিছু কিছু অংশ পরে পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কারের দ্বারা মার্জিত ও পরিশুদ্ধ হয়ে শ্রীরামপুর মিশন প্রেস থেকে ১৮৩০-৩৪ সালে দ্বিতীয়বার প্রকাশিত হয়। এপ্রসঙ্গে ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সাহিত্য সাধক চরিতমালা সিরিজের 'জয়গোপাল তর্কালঙ্কার' গ্রন্থের ১৩নং পৃষ্ঠায় সমাচার দর্পণ পত্রিকার যে সাক্ষ্য উদ্ধৃত করেছিলেন, সেটা নিম্নরূপ ছিল। কৃত্তিবাস পণ্ডিত রচিত সপ্তকাণ্ড রামায়ণ বহুকাল পর্যন্ত

এতদ্দেশে প্রচলিত আছে কিন্তু ঐ রামায়ণ গ্রন্থে লিপিকর প্রমাদে ও শিক্ষক ও গায়কদিগের ভ্রম প্রযুক্ত অনেক অনেক স্থানে বর্ণচ্যুতি ও পয়ারভঙ্গ ও পয়ার লুপ্ত ইত্যাদি নানা দোষ হইয়াছে। এইক্ষণে ঐ গ্রন্থ সুপণ্ডিত দ্বারা বর্ণশুদ্ধ্যাদি বিচার পূর্বক শ্রীরামপুরের ছাপাখানাতে উত্তম কাগজে ও উত্তমাক্ষরে ছাপারম্ভ হইয়াছে। তখন থেকেই বাংলায় এই তর্কালঙ্কারী রামায়ণের বিপুল প্রচার চালু হয়েছিল, এবং এরপরে বহু পরিবর্তন ও বিক্ষিপ্তত্য বহন করে যে রামায়ণের বার বার পুনর্মুদ্রণ ঘটেছিল, সেটার প্রধান কাঠামোটি কিন্তু এই তর্কালঙ্কারী রামায়ণই ছিল।

তবে ঊনবিংশ শতকে রামায়ণ মহাকাব্যের সর্ববৃহৎ কীর্তি ছিল রঘুনন্দন গোস্বামীকৃত 'রাম রসায়ন' নামের গ্রন্থটি। গবেষকরা এই গ্রন্থটির রচনাকাল আনুমানিক ১৮৩১ সাল বলে নির্ধারণ করেছেন। তাঁদের মতে অর্বাচীনকালে বাংলা ভাষায় রচিত রাম কাহিনীর মধ্যে এটাই সর্ববৃহৎ। কবি এর মধ্যে বাল্মীকি, তুলসীদাস ও অতীতের অন্যান্য কবি বর্ণিত বহু রাম কাহিনীর সমাবেশ ঘটিয়েছিলেন বলে দেখতে পাওয়া যায়। এই গ্রন্থটি মূলতঃ সাতটি কাণ্ডে বিভক্ত হলেও এর প্রতি খণ্ডে অসংখ্য পরিচ্ছেদ রয়েছে এবং তাতে প্রচলিত এবং অপ্রচলিত অসংখ্য উপাখ্যানের সংযোজন ঘটেছে। এই কবি পুরাণ পারঙ্গম ছিলেন বলে তাঁর রচিত রামায়ণে অসংখ্য পৌরাণিক আখ্যানের উল্লেখ পাওয়া যায়। সমালোচকদের মতে এই গ্রন্থটির মধ্যে বৈষ্ণব প্রভাব স্পষ্টভাবেই অনুভূত হয়। কবি নিজের এই গ্রন্থটি তাঁর আরাধ্য বিগ্রহ শ্রীরাধামাধবের পবিত্র নামেই উৎসর্গ করেছিলেন বলে দেখা যায়। আর সমালোচকদের মতে, এই বৈষ্ণব ভাবের জন্যই মূল রামায়ণ ও অন্যান্য রামায়ণের থেকে এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু ও অন্তর প্রকৃতির অনেক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। অতীতে এপ্রসঙ্গে ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন জানিয়েছিলেন;

সীতা বর্জন, লক্ষ্মণ বর্জন, সীতার পাতাল প্রবেশ রাম রসায়নে স্থান পায় নাই। যে ঘটনা মনকে দুঃখের তরঙ্গে ফেলিয়া যায়, যাহাতে প্রাকৃতিক বিধানের উৎকর্ষের উপর সন্দেহ জন্মে, যেখানে সত্য ও শুভের অসমর্থতা প্রমাণিত হয় তাহাদের শ্মশানের উত্তাপে করুণার অশ্রুবিন্দু শুকাইয়া যায়। বৈষ্ণবগণ সেরূপ ঘটনা বর্ণনা করিতে ভালবাসিতেন না। সেই জন্যই চৈতন্যচরিতামৃত ও চৈতন্যভাগবতে গৌরাঙ্গ প্রভুর তিরোধান বর্ণিত হয় নাই। তবে গ্রন্থটির ভাষা, ছন্দ ও অলঙ্কারে এই কবির পাণ্ডিত্য ও বিদগ্ধ রচনারীতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঊনিশ শতকে এই গ্রন্থটিরও বেশ কয়েকবার পুনর্মুদ্রণ ঘটেছিল।

এগুলি ছাড়াও ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন আলোচ্যযুগে রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত একটি রামায়ণ কাব্যের সন্ধান দিয়েছিলেন, যেটি ১৮৩৮ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এই গ্রন্থের কবি তাঁর পিতার আদেশে নিজের গৃহে সীতারাম বিগ্রহ স্থাপন করেছিলেন। এরপরে রামভক্ত হনুমানের আদেশে তিনি নিজের এই রামায়ণ রচনা করতে আরম্ভ করেছিলেন বলে এই গ্রন্থে জানিয়েছিলেন। সমালোচকদের মতে, কবি এর মধ্যে যেমন নিজের কবিত্ব শক্তির যথেষ্ট পরিচয় দিতে পেরেছিলেন, তেমনি তাঁর কৌতুকপ্রিয়ত ও হাস্যরসও এই কাব্যের মধ্যে দেখতে পাওয়া যায়। অন্যদিকে ডঃ সুকুমার সেনও সমকালে রচিত অন্যান্য কয়েকটি রামায়ণ কাব্যের সন্ধান দিয়েছিলেন। এগুলির মধ্যে জগৎমোহন রচিত রামায়ণ কাব্যটি সবথেকে বেশি উল্লেখযোগ্য এবং এটির রচনাকালও ১৮৩৮ সাল বলে অনুমান করা হয়ে থাকে। এরপরে আলোচ্য প্রসঙ্গে এখানে 'রামভক্তি রসামৃত' কাব্যের কথা উল্লেখ্য, এটির রচয়িতা কমললোচন দত্ত মেদিনীপুর জেলার অধিবাসী ছিলেন। অদ্ভুত রামায়ণ অবলম্বনে লেখা এই কাব্যটির কয়েকটি কাণ্ডের পুঁথি অতীতে মেদিনীপুর থেকে আবিষ্কৃত হয়েছিল। ১২৪৯ বঙ্গাব্দে এই গ্রন্থটির রচনা সমাপ্ত হয়েছিল বলে জানা যায়। সমালোচকদের মতে, মূল বাল্মীকি রামায়ণের তুলনায় অদ্ভুত রামায়ণের উপাখ্যানগুলি চিত্তাকর্ষক বলেই সম্ভবতঃ এর প্রতি ঊনিশ শতকের বাংলার কবিদের দৃষ্টি সহজেই আকৃষ্ট হয়েছিল। ১৮৫২ সালে হরিমোহন গুপ্ত এবং এরপরে ১৮৫৪ সালে দ্বারকানাথ কুণ্ডু এই অদ্ভুত রামায়ণের মূলানুগ অনুবাদ করেছিলেন। তবে এর আগে ১৮৩৫-৩৬ সালে কৃষ্ণকান্ত ন্যায়ভূষণ অদ্ভুত রামায়ণের প্রথম গদ্যানুবাদ করেছিলেন।

এসব ছাড়াও রেভারেণ্ড জেমস লঙ সাহেব প্রদত্ত তালিকাতে ঊনবিংশ শতকের প্রথমার্ধে রচিত বা প্রচলিত থাকা অনেকগুলি রামায়ণের খণ্ড বা পূর্ণ অংশের বঙ্গানুবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে রাজা সত্যচরণ ঘোষালের সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় অধ্যাত্ম রামায়ণ, এবং বর্ধমানের রাজার আনুকূল্যে ভাস্কর প্রেস থেকে প্রকাশিত আদিখণ্ড প্রভৃতি রামায়ণ কাব্য উল্লেখযোগ্য। তবে এসবের মধ্যে অনেকগুলি রামকাহিনীতে কোন লেখক-পরিচিতি পাওয়া যায় না। সুতরাং এগুলি যে তখন বিক্ষিপ্তভাবে নানা জায়গায় অনূদিত হয়েছিল, একথা থেকেই তা প্রমাণিত হয়।

এবারে মহাভারতের প্রসঙ্গে আসা যাক। খৃষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা ভাষার প্রথম উল্লেখযোগ্য মহাভারত গ্রন্থটি রামায়ণের মতোই ১৮০২ সালে শ্রীরামপুরের মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল, এটি ছিল কাশীদাসী মহাভারতের মূল অনুবাদ। বস্তুতঃ শ্রীরামপুর মিশনে রামায়ণের আগেই মহাভারত ছাপা আরম্ভ হয়েছিল। এই গ্রন্থটি চারিটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। এথেকে পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় যে, কেরীর বাইবেল চর্চার সমান্তরালে শ্রীরামপুর মিশনে তখন রামায়ণ ও মহাভারতের অনুবাদও চলেছিল। পরবর্তী সময়ের বাংলা কেরী অনূদিত বাইবেলগুলিকে ভুলে গেলেও, তাঁর রামায়ণ মহাভারতকে কিন্তু ভুলতে পারেনি। বস্তুতঃ সমকালীন দেশীয় পণ্ডিতদের সহযোগিতায় কেরী বাঙালির ঐতিহ্য চর্চার এই পথ সুগম করে দিয়েছিলেন।

পণ্ডিত জয়গোপাল তর্কালঙ্কার তখন রামায়ণের মতোই শ্রীরামপুর মিশনের মহাভারতেও হস্তক্ষেপ করেছিলেন। এরপরে এই মিশন প্রেস থেকেই তাঁর অনূদিত মহাভারত দুটি খণ্ডে ১৮৩৬ সালে প্রকাশিত হয়েছিল। এর মধ্যে প্রথম খণ্ডে আদি, সভা ও বনপর্ব ছিল; এবং দ্বিতীয় খণ্ডে বিরাটপর্ব সমেত অবশিষ্ট পর্বগুলি ছিল। বস্তুতঃ জয়গোপাল তর্কালঙ্কারই মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত কাশীদাসী মহাভারতকে সংশোধন করে একটিকে একটি পরিমার্জিত রূপ দান করেছিলেন। পরবর্তী সময়ে বাংলায় প্রচলিত হওয়া কাশীদাসী মহাভারত আসলে এই তর্কালঙ্কারী মহাভারতকে অবলম্বন করেই গড়ে উঠেছিল।

মিশন প্রেসের মহাভারতের পরে যে বাংলায় পুরোনো কলকাতার বটতলার মহাভারত প্রচলিত হয়েছিল, ১৮৫৪ সালে 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি বিজ্ঞাপন থেকে একথার আভাস পাওয়া যায়। বিজ্ঞাপনটি নিম্নরূপ ছিল; কাশীদাসী মহাভারত। কলিকাতা নগরীর শোভাবাজার বটতলা স্থানীয় প্রসিদ্ধ পুস্তক বিক্রয়কারি শ্রীযুত বাবু মধুসূদন শীল কাশীদাসী মহাভারত মূদ্রাঙ্কিত করিয়াছেন, শ্রীরামপুরীর পাদরি শ্রীযুত মার্সমেন সাহেবের মহাভারত ছাপার পরে এই ছাপা হইল।

বস্তুতঃ বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বটতলার সাহিত্যের একটি বিশেষ মূল্য রয়েছে। সেকালের বাংলা সাহিত্যকে লোক সাধারণের দরবারে পৌঁছে দেওয়ার ক্ষেত্রে বটতলার ভূমিকা গৌণ ছিল না। তখন এই বটতলা থেকেই বিভিন্ন প্রাচীন ধর্মপুস্তক ও শাস্ত্রীয় গ্রন্থ একাধিকবার প্রকাশিত হয়ে বাংলার ঘরে ঘরে পৌঁছে গিয়েছিল। বর্তমানে বাংলায় প্রচলিত থাকা বাংলা ভাষার মহাভারতের একটা বিরাট অংশ কিন্তু আদতে এই বটতলারই সংস্করণ।

তখন সম্পূর্ণ মহাভারত অনুবাদের সমান্তরালে মহাভারতের অন্তর্গত ভগবদগীতারও বহুল বঙ্গানুবাদ হয়েছিল। প্রসঙ্গতঃ স্মরণীয় যে, আলোচ্যযুগে কলকাতার ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ প্রাচ্যবিদ্যা অনুশীলনের একটি বিশেষ ক্ষেত্র ছিল। আর একারণে এখানকার পণ্ডিতমণ্ডলী তখন সংস্কৃত ভাষা থেকে বিবিধ বিষয়ের বঙ্গানুবাদের কাজে বিশেষভাবে সাহায্য করেছিলেন। ওই সময়ে কেরী সাহেব স্বযং যে সমস্ত রচনায় হস্তক্ষেপ করতেন, এই পণ্ডিতরা সেগুলিকে যথাসম্ভব পরিমার্জিত ও সংশোধিত করে দিতেন। আবার স্বতন্ত্রভাবেও তাঁরা তখন কিছু কিছু বঙ্গানুবাদ করেছিলেন। যেমন, ওই সময়ে চণ্ডীচরণ মুন্সী ভগবদ্গীতাকে পয়ার ছন্দে অনুবাদ করেছিলেন এবং এর পাণ্ডুলিপিটি ১৮০৪ সালের নভেম্বর মাসে কলেজ কাউন্সিলে উপস্থাপিত করা হয়েছিল। এর জন্য কলেজ কাউন্সিলের কাছ থেকে তিনি ৮০ টাকা নগদ পুরস্কারও পেয়েছিলেন। কিন্তু চণ্ডীচরণের এই গীতা শেষপর্যন্ত আর মুদ্রিত হয়নি। আসলে গীতার আভ্যন্তরীণ মর্মোদঘাটনে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ কর্তৃপক্ষের আদৌ কোন আগ্রহ ছিল না, তখন তাঁরা যে শুধু বাংলা ভাষার চর্চাকে উৎসাহ দেওয়ার জন্যই এই পুরস্কারের ব্যবস্থা করিযাছিলেন, এবিষয়ে কোন সন্দেহ নেই।

এরপরে ১৮১৯-২০ সালে বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত গীতার পদ্যানুবাদ মুদ্রিত হয়েছিল। এই লেখক ভাগীরথী তীরে অবস্থিত বেলগড্যা গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। এছাড়া রাজেন্দ্রলাল মিত্রের 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' পত্রিকার সমালোচনায় রাজা রামমোহন রায় কর্তৃক গীতার পদ্যানুবাদের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু বৈকুণ্ঠনাথের গীতার অনুবাদই রামমোহনের পদ্যানুবাদ ছিল কিনা, সে বিষয়ে নিশ্চিতভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবে সমকালীন ইতিহাস থেকে একথা অবশ্যই জানা যায় যে, এই বৈকুণ্ঠনাথ রামমোহনের প্রতিষ্ঠিত আত্মীয়সভার 'নির্বাহক' ছিলেন এবং তিনি কোন একজন পণ্ডিতের সাহায্য নিয়েই ভগবদগীতার অনুবাদ করেছিলেন। সুতরাং এতে রামমোহনের হস্তক্ষেপ থাকা বিচিত্র বলে মনে হয় না।

প্রায় একইসময়ে, ১৮২০ সালে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য কৃত গীতার অনুবাদ প্রথমবারের জন্য মুদ্রিত হয়েছিল এবং ১৮২৪ সালে এর দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছিল। এতে গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের মূলকে লেখক 'গল্প রচিত ভাষা অর্থসহ' প্রকাশ করেছিলেন। প্রসঙ্গতঃ এখানে গৌরীশঙ্কর তর্কবাগীশের অনূদিত গীতার কথাও উল্লেখ্য। ঊনিশ শতকে তিনি যেমন মহাভারতের বঙ্গানুবাদ করেছিলেন, তেমনি আলাদাভাবে ভগবদগীতাও অনুবাদ করে ছিলেন। ১৮৩৫ সালে কলকাতার জ্ঞানান্বেষণ মুদ্রাযন্ত্রালয় থেকে তাঁর অনূদিত গীতার নবম অধ্যায় পর্যন্ত সটীক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। পরে ১৮৫২ সালে গীতার অন্য অংশগুলি অনুবাদ হয়।

(লেখক ঃ রানা চক্রবর্তী)

বাংলার সংস্কৃতির স্বর্ণ যুগে নচিকেতা এবং রবীন মজুমদার ছিলেন পরম প্রিয় বন্ধু

বিশেষ প্রতিবেদক

জান আছে তো তাই গান ও আছে ত, মনে পরে কথাটা ? আজকের প্রতিবেদন সেই চরণদাস বাউল কে নিয়েই। স্কটিশ চার্চ-এ কলেজ সোশ্যালে একটি ছেলে হারমোনিয়াম বাজিয়ে গেয়েছিলো ত শাওনো রাতে যদি ত। মঞ্চের

সামনের সারিতে বসে আছেন বিশেষ অতিথি প্রমথেশ বড়ুয়া । মঞ্চ থেকে নামতেই তাঁকে ডেকে বললেন, ''বেশ ভাল গান গেয়েছো তুমি। গলাটি তোমার ভারী মিষ্টি। তুমি এক বার কাল সকালে বাড়িতে এস। তোমার সঙ্গে দরকার আছে । পর দিন হাজির হতেই প্রমথেশ বড়ুয়া ছেলেটিকে অফার দিলেন চলচ্চিত্রে অভিনয়ের। বললেন, ঠিক সময়ে খবর যাবে। কলেজ-জীবন শেষ করে গ্রামের বাড়ি কাটিহার এ ফিরে আশায় বসে ছিলেন, একদিন ডাক ও এসে গেলো। প্রমথেশ বড়ুয়ার আগামী ছবিতে সে দিনের সেই ছেলেটিই নায়ক-গায়ক হতে চলেছেন ! সিনেমার খাতিরে যাঁর পিতৃদত্ত নাম 'রবীন্দ্রনাথ' কেটে ছোট করে রবীন মজুমদার করে দিয়েছিলেন প্রমথেশ বড়ুয়া নিজেই।

রবীন মজুমদারের শিল্পী-জীবনের আরম্ভটা এমনই চমকপ্রদ। এবার একটা মজার ঘটনা, ৭ই সেপ্টেম্বর, ১৯৪০-এ মুক্তি পেয়েছিল 'শাপমুক্তি'। মুক্তির আগের দিন গোটা ছবিটা দেখার সময় পরিচালক বড়ুয়া সাহেবের মনে হল, ৫ নম্বর রিলের একটা দৃশ্যে কিছু ত্রুটি থেকে গেছে। নতুন করে তুলতে হবে। পরের দিন সকাল আটটার মধ্যে সবাইকে স্টুডিয়োতে আসতে বললেন। সকলেই হতবাক! সেই দিনই তো 'উত্তরা' সিনেমায় ছবি মুক্তি পাবে! রবীনবাবু বলেই ফেললেন, ''সে কী! কালই তো ছবি রিলিজ!'' বড়ুয়া সাহেবের গম্ভীর উত্তর, ''সেটা আমার ভাববার কথা, তোমার নয়। রীচ শার্প অ্যাট এইট।' পরের দিন দৃশ্যটি তোলা হল, এর পর তা গেলো ডেভেলপে। অবশেষে এডিটিং করে যখন প্রিন্ট হচ্ছে, তত ক্ষণে 'উত্তরা'য় 'শাপমুক্তি' শুরু হয়ে গিয়েছে। সেখানে ছবি পাঠানো হয়েছিল ৫ নম্বর রিল বাদ দিয়েই। ফাইনাল প্রিন্ট রেডি হওয়ার পর, গাড়িতে রবীন মজুমদারকে তুলে হলের দিকে ছুটলেন প্রমথেশ বড়ুয়া। যখন পৌঁছলেন, পর্দায় তখন চার নম্বর রিলের মাঝামাঝি অংশ চলছে। নতুন ৫ নম্বর রিল ঢুকে গেল যথাস্থানে! প্রথম ছবিতেই নবীন নায়ক-গায়ককে বরণ করে নিলেন দর্শক। যেমন সৌম্যকান্তি চেহারা, তেমনই সাবলীল অভিনয়, সেই সঙ্গে মধুর কণ্ঠে গান। অনুপম ঘটকের সুরে রবীনের কণ্ঠে 'বাংলার বধূ', (সহশিল্পী সুপ্রভা ঘোষ, শৈল দেবী), 'এই ধরণীর ধূলির তলে', 'বনে নয় মনে রঙের আগুন'(সহশিল্পী শৈল দেবী) গানগুলো শুরুতেই হিট হল। উত্তাল চল্লিশের দশকে এ ভাবেই উত্থান রোম্যান্টিক চিত্র তারকা রবীন মজুমদারের। বাংলা ছবির জগতে যে সমস্ত নায়ক-গায়ক এসেছেন, তাঁদের মধ্যে রবীন মজুমদার একটু ব্যতিক্রম। বাকি অসামান্য শিল্পীরা, পরবর্তী কালে হয় অভিনেতা নয় গায়ক হিসেবেই মূলত আসন পেতেছেন দর্শকমনে। কিন্তু রবীনবাবু বরাবর দুটি দিককেই সমান গুরুত্ব দিয়ে গেছেন।

একটি কথা না বললেই নয় - ১৯৫০-এর দশকের গোড়ার দিকে বেশ অসুস্থ হয়ে পরা রবীন মজুমদারকে দীর্ঘ দিন নিজের কাছে রেখে, উপযুক্ত চিকিৎসা ও সেবাশুশ্রুষা দিয়ে সুস্থ্য করে তুলেছিলেন অনুজ প্রতিম সুরকার নচিকেতা ঘোষ। ১৯৭৬ সালে নচিকেতা ঘোষের অকালপ্রয়াণের পর 'উল্টোরথ' পত্রিকায় (সেপ্টেম্বর-অক্টোবর ১৯৭৬) সে কথা কৃতজ্ঞচিত্তে জানিয়েছিলেন রবীনবাবু। নচিকেতা ঘোষ তাঁকে বলতেন, ''আমি তোমাকে আবার সুস্থ করে ইন্ডাস্ট্রির সামনে দাঁড় করাব, এ আমার প্রতিজ্ঞা।' সত্যিই সম্ভব করেছিলেন তা। রবীন মজুমদার সুস্থ হয়ে ফিরে এসেছিলেন। শেষের দিকে তাঁর গানের গলা স্তব্ধ হয়ে গেলেও, প্রয়াণের বছর অবধি (২৮ ডিসেম্বর, ১৯৮৩) অভিনয় করে গিয়েছিলেন। তাঁর শেষ ছবি 'উৎসর্গ' মুক্তি পায় এই বছরই। সত্তর দশকের শেষে শেখর চট্টোপাধ্যায়ের পরিচালনায় দূরদর্শন-নাটক 'আচার্য'-তে মুখ্য ভূমিকায় রবীনবাবু।

বর্ষ শেষে মায়ের পুজো

বর্ষ শেষ। চোখের পলক ফেলতে ফেলতে হঠাৎ কর্পূর এর মতো উড়ে গেলো বছরটা, অনেক গুলো ঝাঁপি পূর্ণ হলো অনেক কিছু না পাওয়া হয়ে রইলো,সব পেলে নষ্ট জীবন এ আমার কথা নয়। তবে আসছে বছর আবার হবে এই আশায় আশায় নতুন আরেকটা বছর কে আমন্ত্রণ। তবে সেই ফেব্রুয়ারী মাসে থেকে দোসর অসুস্থ কখনো ভালো কখনো খারাপ, পুজোর জোড়া ধাক্কা সতীন কাঁটা ওরফে ঠাম্মা আর মাম একসাথে। পুজো এলো আর গেলো তবে বছরটায় মানুষকে নতুন করে চিনতে শেখালো,মুখ মুখোশ এর আড়ালে থেকে বেরিয়ে লোভের ফানুস ওড়ানো হিড়িক পড়লো,যার যত তার তত চাই। সৎ অসৎ উদ্দেশ্য যাই থাকুক উদ্দেশ্য সফল হওয়ার জন্য প্রাণ নাশ করতে পিছপা হয় না সে সব মুখোশধারীর দল। থাক সেসব কথা,মন খারাপের গ্যাস বেলুনটা আজ খোলা আকাশে উড়িয়ে দিলাম। বছরের শেষ দিন বাড়িতে বসে ভাবা যায় কি,তাই নিজের শরীর গতিক ঠিক না থাকলেও দুজন কে নিয়ে বেড়িয়ে পরা কাছে দূরে সেই সুরে। উদ্দেশ্য হুগলী জেলার আনাচে কানাচে ঘুরে দেখা। প্রথম গন্তব্য বাঁশবেরিয়া হংসেশ্বরী মন্দির, ইতিহাস লেখা আছে তাই আলাদা করে লিখতে ইচ্ছে করলো না। আমার একজন ভবঘুরে মানুষ দোসর আছে সে কোথাও গিয়ে সেখানকার লোকাল বাজারে না গিয়ে জিনিস না কিনলে তার পোষায় না। গঙ্গা দর্শন করে মাথাতে জল দিয়ে বাজার থেকে মুলো কমলালেবু সাহা সুইটস থেকে মায়ের জন্য নতুন গুড়ের সন্দেশ আলতা সিঁদুর মালা ধূপ মোম, পৌষে কালি দর্শন এবাড়ির রক্তে,কোন না পিঠ বা মায়ের স্থানে আমাদের বাড়ির লোকজন পৌষে যায় মুলো কমলা দিতে, একদা পৌষে তারাপীঠ তারামা।

চিন্ময়ের জামিন আবেদন আদালতে নাকচ

শ্যামল সান্যাল, ঢাকা

রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় বাংলাদেশ সম্মিলিত সনাতনী জাগরণ জোটের মুখপাত্র চিন্ময় কৃষ্ণ দাশ ব্রহ্মচারীর জামিন আবেদন জজ আদালতেও নাকচ হয়েছে। ইস্কনের বহিষ্কৃত নেতা তিনি।

বৃহস্পতিবার শুনানি শেষে চট্টগ্রামের মহানগর দায়রা জজ সাইফুল ইসলাম এই আদেশ দেন। চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতের সহকারী পিপি মফিদুল হক ভূইয়া এই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। তিনি বলেন,শুনানি হয়েছে।শুনানি শেষে আদালত জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন। চিন্ময়কে এদিন আদালতে হাজির করা হয়নি। আদালতে আইনজীবীর উপস্থিতিতে আসামির ভার্চুয়াল হাজিরায় জামিন শুনানি হয়। চট্টগ্রাম জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি নাজিমউদ্দিন চৌধুরী সাংবাদিকদের বলেন,জামিন শুনানিতে রাষ্ট্রপক্ষ আপত্তি জানিয়ে বলেছে,এটি রাষ্ট্রদ্রোহ মামলা, এর সর্বোচ্চ সাজা যাবজ্জীবন। আদালত জামিন নামঞ্জুর করেছেন। কেউ সংক্ষুব্ধ হলে উচ্চ আদালতে যাবার সুযোগ রয়েছে। চিন্ময় দাশের আইনজীবী অপূর্ব ভট্টাচার্য বলেন, জামিন আবেদন নামঞ্জুর করেছেন আদালত।আমরা উচ্চ আদালতে যাব। গত ২৬ নভেম্বর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে চিন্ময় দাসের জামিন নামঞ্জুর হলে ওই দিনই চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ আদালতে আবেদন করা হয়। ওই আবেদনের শুনানি হয় ৩ ডিসেম্বর। কিন্তু ওই দিন চিন্ময়ের পক্ষে কোনো আইনজীবী আদালতে উপস্থিত ছিলেন না। পাশাপাশি রাষ্ট্রপক্ষও শুনানির জন্য সময়ের আবেদন করে। এসবের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত জামিন শুনানির জন্য ২০২৫সালের২ জানুয়ারি দিন ধার্য করেন। কিন্তু ১১ও ১২ ডিসেম্বর ঢাকা থেকে রবীন্দ্র ঘোষ নামের এক আইনজীবী এসে চিন্ময়ের জামিন শুনানির তারিখ এগিয়ে আনার আবেদন করেন। কিন্তু আবেদনটি যথাযথ প্রক্রিয়ায় না করায় আদালত তা নাকচ করে পূর্ব নির্ধারিত তারিখে জামিন শুনানির দিন ধার্য রাখেন।

এর আগে,গত ২৫ নভেম্বর বিকালে ঢাকা থেকে চট্টগ্রামে যাওয়ার সময় শাহজালাল বিমানবন্দর থেকে বাংলাদেশ পুলিশের বিশেষায়িত গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) সদস্যরা চিন্ময় কৃষ্ণ দাসকে গ্রেফতার করে। পরদিন কোতোয়ালি থানায় হওয়া রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় গ্রেফতার দেখিয়ে তাকে মহানগর ষষ্ঠ কাজী শরীফুল ইসলামের আদালতে হাজির করা হয়। আদালত জামিন নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর নির্দেশ দেন।এটি নিয়ে বিক্ষোভ করেন ইসকন অনুসারীরা। এসময় আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে জড়ায় তারা। দুপুরের পর বিক্ষোভকারীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে আদালত এলাকায় মসজিদ-দোকানসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে হামলা চালায়। এ সময় বেশ কয়েকটি মোটর সাইকেলও ভাঙচুর করা হয়।

বিকালে আদালতের প্রধান ফটকের বিপরীতে রঙ্গম কনভেনশন হলের গলিতে একদল ইসকন অনুসারীর হাতে খুন হন অ্যাডভোকেট সাইফুল ইসলাম। এ ঘটনায় ২৯ নভেম্বর রাতে নগরের কোতোয়ালি থানায় ৩১ জনের নাম উল্লেখসহ হত্যা মামলা করা হয়। নিহত সাইফুলের বাবা মামলাটি করেন।

এক বছরে আড়াই কোটির বেতন বাকি, লাগাতার দাবি করেও সুরাহা না হওয়াতে চরম সিদ্ধান্ত

দুরন্ত বার্তা, বালুরঘাট, ৩ জানুয়ারিঃ এক বছর ধরে অমিল বেতন। দিন দিন বেড়েই চলেছে বকেয়ার পরিমাণ।

সূত্রের খবর, বর্তমানে বকেয়া প্রায় আড়াই কোটি টাকা। হাসপাতালের উপর মহলেও জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। বেতনের দাবিতে এবার চরম সিদ্ধান্ত বালুরঘাট জেলা হাসপাতালের পুরনো ভবনের অস্থায়ী কর্মীদের। অনির্দিষ্টকালের জন্য ডাক দেওয়া হল কর্মবিরতির। তবে শুধু এখানেই নয়, বেতন সমস্যা না মিটলে আগামীতে এজেন্সির মাধ্যমে যাঁরা কাজ করছেন গ্রামীণ হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কেন্দ্রগুলিতে তাঁরা শীঘ্রই কাজ বন্ধ করে দেবেন বলে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক উত্তেজনা বালুরঘাট জেলা হাসপাতালে। তথ্য বলছে, হাসপাতালের শুধু পুরনো ভবনেই শতাধিক অস্থায়ী কর্মী রয়েছে। তাঁদের সকলেরই নিয়োগ একটি এজেন্সির মাধ্যমে। পাশাপাশি জেলাজুড়ে এই অস্থায়ী কর্মী সংখ্যা প্রায় আড়াইশোর বেশি। তাঁরা মূলত ২৭টি হাসপাতাল-স্বাস্থ্য কেন্দ্র কাজ করেন। অভিযোগ, প্রায় ১ বছরের বেশি সময় ধরে হাতে টাকা পাচ্ছে না সংশ্লিষ্ট এজেন্সি। সে কারণে কর্মীদেরও সময়ে বেতন দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। সবথেকে বেশি বিপাকে পড়েছেন সাফাই কর্মী, লন্ড্রি কর্মীরা। ইতিমধ্যেই সমস্যার কথা এজেন্সির তরফে বালুরঘাট জেলা হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। জানানো হয়েছে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ও জেলা শাসককেও। কিন্তু, তারপরেও সমস্যার সুরাহা হয়নি বলেই জানা যাচ্ছে। ট্রেজারি অফিসার উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিল আটকে রেখেছেন বলে অভিযোগ করছেন অস্থায়ী কর্মীরা। সে কারণেই তাঁরা বাধ্য হয়ে কর্মবিরতির পথে হাঁটছেন বলে জানাচ্ছেন। বিতর্কের আবহে পুরো ঘটনা খতিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ।

মহিলা চিকিৎসককে 'অভয়া' করে দেওয়ার হুমকি! শান্তিপুর হাসপাতালে অভিযোগ সুপারের বিরুদ্ধে

দুরন্ত বার্তা, নদিয়া, ৩ জানুয়ারিঃ শান্তিপুর স্টেট জেনারেল হাসপাতালের সুপারের বিরুদ্ধে মারাত্মক অভিযোগ আনলেন হাসপাতালেরই প্যাথলজি বিভাগের সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসক। তাঁর অভিযোগ, তাঁকে নাকি নিজের ডিপার্টমেন্ট ছাড়া অন্য সব ডিপার্টমেন্টে কাজ করানো হচ্ছে।

প্রতিবাদ করায় ওই মহিলা সিনিয়র রেসিডেন্ট চিকিৎসককে দ্বিতীয় 'অভয়া' করে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হয়েছে। গোটা ঘটনাটি জানিয়ে নদিয়ার শান্তিপুর থানা, নদিয়ার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক এবং হেলথ সার্ভিসের ডিরেক্টরের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করলেন ওই তরুণী চিকিৎসক। গত ৩১ ডিসেম্বর হাসপাতালের সুপার তাঁকে দ্বিতীয় 'অভয়া' করে দেওয়ার হুমকি দেন। বিভিন্ন রকম অসহযোগিতা নিয়ে একাধিকবার তিনি হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের দ্বারস্থ হয়েছেন। কিন্তু কোনও ফল মেলেনি। তিনি বলেন, ''হাসপাতালের অন্য কারও বিরুদ্ধে আমার কোনও অভিযোগ নেই। এখানকার অন্য চিকিৎসকরা যথেষ্ট সহৃদয়। এমনকি স্বাস্থ্যকর্মীদের বিরুদ্ধেও আমাদের কোনও অভিযোগ নেই। তবে হাসপাতালের সুপার আমাকে পদে পদে হেনস্থা করছেন।

অভিযোগকারী ওই মহিলা চিকিৎসক দাবি করেন, ২০২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তিনি শান্তিপুর হাসপাতালে যোগ দিয়েছেন। তারপর থেকে কাজের জায়গায় তাঁকে নানাভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে। রাতে হাসপাতালে নিরাপদ বোধ করছেন না তিনি। তাও রোস্টার বিষয়টি বিবেচনা করা হচ্ছে না। তিনি বলেন, যে ভাষায় উনি কথা বলছেন সেটা আমার কাছে একটা ভয়ানক অভিজ্ঞতা।'' মহিলা চিকিৎসকের তরফে দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে শান্তিপুর থানা। যদিও পুরোটাই মিথ্যা অভিযোগ বলে দাবি করেছেন হাসপাতাল সুপার তারককুমার বর্মন। তিনি বলেন, ''ওঁর অভিযোগের কোনও ভিত্তি নেই। এখানে রোস্টার কমিটি আছে। তারাই রোস্টার করেন। আমার পরামর্শ নেওয়া হয়। এটুকুই। সবাইকে যেভাবে ডিউটি দেওয়া হয়, সেভাবেই ওঁকে ডিউটি দেওয়া হয়। আর ৩১ তারিখ আমার সঙ্গে ওঁর দেখাই হয়নি। তাই হুমকি দেওয়ারও কোনও প্রশ্ন নেই। শান্তিপুর হাসপাতালে রোগীর চাপ ভালই আছে। উনি বোধহয় সেই ওয়ার্ক লোডটা নিতে পারছেন না।''

স্কুলের মাঠে মঞ্চ বানিয়ে চলছে কীর্তন, উড়ছে তৃণমূলের পতাকা

দুরন্ত বার্তা, কাটোয়া, ৩ জানুয়ারিঃ সরকারি নিয়ম অনুযায়ী স্কুল খোলার কথা ছিল ২ জানুয়ারি। খুলেও গেল স্কুলের দরজা। কিন্তু এ কী! স্কুল তো চেনার উপায় নেই। সামনে মস্ত বড় গেট, বাঁশের প্যান্ডেল। ভিতরে মাঠে বানানো হয়েছে স্টেজ। সমানে বসানো বড় বড় সাউন্ড বক্স। মঞ্চে খোল-কর্তাল নিয়ে বসে আছেন শিল্পীরা। তাতে বাজছে কীর্তন। ছাত্র ছাত্রীরা স্কুলে ঢুকতে পারলেও পড়াশোনার বালাই নেই। কী চলছে তাহলে? বর্ধমানের কাটোয়া ২ নম্বর ব্লকের অগ্রদ্বীপের মাখালতো। মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছবি এটা। স্কুলে সামনে যে গেট বানানো হয়েছে, তা থেকেই বোঝা গেল, তৃনমূল কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন চলছে। পড়াশোনা নেই, বন্ধ মিড ডে মিলও। একদিন নয়, তিনদিনের অনুষ্ঠান। ২, ৩ ও ৪ জানুয়ারি চলবে এই অনুষ্ঠান। নতুন শিক্ষাবর্ষে তাই বছরের প্রথম দিনই বই দিয়ে ছুটি দিয়ে দেওয়া হল পড়ুয়াদের। এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ অভিভাবকরা। পড়ুয়ারা জানাচ্ছে, স্কুলের তরফে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, ৫ জানুয়ারি থেকে খুলবে স্কুল। পরিচালন কমিটির সভাপতি তথা পূর্ব বর্ধমান জেলা পরিষদ সদস্য নিতাই সুন্দর মুখোপাধ্যায়ের সাফাই, স্কুলে এখন পড়ুয়াদের বই বিলি চলছে। তাই স্কুল কমিটির অনুমতি নিয়ে অনুষ্ঠান চলছে। তাঁর দাবি, পঠন-পাঠনের বাইরে অবসর সময়েই চলছে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। এই প্রসঙ্গে কাটোয়া মহকুমা শাসক অহিংসা জৈন বলেন, এমনটা করা যায় না। ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটকে পাঠিয়ে খোঁজ নিচ্ছি। বৃহস্পতিবার থেকেই নতুন শিক্ষাবর্ষ শুরু হয়েছে। অথচ স্কুল খোলা অবস্থায় স্কুলের বাউন্ডারির ভিতরে তৃণমূলের নেতা নেত্রীদের ছবি দিয়ে বড় গেট বানিয়ে তারস্বরে চলছে দলের প্রতিষ্ঠা দিবস। গোটা স্কুল চত্বর জুড়ে লাগানো হয়েছে তৃণমূলের পতাকা। এই ঘটনা দেখে স্কুল পরিদর্শকের কাছে লিখিত অভিযোগ জানিয়েছে বিজেপি। স্কুলের প্রধান শিক্ষক বলেন, ''অনুষ্ঠানের জন্য আজ মিড ডে মিল হয়নি। স্কুল পরিচালন সমিতির সভাপতি অনুমতি দিয়েছেন।'' এদিকে, ক্ষোভ প্রকাশ করেছে বিজেপি। বিজেপির মণ্ডল সভাপতি ইন্দ্রজিৎ ঘোষ বলেন, ''এসব দেখে বলতে ইচ্ছা করছে, তৃণমূলের চৈতন্য হোক।''

মালদহ কাণ্ডে কসবার ছায়া? তৃণমূল নেতা খুনে ১০ লক্ষ টাকার সুপারি, বিহার-যোগ!

দুরন্ত বার্তা, মালদহ, ৩ জানুয়ারিঃ নভেম্বরে কলকাতার উপকণ্ঠে কসবায় নিজের বাড়ির সামনেই দুষ্কৃতী হামলার শিকার হয়েছিলেন তৃণমূল কাউন্সিলর সুশান্ত ঘোষ। আততায়ীর রিভলবার লক হয়ে যাওয়ায় বরাতজোরে বেঁচে যান সুশান্ত। বৃহস্পতিবার মালদহে তৃণমূল নেতা দুলাল সরকার ওরফে বাবলাকে খুনের ঘটনায় সেই কসবার ছায়া দেখছেন তদন্তকারীরা। সুশান্তকে খুনের ঘটনায় বিহারের যোগ মিলেছিল। মালদহে কাণ্ডেও তাই। এমনকী কসবার মতো মালদহ কাণ্ডেও খুনের ১০ দিন আগে থেকে দুষ্কৃতীরা বাবলা সরকারকে রেইকি করছিল বলে জানতে পেরেছেন তদন্তকারীরা। ঘটনার তদন্তে নেমে বৃহস্পতিবারই দু'জনকে গ্রেফতার করেছিল পুলিশ। ধৃত মহম্মদ সামি আখতার এবং টিঙ্কু ঘোষের মধ্যে আখতারের বাড়ি বিহারে। ধৃতদের জেরা করে শুক্রবার আরও পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছেন তদন্তকারীরা। তাদের মধ্যে আব্দুল গনি নামে বিহারের আরও এক দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করে পুলিশ। এরপরই বিহার যোগের বিষয়ে নিশ্চিত পুলিশ। পুলিশ সূত্রের খবর, খুনের জন্য গত ১০ দিন ধরে রেইকি করেছিল দুষ্কৃতীরা। পুলিশ সূত্রের খবর, বড়দিনের দিনই বাবলা সরকারের ওপর হামলার ছক কষেছিল দুষ্কৃতীরা। কিন্তু সেদিন তৃণমূল নেতার সঙ্গে প্রচুর লোকজন থাকায় প্ল্যান বদলাতে বাধ্য হয়েছিল তারা। এ ব্যাপারে বড় দাবি করেছেন ইংরেজবাজার পুরসভার পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। তিনি বলেন, ''১০ লক্ষ টাকার সুপারি দিয়ে বিহার থেকে দুষ্কৃতী এনে দুলালকে খুন করা হয়েছে। নেপথ্যে কারা রয়েছে, তা খতিয়ে দেখছেন পুলিশের কর্তারা।'' বৃহস্পতিবার সকালে ইংরেজবাজারে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দলীয় কার্যালয়ে গিয়েছিলেন দুলালবাবু। কাজকর্ম সেরে পার্টি অফিস থেকে বেরিয়ে নিজের ফ্যাক্টরির দিকে রওনা হন। সেখানেই মোটরবাইকে আসা তিন দুষ্কৃতী তাঁকে তাড়া করে। দুলালবাবুকে লক্ষ্য করে পরপর ৪ রাউন্ড গুলি ছোড়ে তারা। তিনটি গুলি লাগে দুলালবাবুর। রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েন তিনি। গুলি শব্দ ও আর্তনাদ শুনে দলের কর্মীরা ছুটে আসে। তাঁরাই তাঁকে মালদহ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানেই মৃত্যু হয় তাঁর। এঘটনায় পুলিশি নিষ্ক্রিয়তা নিয়ে বৃহস্পতিবার নবান্নের বৈঠক থেকে মালদহের এসপিকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ভরা বৈঠকে এসপিকে 'অপদার্থ' বলেও তিরস্কার করেন তিনি।

NOTICE INVITING e-TENDER

NIT No. 16 of 2024-25/PO/BCW/JAL (Sl. No. 1 & 2), for execution of two (02) nos. of community development schemes within the district of Jalpaiguri. Last date of bid submission is **17-01-2025 up to 17:00 hours.** For further details, please log-on to **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- **P.O-cum-D.W.O. BCW & TD. Jalpaiguri**

পূর্ব রেলওয়ে

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : ইঞ্জি/অ্যাডমিন/২৪-২৫/এলএলএইচ, তারিখ ০৩.০১.২০২৫। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪, নিম্নলিখিত কাজের জন্য রেলওয়ে এবং সরকারি/পাবলিক সেক্টর অধীনস্থ সংস্থার যথাযথ তালিকার নাম করা, প্রমাণিত ও যোগ্য ঠিকাদারদের থেকে সিলকরা ওপেন টেন্ডার আহ্বান করছেন। **কাজের নাম :** সিডব্লুএম/সি অ্যান্ড ডব্লু ওয়ার্কশপ, পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়ার অধীনে আইজিবিসি গ্রিন ভবন অনুযায়ী লিলুয়া ওয়ার্কশপের প্রশাসনিক ভবন ও সুপারভাইজার মিটিং রুমের সম্প্রসারণ, সংশোধন/সংস্কারের জন্য ওপেন ই-টেন্ডার। **টেন্ডার মূল্যমান :** ১,৪০,১৬,৩০৬.৪৫ টাকা। **বায়নামূল্য :** ২,২০,১০০ টাকা। **টেন্ডার নথির মূল্য :** শূন্য। **সমাপ্তির মেয়াদ :** ২৭০ দিন। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় :** ২৮.০১.২০২৫ দুপুর ১২টা। টেন্ডারের সংশোধনী (যদি থাকে) সহ বিস্তারিত বিবরণ ওয়েবসাইট **https://www.ireps.gov.in**-তে পাওয়া যাবে। উপরোক্ত ওয়েবসাইট অনলাইনে টেন্ডারদাতাদের অফার জমা করার অনুরোধ করা হচ্ছে। কোনও ম্যানুয়াল অফার গ্রহণ করা হবে না। (MISC-298/2024-25)

ওয়েবসাইট : www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Councillors DANKUNI MUNICIPALITY

Uttar Subhas Pally, Manoharpur, P.O. & P.S.: Dankuni, Dist.: Hooghly.

CORRIGENDUM NOTICE

This is for information to all concerned that the following correction have to made against the e-N.I.T No- **WBMAD/DKM/CP/ e-NIT-108/2024-25** Bid Submission closing date (Online)- **10/01/2025** instated of **31/12/2024** and Bid Submission opening date (Online)- **13/01/2025** instated of **02/01/2025.** Details may be seen from **www.wbtenders.gov.in** the official website of e- tender. All other terms & condition will remain unchanged.

Sd/- **Chairperson**
Dankuni Municipality

PUNISOLE GRAM PANCHAYAT

VILL+P.O. PUNISOLE, BLOCK-ONDA, DIST.-BANKURA

NIT No:-08/2024-25
Dated:-24.12.2024

Last date of submission-On or before **06/01/2025(up to 3.00 P.M.).** Date of Opening-**07/01/2025 (From 11.00 A.M.)**(For viewing Tender: Office Notice Board)

Sd/- **Pradhan, Punisole Gram Panchayat**

Hooghly-Chinsurah Municipality

Mahendra Mitra Road, Pipulpati, PO & Dist. - Hooghly

Notice for invitation e-Tender

e-Tender Notice No- WBMAD/C/HCM/ENG/NIT1/1e/25 (2nd Call) Memo No- **3045/Eng/S.D**, Dated: **03.01.2025.** e-Tenders are invited from the experience and reliable contractors for civil works under this Municipality. Vide e-Tender ID No. **2025_MAD_794421_01-02.** Closing date of Bid submission is **14.01.2025 up to 15.00 hours.** Detailed information will be available from PWD Dept. of this Municipality & visit **website-https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Chairman/Executive Officer**
Hooghly Chinsurah Municipality

EGRA MUNICIPALITY

EGRA, PURBA MEDINIPUR

1st Corrigendum Notice

Corrigenda are being made for the NI(e) Q No,- **WBMAD/ULB/EGRA/NI(e)Q-13/HouseConnection(amrut-2.0)24-25, TenderID- 2024_MAD_779060_1. Extension** of Date and time closing of submission of Technical bid & financial bid(online):- **15/01/2025 at 05:00 pm & clause no 4(iv) is changes due to unavoidable circumstances.** Others details can be seen from the, https//wbtenders.gov.in & Notice Board of the undersigned or website www.egramunicipality.org.in

Sd/- Chairman
Egra Municipality

Office of the BHANDARPUARA CHIPIDA GRAM PANCHAYAT

Vill.-Pendra, P.S.-Tamna, Dist.-PURULIA(W.B.)

NIT No. WBPUR/B/CHIPIDA/ NIT-03/24-25, Date:- 26-12-2024

Sealed Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for the execution of total 12(Twelve) Nos. different works. Date of sale of Tender form on any working day from **26/12/2024 to 03/01/2025 (from 11 AM to 2 PM).** Last date of dropping of Sealed Tender from on or before **07/01/2025 up to 12 PM.** Date of Opening of Tender **07/01/2025 at 02 PM.** For details please visit office of the undersigned.

Sd/- **Pradhan**
Bhandarpuara Chipida Gram Panchayat

OFFICE OF THE COUNCILLORS

Jiaganj-Azimganj Municipality

P.O.-Azimganj; Dist.-Murshidabad

Chairman of J.A Municipality invites open e-Tender as below:-

Sl.	Name of Work	N.I.e.T No	Last Date of Bid submission
1.	Repairing of Road from Velladanga Moor to Amaipara Moor covering Ward No-03& 15 under Jiagnj-Azimganj Municipality.	01/2025	11.01.2025 at 11-30 AM

Please see the details on **https://wbtenders.gov.in/**

Sd/- **Chairman**
Jiaganj – Azimganj Municipality

Office of The GOKARNA-II GRAM PANCHAYAT

Vill.-Nabagram, P.O- Hazarpur Nabagram, PS-Kandi, Dist.-Murshidabad

E-Tender Notice

Gokarna-II G.P. under Kandi P.S. Invites e-tender vide NIeT No- **MSD/KAN/GOK-II/10/2024-25.** Last date of submission **10/01/2025 up to 16.00 Hrs.** Bid Opening Date: **13/01/2025 at 16:00 Hrs.** For details visit **https://wbtenders.gov.in**

Sd/- **Pradhan**
Gokarna-II Gram Panchayat
P.O.-Hazarpur, Nabagram, Dist-Murshidabad

শ্রীরাম ফাইন্যান্স লিমিটেড

(শ্রীরাম ট্রান্সপোর্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড নামে পূর্ব পরিচিতি)

পাবলিক নোটিশ

এটি আমাদের গ্রাহকদের এবং সাধারণ জনগণকে জানানোর জন্য যে আমাদের **বারাসত-১ শাখাটি** সারদা ভবন, সোদপুর রোড (পূর্ব), মধ্যমগ্রাম মিউনিসিপ্যালিটি অফিসের বিপরীতে, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৩০ থেকে প্রথম তল, ঘোষপাড়া, থানা এবং পোস্ট অফিস ঘোলা, জুগবেরিয়া, উত্তর ২৪ পরগণা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১১০-এ স্থানান্তরিত হবে ৭ এপ্রিল, ২০২৫ থেকে।

গ্রাহকদের তাদের প্রয়োজনের জন্য নতুন অফিস প্রাঙ্গনে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক বিজনেস হেড

শ্রীরাম ফাইন্যান্স লিমিটেড

(শ্রীরাম ট্রান্সপোর্ট ফাইন্যান্স কোম্পানি লিমিটেড নামে পূর্ব পরিচিতি)

পাবলিক নোটিশ

এটি আমাদের গ্রাহকদের এবং সাধারণ জনগণকে জানানোর জন্য যে আমাদের **কন্টাই শাখাটি** প্রথম তল, জালালখানবার, পোস্ট/থানা কন্টাই, পূর্ব কন্টাই দীঘা বাইপাসের কাছে, এইচপি গ্যাস অফিসের বিপরীতে, কন্টাই, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৪০১ থেকে দ্বিতীয় তল, পদ্মপুকুরিয়া পোস্ট, কন্টাই, পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ-৭২১৪০১-এ স্থানান্তরিত হবে ৭ এপ্রিল, ২০২৫ থেকে।

গ্রাহকদের তাদের প্রয়োজনের জন্য নতুন অফিস প্রাঙ্গনে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

আঞ্চলিক বিজনেস হেড

PUBLIC NOTICE

WPIL LIMITED

Registered Office: 3RD FLOOR, TRINITY PLAZA, 84/1A, TOPSIA ROAD (SOUTH) KOLKATA - 700046, India.

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

NOTICE is hereby given that the certificate[s] for the under mentioned securities of the Company has/have been lost/misplaced and the holder[s] of the said securities / applicant[s] has/have applied to the Company to issue duplicate certificate[s].

NAME OF THE HOLDER AND JOINT HOLDERS, IF ANY	FOLIO NO (S)	FACE VALUE	CERTIFICATE NUMBER(S)		DISTINCTIVE NUMBER(S)		NO OF SHARE (S)
			END	START	END	START	
DAMYANTI RAMANLAL JOINT WITH DAKSHA ASHOK KUMAR PARIKH	0012146	10	900001205	900001205	900067921	900068170	250

The Public are hereby cautioned against purchasing or dealing in any way with the above referred share certificate[s].

Any person who has any claim in respect of the said share certificate[s] should lodge such claim with the Company or its Registrar and Transfer Agents **MCS SHARE TRANSFER AGENT LTD, 383, LAKE GARDENS, 1ST FLOOR, KOLKATA - 700045, TEL: (033) 40724051- 53, FAX: (033) 40724050** within 15 days of publication of this notice after which no claim will be entertained and the Company shall proceed to issue with the Duplicate Share Certificate[s].

Date: 4-1-2025

Name[s] of the holder[s]/Legal Claimant:
RONAK ASHOKKUMAR PARIKH

আমমোক্তারনামা

নুর মহম্মদ সেখ, পিতা- নাজিমুদ্দিন সেখ, সাং- পশ্চিম চড়কা, পোঃ- ও থানা- রঘুনাথগঞ্জ, জেলা- মুর্শিদাবাদ, **জঙ্গীপুর A.D.S.R.** অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত গত ইং ১৮.১২.২০২৩ তারিখে **Book-I, 18908** নং আমমোক্তার দলিল মূলে **১) তানজেরা বিবি, ২) মিন্টু সেখ, ৩) রি ন্টু সেখ, ৪) টুটুল সেখ, ৫) বুলবুল সেখ, ৬) তাজমিরা খাতুন, ৭) সোনিয়ারা খাতুন, ৮) জ্যোৎস্না বিবি, ৯) মানিরুল সেখ, ১০) আমিরুল সেখ, ১১) জামিরুল সেখ, ১২) শুকতারা বিবি, ১৩) ফুলেরা বিবি, ১৪) আসেনুর বিবি** আমাকে আমমোক্তার নিযুক্ত করেন। উক্ত আমমোক্তার অনুযায়ী রঘুনাথগঞ্জ থানার ৯২ **নং দফরপুর মৌজাস্থিত এল. আর. ১১০৪ নং দাগের এল. আর. ১০৪৯১, ১১২০৮, ১০৪৯০, ২৯১৪ নং খতিয়ানের মোট ৬.৯৬ শতক** সম্পত্তি হইতেছে। উক্ত সম্পত্তি রেকর্ড হলে বা কোন Dispute থাকলে বিজ্ঞাপন প্রকাশ হওয়ার পরবর্তীতে ৩০ দিনের মধ্যে B.L. & L.R.O. GADHUNATHGANJ-I অফিসে যোগাযোগ করিবেন।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION e-TENDERS

ABRIDGED NIT

The **Executive Engineer (Civil), Borough-II, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/EE(C)/BRII/011/022/2024-2025**
Name of the Work: **Supplying and Fixing Fibre Glass Relief Work at Opposite of 36 Mohan Bagan Lane in Ward No.-11.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,49,673.56**. Earnest Money: ₹ **5,100.00**. Period of Completion: **21 days**.

2. NIT No.: **KMC/EE(C)/BRII/019/15/2024-2025**
Name of the Work: **Restoration of Asphaltum Road surface at Ahiritola St., Nather Bagan Lane and Paver Block surface at Sashi Sur Lane Disturbed by W/S Deptt. in Ward No.-19.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,60,563.64.** Earnest Money: ₹ **9,300.00**. Period of Completion: **60 days**.

3. NIT No.: **KMC/EE(C)/BRII/017/19/2024-2025/BUSTEE**
Name of the Work: **Improvement of Bustee Passage by Laying Cement Concrete at 44D Masjid Bari Street in Ward No.-17.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,30,165.81.** Earnest Money: ₹ **4,700.00**. Period of Completion: **15 days**.

4. NIT No.: **KMC/EE(C)/BRII/018/021/2024-2025/BUSTEE**
Name of the Work: **Repairing o Bustee Privee & Toilet at 454A, 454B, Rabindra Sarani, 3/1/1 Ram Chand Ghosh Lane, 18A, 18B, Ram Chand Ghosh Lane and others Bustee in Ward No.-18.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,98,967.17.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **21 days**.

5. NIT No.: **KMC/EE(C)/BRII/018/020/2024-2025**
Name of the Work: **Restoration of Paver Block Footpath & IP Passages at Rabindra Sarani, Aurobinda Sarani, Jadu Pandit Road and others in Ward No.-18.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **3,76,812.70.** Earnest Money: ₹ **7,600.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of bid: **13.01.2025 up to 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 to 5). Bid will be opened on: **15.01.2025 at 11.00 a.m.** (for Sl. No. 1 to 5). The bid forms and other details will be available on and from **03.01.2025 at 5.00 p.m.** (for Sl. No. 1 to 5). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 5).

The **Executive Engineer (Civil), BR-V, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-V/045/34/2024-2025**
Name of the Work: **Restoration of Asphaltum/ Concrete Road Surface to be disturbed by W/S Deptt. along Garstin Place in Ward No.-045.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,83,263.36.** Earnest Money: ₹ **3,800.00**. Period of Completion: **21 days**.

2. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-V/043/42/2024-2025**
Name of the Work: **Restoration of Asphaltum Road Surface to be disturbed by Water Supply Department at Kanai Seail Street in Ward No.-043.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,83,792.98.** Earnest Money: ₹ **3,800.00**. Period of Completion: **28 days**.

3. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-V/042/21/2024-2025**
Name of the Work: **Restoration of Road Surface to be disturbed by Water Supply Department at Nurmulla Lohia Lane in Ward No.-042.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,85,180.45.** Earnest Money: ₹ **3,800.00**. Period of Completion: **28 days**. Last date and time of submission of Bid: **13.01.2025–11.00 a.m**. (for Sl. No. 1 to 3). Date and time of Opening of Tender: **15.01.2025–11.00 a.m**. (for Sl. No. 1 to 3). The bid forms and other details are available on and from **03.01.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil)/Br.-VIII, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/084/24/2024-2025/BUSTEE**
Name of the Work: **Maintenance of Bustee Drainage System at 16 M.P. Road, 3, 5, 7 & 9 Andul Raj Road and others in Ward No.-84**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,48,842.92.** Earnest Money: ₹ **5,000.00**. Period of Completion: **120 days**.

2. NIT No.: **KMC/EE(C)/BR-VIII/086/033/2024-2025/BUSTEE**
Name of the Work: **Repairing of Bustee Passages at 7 No. Lake Colony 57, 59 Hazra Road etc. in Ward No.-86.**. Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **1,99,748.51.** Earnest Money: ₹ **4,000.00**. Period of Completion: **120 days**. Last date and time of submission of Bid: **17.01.2025 – 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). Date of opening of tender: **20.01.2025 – 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2). The bid forms and other details are available and on from **08.01.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 & 2).

The **Executive Engineer (Civil)/Br-XVI, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/E.E(C)/BR-XVI/125/050/24-25/3rd Call**
Name of the Work: **Dev. of C.C. Road at Anandanagar at Abinash Smrity School in Ward No.-125.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,95,080.22.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

2. NIT No.: **KMC/E.E(C)/BR-XVI/126/057/24-25/BUSTEE**
Name of the Work: **Const. of Surface Drain at Jhar Gali Slum area near Pre. No.-AH42/4/7 in Ward No.-126.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **4,58,853.85.** Earnest Money: ₹ **10,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

3. NIT No.: **KMC/E.E(C)/BR-XVI/143/047/24-25/BUSTEE**
Name of the Work: **Const. of Cement Concrete Road at Ranjannagar Slum area near Pre. No.-36/3 in Ward No.-143.** Estimated Cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,96,502.40.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of Bid: **15.01.2025 – 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2) & **13.01.2025 – 12.00 noon** (for Sl. No. 3). The Tender will be opened on: **17.01.2025 – 12.00 noon** (for Sl. No. 1 & 2) & **15.01.2025 – 12.00 noon** (for Sl. No. 3). The bid forms and other details are available from **07.01.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 & 2) & **03.01.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 3). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 3).

The **Executive Engineer (Civil), Br-IX, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/IX/073/021/2024-2025 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing of Paver Block and I.P.S. Passages of Rupchand Mukherjee Lane and Kalighat Road under Ward No.-73.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,23,206.29.** Earnest Money: ₹ **4,500.00**. Period of Completion: **45 days**.

2. NIT No.: **IX/075/049/2024-2025/BUSTEE (1st Call)**
Name of the Work: **Development of Bustee Sewer Line and Ancillary Work at 98/H/2, Garden Reach Road in Ward No.-75.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,860.63.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

3. NIT No.: **IX/075/051/2024-2025/BUSTEE (1st Call)**
Name of the Work: **Renovation of Latrine at 2/6C, 2/6M, 2/6R, 4, Nitya Ghosh Street, 3, Shah Rajab Road etc. in Ward No.-75.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,928.54.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

4. NIT No.: **IX/075/054/2024-2025/BUSTEE (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing of Ladies Community Toilet at 3, Canal Road in Ward No.-75.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,99,976.32.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

5. NIT No.: **IX/078/074/2024-2025 (1st Call)**
Name of the Work: **Improvement of Bustee Sewer Line at 18/1/H/7 Mominpore Road in Ward No.-78.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,98,706.93.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days**.

6. NIT No.: **IX/078/078/2024-2025 (1st Call)**
Name of the Work: **Repairing of Sewerline at 18/1/H/12, Mominpore Road in Ward No.-78.** Estimate Amount (Incl. GST & CESS): ₹ **2,96,463.15.** Earnest Money: ₹ **6,000.00**. Period of Completion: **30 days**. Last date and time of submission of Bid: **13.01.2025 –12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 6). Tender will be opened on: **15.01.2025 – 12.00 noon** (for Sl. No. 1 to 6). The bid forms and other details are available on and from **04.01.2025 (5.00 p.m.)** (for Sl. No. 1 to 6). The website **https://etender.wb.nic.in** (for Sl. No. 1 to 6).

The **Executive Engineer (Civil), Br-XV, KMC** invites e-tender online percentage rate two bid system for the following works :–

1. NIT No.: **KMC/XV/137/036/2024-2025/R/BUSTEE (1st Call)**
Name of the Work: **Improvement of drainage system by laying S.W. Pipe with Allied Works near Holding No. S-107 at Halder Para Lane in Ward No.-137, Br.-XV under Slum Area.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,39,685.76.** Earnest Money: ₹ **4,800.00**. Period of Completion: **60 days**. Date of uploading of N.I.T. & other doucments (online): **04.01.2025 –12.00 noon.** Documents download/sell start date (online): **04.01.2025 – 4.00 p.m.** Documents download/sell end date (online): **14.01.2025 –4.00 p.m.** Bid submission start date (online): **04.01.2025–4.00 p.m.** Bid submission closing date (online): **14.01.2025– 4.00 p.m.** Bid opening date for Technical Proposals (online): **16.01.2025 – 4.00 p.m.** The bid forms and other details are available from the website **https://etender.wb.nic.in**

2. NIT No.: **KMC/EE(C)/Br-XV/136/052/2024-2025/R**
Name of the Work: **Renovation of Cement Concrete Passage with allied works at Patharpota Lane Q-57 to Q-58 etc. in Ward No. 136, Br.-XV.** Estimated cost (Incl. GST & CESS): ₹ **2,01,386.67.** Earnest Money: ₹ **4,100.00**. Period of Completion: **90 days**. Last date and time of submission of Bid: **14.01.2025–11.00 a.m**. Date of opening of tender: **16.01.2025–11.00 a.m**. The bid forms and other details are available on and from **04.01.2025 (5.00 p.m.)** from the website **https://etender.wb.nic.in**

1161/24-25

চাষবাস

এক দেখতে হলেও তুলাইপাঞ্জি ধানের দানার থেকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন 'কেমা' ও 'লালমিহি' ধান

তুলাইপাঞ্জি চালের সুগন্ধিকে অনায়াসে হারিয়ে আগামীতে বাজার বাজিমাত করতে নিঃশব্দে উৎপাদন চলছে 'কেমা' ও 'লালমিহি'। কিন্তু মজার ঘটনা হল, অধিকাংশের আড়ালে রয়ে গিয়েছে উত্তর দিনাজপুরের গোলাপি বাদামী রঙের ঐতিহ্যশালী এই দুটি চাল। এই জেলার একেবারে বিহার ঘেঁষা কৃষিজমিতে স্বল্প পরিসরে চাষ হচ্ছে এই অতুলনীয় দেশি প্রজাতির আমন ধান। স্বাদে-বর্ণে-গন্ধের স্বাতন্ত্র্য বৈশিষ্ট্যের জোরে 'জিআই' (ভৌগলিক নির্দেশক) প্রাপ্ত রায়গঞ্জের নিজস্ব তুলাইপাঞ্জী ধানকে সহজেই পিছনে ফেলে ইসলামপুরের প্রত্যন্ত এলাকার 'কেমা' ও 'লালমিহি' ধানের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করতে স্বতঃ প্রণোদিতভাবে এগিয়ে এসেছেন এক গবেষক। আকারে হুবহু এক দেখতে হলেও তুলাইপাঞ্জি ধানের দানার থেকে কিঞ্চিৎ ভিন্ন 'কেমা' ও 'লালমিহি' ধান। মিলছে উত্তরের ইসলামপুরের বিহার লাগায়ো আগডিমটিখন্তি পঞ্চায়েতের পোথিয়া গ্রামের কৃষিখেতে। খোসার ভিতরের আকার অবিকল তুলাইপাঞ্জি। তবে সুগন্ধের মহারাজ। এই বিরল দেশি ধান স্থানীয় চাষিদের কাছ থেকে সংগ্রহ করে সংরক্ষণের জন্য ইন্ডিয়ান কাউন্সিল ফর এগ্রিকালচারাল রিসার্চ বা আইসিএআরের অনুমোদিত সংস্থার দিল্লির জাতীয় জিন ব্যাঙ্কে (ন্যাশনাল ব্যুরো অফ প্ল্যান্ট জেনেটিক রিসোর্সেস) নথিভুক্ত করতে এবছর পাঠিয়েছেন উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিদ্যার গবেষক অধ্যাপক সুভাষচন্দ্র রায়।অধ্যাপক সুভাষচন্দ্রর দাবি, ''ইসলামপুরের কেমা ও লাল মিহি ধান তুলাইপাঞ্জির চেয়ে অনেকগুণ বেশি সুগন্ধ। কিন্তু তুমূল জনপ্রিয়তার কারণে রায়গঞ্জের তুলাইপাঞ্জি চাষ অনেক বেশি। কিন্তু ইসলামপুরের কেমা কিংবা লালমিহি চাষ কম হওয়ায় প্রচারের আড়ালে। অধিকাংশ চাষির না জানার কারণে এই অভাবনীয় গন্ধের চিকন সরু ধানের আবাদ করতে বিশেষ আগ্রহ দেখান না।

অথচ ঠিকঠিক ভাবে আবাদ করলে তুলাইপাঞ্জিকে টেক্কা দেওয়ার পর্যাপ্ত গুণ লুকিয়ে আছে এই সম্পদপূর্ণ শস্যের দানায় দানায়।'' সুভাষবাবু আরও বলেন, ''তুলাইপাঞ্জির মতো ভবিষ্যতে জিআই (জিয়োগ্রাফিক্যাল ইন্ডিকেশন) পেয়ে ভুবনখ্যাত হতে পারে জেলার সোনালী সম্পদ শস্যটি।''তবে কয়েক দশক ধরে রায়গঞ্জের মোহিনীগঞ্জের নাগর নদীর দুই পাড়ে উৎপাদিত তুলাইপাঞ্জি এখন জেলার বিস্তীর্ণ কৃষিজমিতে আবাদে নজর কেড়েছে আপামর কৃষকের। ফলে আগ্রহ বেড়েছে তুলাইয়ে। কিন্তু সেইক্ষেত্রে জেলার অধিকাংশ চাষিদের অজানা কেমা ও লালমিহির মোহিমা। ফলে ইসলামপুরে হাতেগোণা কয়েকজন কৌতুহলী চাষি প্রায় ঝুঁকি নিয়ে এগিয়ে এলেও অধিকাংশ কৃষক কেমো ও লাল মিহিতে আগ্রহ এখনও কার্যত জমাট বাঁধেনি। অথচ নিয়ম মেনে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় আবাদ একবার শুরু করলে বাতসাভোগ, কামিনিশাল কিংবা তুলাইপাঞ্জি প্রভৃতি সুগন্ধি চিকন চালকে অবধারিতভাবে ছাপিয়ে ফেলবে অখ্যাত গ্রামের লাজুক ফলনটি। কয়েকবছর আগে ফিলিপিন্সের ম্যানিলায় ইন্টারন্যাশনাল রিসার্চ অফ রাইস ইন্সটিটিউশন (আইআরআরআই) এ মলিকিউলার ব্রিডিং অফ রাইসের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত গবেষক সুভাষবাবু আরও বলেন, ''কেমা ও লালমিহি পুষ্টিগুণ ও প্রোটিনের মাত্রা অনেকবেশি।'' রায়গঞ্জের উদয়পুরের বাসিন্দা সুভাষবাবু দেশি ধানের প্রতি ভালোবাসা অগাধ। ছুটি পেলেই কালিয়াগঞ্জের ডালিমগাঁও এলাকার পৈতৃক বাড়িতে ফিরে গিয়ে স্থানীয় কৃষিজমিতে দেশি প্রজাতির বিভিন্ন ধানের চাষের মাধ্যমে পরীক্ষানিরীক্ষা করে চলেছেন।

রায়গঞ্জের কাশিবাটি এলাকায় ভারতীয় জঙ্গি ধানের সঙ্গে উচ্চফলনশীল ধানের সংকরায়নের মাধ্যমে নতুন নতুন ধানে তৈরির গবেষণায় ব্যস্ত এখন এই অধ্যাপক। তবে ব্যাপারে উত্তর দিনাজপুর জেলা কৃষি দপ্তরের উপ কৃষি অধিকর্তা প্রিয়নাথ দাস বলেন, উৎপাদন যদি ভালো হয়,তাহলে রাজ্য কৃষি বিভাগে ধান পাঠানো হবে। সেখানকার নির্দেশ মতো পরবর্তী কাজ করা হবে। তবে গবেষক অধ্যাপক দপ্তরে যোগাযোগ করলে অবশ্যই প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করা হবে।

মুখে গুলি করে আত্মহত্যা

নববর্ষের প্রথম দিনে যুক্তরাষ্ট্রের লাস ভেগাসে টেসলার সাইবার ট্রাক বিস্ফোরণের ঘটনায় উদ্ধার হওয়া মৃত ব্যক্তির পরিচয় শনাক্ত হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা বলেছেন, ওই ব্যক্তি কলোরাডো অঙ্গরাজ্যে নিযুক্ত এক মার্কিন সেনা সদস্য। যুক্তরাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় তদন্ত ব্যুরো (এফবিআই) বলেছে, ওই বিস্ফোরণের ঘটনাটি কোনো সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ছিল কি না, তা তারা নিশ্চিত হতে পারেনি। গত বুধবার ট্রাম্প ইন্টারন্যাশনাল হোটেলের সামনে সাইবার ট্রাকে বিস্ফোরণ হয়। হোটেলটি নবনির্বাচিত মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মালিকানাধীন। এফবিআই বলছে, নববর্ষের প্রথম দিন নিউ অরলিয়েন্সে হওয়া ট্রাক হামলার সঙ্গে একই দিন লাস ভেগাসে হওয়া সাইবার ট্রাক বিস্ফোরণের ঘটনায় এখন পর্যন্ত কোনো যোগসূত্র তারা পায়নি।

নিউ অরলিয়েন্সে হামলার ঘটনায় ১৫ জন নিহত হয়েছেন। আর লাস ভেগাসে হামলার ঘটনায় সাতজন সামান্য আহত হয়েছেন। লাস ভেগাসের ওই সাইবার ট্রাকচালকের নাম ম্যাথিউ লাইভেলসবার্গার। তিনি কলোরাডো স্প্রিংস শহরে মার্কিন সেনাবাহিনীর একজন সক্রিয় সদস্য ছিলেন। পুলিশ বলছে, লাইভেলসবার্গার একাই হামলা চালিয়েছেন।

পুলিশ আরও বলেছে, লাইভেলসবার্গার নিজের মুখে গুলি করে আত্মহত্যা করেছেন। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া এক পোস্টে ক্লার্ক কাউন্টির ময়নাতদন্তকারী চিকিৎসকের বরাতে লাস ভেগাস মেট্রোপলিটন পুলিশ বিভাগ এই তথ্য জানিয়েছে। ঘটনার সময় লাইভেলসবার্গার ট্রাকের ভেতরেই ছিলেন। লাস ভেগাস মেট্রোপলিটন বিভাগের শেরিফ কেভিন ম্যাকমাহিল সাংবাদিকদের বলেন, ট্রাকে থাকা বিস্ফোরকগুলো বিস্ফোরিত হওয়ার আগেই লাইভেলসবার্গার নিজেকে গুলি করেন। তাঁর পায়ের কাছে একটি হ্যান্ডগান পাওয়া গেছে।

সাইবার ট্রাকটির ভেতর দুটি আধা স্বয়ংক্রিয় হ্যান্ড গান পাওয়া গেছে। দুটো আগ্নেয়াস্ত্রই গত ৩০ ডিসেম্বর লাইভেলসবার্গার বৈধভাবে কিনেছিলেন। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ওই ট্রাকের ভেতর সামরিক পরিচয়পত্র, একটি পাসপোর্ট, একটি আইফোন ও কিছু ক্রেডিট কার্ড পেয়েছে।

বর্ষবরণ উৎসবে হামলা চালান শামসুদদীন জব্বার, ঘৃণা করতেন গান

যুক্তরাষ্ট্রের লুইজিয়ানা অঙ্গরাজ্যের নিউ অরলিয়েন্সে বর্ষবরণ উৎসবে ট্রাক উঠিয়ে দিয়ে হতাহতের ঘটনায় টেক্সাসের বাসিন্দা শামসুদ-দীন একাই জড়িত ছিলেন বলে জানিয়েছে মার্কিন কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা এফবিআই। এর আগে এ ঘটনায় আরও কয়েকজন যুক্ত থাকতে পারেন, এমনটাই জানানো হয়েছিল। গত বুধবার ট্রাক চালিয়ে দেওয়ার এ ঘটনায় ১৫ জন নিহত হন। আহত হন বেশ কয়েকজন। পরে পুলিশের গুলিতে নিহত হন শামসুদ-দীনও। হামলার ঘটনাটিতে তদন্ত শুরুর পর কর্মকর্তারা বলছেন, শামসুদ-দীন সন্ত্রাসী গোষ্ঠী আইএসের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছিলেন। সেই সঙ্গে ঘৃণা করতেন গান, মাদক ও মদ। হামলার কিছু আগে তাঁর ধারণ করা কিছু ভিডিও রেকর্ডিং থেকে এমন তথ্য জানা গেছে। এফবিআই গতকাল বৃহস্পতিবার বলেছে, ৪২ বছর বয়সী শামসুদ-দীন ১০ বছর মার্কিন সেনাবাহিনীতে কাজ করেছেন। একসময় আফগানিস্তানেও ছিলেন তিনি। বুধবার নিউ অরলিয়েন্সে তিনি একাই হামলা চালিয়েছেন। তদন্ত সংস্থাটির শেষের এ বক্তব্য ইতিপূর্বে উল্লেখ করা বক্তব্যের বিপরীত। হামলার পরপর তদন্তসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা বলেছিলেন, হামলায় শামসুদ-দীনের সঙ্গে অন্যরাও অংশ নিয়ে থাকতে পারেন। নিউ অরলিয়েন্সের হামলাকে সন্ত্রাসবাদী কর্মকাণ্ড বলে আখ্যায়িত করেছে এফবিআই। সংস্থাটির উপসহকারী পরিচালক ক্রিস্টোফার রাইয়া গতকাল এক সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'এটা ছিল পরিকল্পিত ও একটি জঘন্য কাজ।' আইএসের মাধ্যমে উগ্রবাদে শামসুদ-দীনের উদ্বুদ্ধ হওয়ার কথা এ সময় জোর দিয়ে উল্লেখ করেন তিনি। রাইয়া আরও বলেন, সেনাবাহিনীর একজন প্রাক্তন কর্মী শামসুদ-দীন কীভাবে উগ্রবাদে জড়িয়েছিলেন, সেটি এখনো স্পষ্ট নয়। এ বিষয়ে অনুসন্ধান করছেন তদন্তকারীরা। নিউ অরলিয়েন্সে হামলায় ভাড়া করা যে ট্রাক ব্যবহার করা হয়েছে, সেটির পেছনের অংশে আইএসের একটি পতাকা পাওয়া গেছে বলে জানিয়েছেন কর্মকর্তারা। কিছু বিশেষজ্ঞের ভাষ্যমতে, ইরাক ও সিরিয়ায় একসময় বেশ সক্রিয় থাকা আইএসের বিরুদ্ধে যুক্তরাষ্ট্রের নেতৃত্বাধীন জোট যে সামরিক অভিযান চালিয়েছে, তাতে সংগঠনটি অনেকটাই দুর্বল হয়েছে। কিন্তু এখনো আইএস তার প্রতি সহানুভূতিশীল ব্যক্তিদের অনলাইনের মাধ্যমে দলে টানার কাজ করছে। শামসুদ-দীন কেন, কীভাবে উগ্রবাদে জড়ালেন, সে প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তাঁর সৎভাই আবদুল জব্বারও। তিনি বলেন, সম্প্রতি শামসুদ-দীনের সঙ্গে তাঁর স্ত্রীর বিচ্ছেদ ঘটে। এ ঘটনা কাটিয়ে ওঠার চেষ্টা করছিলেন তিনি। ট্রাক নিয়ে হামলা চালানোর কয়েক সপ্তাহ আগেও তাঁর মধ্যে রাগ-ক্ষোভের কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি।

উল্লেখ্য, যুক্তরাষ্ট্রের স্থানীয় সময় বুধবার রাতে নিউ অরলিয়েন্স শহরের বুরবন স্ট্রিটে গাড়ি হামলার ঘটনা ঘটে। খ্রিষ্টীয় বর্ষবরণের আনন্দ-উৎসব চলার মধ্যে সেখানে সমবেত মানুষের ওপর একটি পিকআপ ট্রাক তুলে দেন চালক। এরপর লাফিয়ে নেমে একটি আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে তিনি গুলিবর্ষণ শুরু করেন। ক্রিস্টোফার রাইয়া বলেন, হামলার কিছু আগে কয়েকটি ভিডিও ধারণ করেন শামসুদ-দীন। সেখানে তাঁকে আইএসের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করতে দেখা যায়। তাতে দাবি করা হয়, গত গ্রীষ্মের আগে আইএসে তিনি যোগ দিয়েছিলেন। 'বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসীদের মধ্যে লড়াইয়ে' বিশ্বাস করেন তিনি।

ভেনেজুয়েলায় বিরোধী প্রার্থী উরুতিয়াকে খোঁজার জন্য এক লাখ ডলার পুরস্কার ঘোষণা

ভেনেজুয়েলার বিতর্কিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিরোধী প্রার্থী এডমান্ডো গঞ্জালেজ উরুতিয়াকে আটক করতে তাঁর সম্পর্কিত তথ্য চেয়ে পুরস্কার ঘোষণা করেছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। গতকাল বৃহস্পতিবার এক লাখ ডলার পরিমাণ পুরস্কার ঘোষণা করা হয়েছে। এত দিন স্পেনে নির্বাসিত থাকা এ নেতা এখন আর্জেন্টিনার পথে আছেন বলে জানা গেছে। গঞ্জালেজ উরুতিয়া জোরালোভাবে বলে আসছেন, গত জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে তিনি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলা মাদুরোকে পরাজিত করেছেন। আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট কার্যালয়ের একটি সূত্র এএফপিকে বলেছে, আগামী কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উরুতিয়া বুয়েন্স এইরেসে পৌঁছাবেন বলে আশা করা হচ্ছে। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম এক্সে দেওয়া পোস্টে গঞ্জালেজ উরুতিয়া লিখেছেন, 'লাতিন আমেরিকায় আমাদের ভ্রমণ শুরু হলো। প্রথম স্টপেজ আর্জেন্টিনা।' এক্সে একটি বিবৃতিও শেয়ার করেছেন তিনি। সেখানে বলা হয়েছে, আগামীকাল শনিবার আর্জেন্টিনার নেতা জেভিয়ার মিলেইর সঙ্গে দেখা করবেন উরুতিয়া। আর্জেন্টিনার প্লাজা দে মায়ো চত্বরে সমবেত হতে ভেনেজুয়েলার নাগরিকদের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে। ১০ জানুয়ারি অনুগত সামরিক বাহিনীর সমর্থনে নতুন মেয়াদে প্রেসিডেন্ট হিসেবে মাদুরোর শপথ নেওয়ার কথা। তবে ৭৫ বছর বয়সী উরুতিয়া সংকল্প করেছেন, দেশে ফিরে মাদুরোর জায়গায় তিনিই প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেবেন। ভেনেজুয়েলার পুলিশ গতকাল সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে স্বল্প পরিচিত প্রাক্তন এই কূটনীতিকের একটি ছবি প্রকাশ করেছে। ছবির নিচে 'ওয়ান্টেড' শব্দটি লেখা আছে। বিচার বিভাগীয় সূত্র এএফপিকে নিশ্চিত করেছে যে ছবি সংবলিত পোস্টারটি সারা দেশের বিমানবন্দর এবং পুলিশের তল্লাশিচৌকিতে দেখানো হবে। গত জুলাইয়ে ভেনেজুয়েলায় অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মাদুরো বিজয় দাবি করেন। দেশটির ভিন্নমতাবলম্বীদের ওপর কঠোর দমন-পীড়ন শুরু হলে গত সেপ্টেম্বরে বিরোধীদলীয় প্রার্থী গঞ্জালেজ উরুতিয়া স্পেনে পালিয়ে যান। ভেনেজুয়েলা কর্তৃপক্ষ উরুতিয়ার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও তাণ্ডব চালানোর অভিযোগ আনার পর গত ২০ ডিসেম্বর স্পেন তাঁকে আনুষ্ঠানিকভাবে আশ্রয় দেয়। জুলাইয়ে অনুষ্ঠিত নির্বাচনে মাদুরোকে তৃতীয় মেয়াদে ছয় বছরের জন্য বিজয়ী ঘোষণা করেছিল ভেনেজুয়েলা কর্তৃপক্ষ। তবে বিরোধীরা তা প্রত্যাখ্যান করে। বিরোধীদের দাবি, তাদের কাছে ভোট কেন্দ্রের বিস্তারিত হিসাব আছে। আর সে সংখ্যা অনুযায়ী গঞ্জালেজ উরুতিয়াই নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন। এমন অবস্থায় ভোটের ফল প্রকাশের জন্য ভেনেজুয়েলার সরকারের ওপর দেশ-বিদেশ থেকে তীব্র চাপ তৈরি হয়। তবে সরকার সেসব চাপ প্রতিহত করেছে। নির্বাচনের পর ভেনেজুয়েলার সড়কে বিক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। পরে তা পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষে রূপ নেয়। এতে ২৮ জন নিহত এবং ২০০ জন আহত হয়েছে। গ্রেপ্তার হয়েছে ২ হাজার ৪০০-এর বেশি মানুষ। কারাগারে কমপক্ষে তিনজন বন্দী মারা গেছেন। আর গ্রেপ্তার হওয়াদের মধ্য থেকে প্রায় ১ হাজার ৪০০ জনকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

সোনামুড়ায় দুই দিনে সাতটি দুর্ঘটনা, নিহত এক, গুরুতর আহত কমপক্ষে ১৭

বক্সনগর, ৩ জানুয়ারি ঃ সিপাহীজলা জেলার সোনামুড়া এলাকার সড়কগুলির বেহাল অবস্থার কারণে প্রতিদিনই ঘটছে দুর্ঘটনা। গত দুইদিনে ৭টি ছোট-বড় দুর্ঘটনায় কমপক্ষে ১৫ জন যাত্রী ও পথচারী আহত হয়েছেন। সোনামুড়ার স্থানীয়রা দীর্ঘদিন ধরে সড়ক সংস্কারের জন্য দাবি জানালেও সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের অবহেলার কারণে পরিস্থিতি দিনদিন বিপজ্জনক হয়ে উঠছে। শুক্রবার বক্সনগর-সোনামুড়া সড়কের কুলুবাড়ি এলাকায় একটি অটো দুর্ঘটনায় ৬০ বছর বয়সী ফজল হক নামে এক পথচারী প্রাণ হারান। স্থানীয়রা তাকে সোনামুড়া হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা মৃত ঘোষণা করেন। এর আগে, বৃহস্পতিবার রাতে মেলাঘর-সোনামুড়া সড়কের ধলিয়াই এলাকায় একটি বাইক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হন মীর হোসেন নামে এক যুবক। তার মাথা, বুক ও চোখে আঘাত লাগে এবং তার জিভ প্রায় দু'টুকরো হয়ে যায়।

পেনসিলভানিয়ায় এক নির্বাচনী সমাবেশে আততায়ীর গুলি ছুঁয়ে যায় ট্রাম্পের কান

পরনে নীল স্যুট-লাল টাই। হাঁটুর ওপর হাত রেখে যেন বহু দূরের কিছু দেখছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। কী দেখছেন তিনি? হয়তো আমেরিকার ভবিষ্যৎ, অথবা পুরো বিশ্বের। সম্প্রতি এমনই এক প্রচ্ছদ ছাপা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী টাইম সাময়িকীতে। তারা এবার ট্রাম্পকে 'পারসন অব দ্য ইয়ার' বা বর্ষসেরা ব্যক্তি নির্বাচিত করেছে। ট্রাম্প বর্ষসেরা না হয়ে যাবেনইবা কেন। বছরজুড়ে তাঁকে ঘিরে কম কাণ্ড তো ঘটেনি! সাবেক প্রেসিডেন্ট হয়েও আদালতের 'কাঠগড়ায়' দাঁড়াতে হয়েছে। কয়েক গন্ডা ফৌজদারি অভিযোগ নিয়ে নির্বাচনে দাঁড়িয়েছেন। তাঁর কান ছুঁয়ে গেছে আততায়ীর গুলি। পরে আবারও হত্যাচেষ্টা হয়েছে। আর এতকিছুর পরও তিনি বিরাট জয়ের মধ্য দিয়ে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। আবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হতে চলেছেন তিনি। এর আগে ২০১৬ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছিলেন রিপাবলিকান দলের ট্রাম্প। ২০২০ সালে আবার নির্বাচনে প্রার্থী হয়েছিলেন। তবে ডেমোক্রেটিক দলের জো বাইডেনের সামনে ধোপে টেকেননি। এবারের ২০২৪ সালে তৃতীয়বারের মতো নির্বাচনে দাঁড়িয়ে জয় পেয়েছেন। এমন ঘটনা যুক্তরাষ্ট্রের ইতিহাসে মাত্র একবারই ঘটেছিল, তা-ও প্রায় দেড় শ বছর আগে। ১৮৮৪ সালে যুক্তরাষ্ট্রের ২২তম প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন গ্রোভার ক্লেভারল্যান্ড। মাঝে এক মেয়াদ বিরতির পর ১৮৯২ সালে আবার হোয়াইট হাউসে ঠিকানা হয়েছিল তাঁর। অতীতের কথা যখন উঠল, তখন ট্রাম্পের অতীতটা না হয় একটু ঘেঁটে দেখা যাক। তারপর না হয় বর্তমান নিয়ে আলোচনা করা যাবে। জীবনের কম পথ তো পাড়ি দেননি তিনি। বয়স হয়েছে ৭৮ বছর। আগামী ২০ জানুয়ারি তিনি সবচেয়ে বেশি বয়সে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিতে যাচ্ছেন। বর্তমান প্রেসিডেন্ট ৮২ বছর বয়সী জো বাইডেন যখন প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছিলেন, তখন তাঁর বয়স ছিল ট্রাম্পের তুলনায় কয়েক মাস কম। রাজনীতিতে পা রাখার আগে ট্রাম্প ছিলেন পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী। ছেলেবেলায় দুষ্টুমির কারণে পাঠানো হয়েছিল মিলিটারি স্কুলে। এরপর পড়াশোনা করেছেন ইউনিভার্সিটি অব পেসনিলভানিয়ায়। বাবা ফ্রেড ট্রাম্প ছিলেন নিউইয়র্কের মস্ত আবাসন ব্যবসায়ী। ৪৩ সালে তাঁর মৃত্যুর পর ব্যবসার দেখভাল শুরু করেন ট্রাম্প। এরপর ব্যবসা বহুগুণ বাড়িয়েছেন। দেদার গড়েছেন ক্যাসিনো, কনডোমিনিয়াম, গলফ কোর্ট আর হোটেল। যুক্তরাষ্ট্রের বাইরে ব্যবসা ছড়িয়েছে ভারত, তুরস্ক এবং ফিলিপাইনেও। ব্যবসার বাইরেও নানা শখ মিটিয়েছেন ট্রাম্প। আয়োজন করেছেন সুন্দরী প্রতিযোগিতার। সংবাদমাধ্যম এনবিসিতে 'দ্য অ্যাপ্রেন্টিস' নামের এক রিয়েলিটি শোর উপস্থাপক ছিলেন। লিখেছেন বই। অভিনয় করেছেন চলচ্চিত্রে। বিয়েও করেছেন দু-দুইবার। তবে সে সময় একটি জিনিস তাঁকে টানেনিরাজনীতি। ১৯৮০ সালে ট্রাম্পের বয়স ছিল ৩৪ বছর। তখন এক সাক্ষাৎকারে তিনি বলেছিলেন, রাজনীতির জীবন নাকি 'জঘন্য'। আর 'সবচেয়ে যোগ্যরা' নাকি ব্যবসায়ে নামেন। তবে মন বদলাতে খুব বেশি সময় নেননি ট্রাম্প। ১৯৮৭ সাল নাগাদ তাঁর কার্যকলাপে মনে হয়েছিল, পরের বছরই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যোগ দিতে পারেন তিনি। এরপর ২০০০ সালে রিফর্ম পার্টি ও ২০১২ সালে রিপাবলিকান পার্টির হয়ে নির্বাচনের লড়াইয়ে নামার চেষ্টা করেছিলেন। শেষমেশ ২০১৬ সালে এসে বাজিমাত করেন। ডেমোক্রেটিক দলের হিলারি ক্লিনটনকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো হোয়াইট হাউসের গদিতে বসেন তিনি। ষোলোর কাঁটা চব্বিশে হোয়াইট হাউসে ট্রাম্পের প্রথম মেয়াদ ছিল বেশ নাটকীয়।

ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্প নিয়ে শিল্পোদ্যোগীদের সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক চুঁচুড়ায়

দুরন্ত বার্তা, চুঁচুড়া ,হুগলি, ৩ জানুয়ারিঃ পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্প প্রসারে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়েছেন। ইতিমধ্যেই বিভিন্ন ব্লক পৌরসভায় শিল্প উদ্যোগীদের নিয়ে আলোচনা চক্রের সাথে শিল্প সপ্তাহ পালন করা হয়েছে। সেখানে শিল্প গড়তে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আগ্রহী শিল্পউদ্যোগীরা আবেদন জানিয়েছেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে হুগলি জেলা তথ্য দপ্তরের উদ্যোগে ক্ষুদ্র ছোট মাঝারি শিল্পের বিকাশে এক গুরুত্বপূর্ণ সমন্বয় বৈঠক আজ চুঁচুড়ায় অনুষ্ঠিত হয়। এই আলোচনা সভার উদ্বোধন করেন রাজ্যের ক্ষুদ্র ছোট ও মাঝারি শিল্প দপ্তরের মন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। অন্যান্যদের মধ্যে এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের কৃষি বিপনন ও পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী বেচারাম মান্না চন্দননগর পুলিশ কমিশনার অমিত ভি জাভলগি, হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য সহ বিভিন্ন বিধায়ক ও পৌরসভার চেয়ারম্যান সহ শিল্পে উদ্যোগী ব্যক্তিরা ছাড়াও অন্যান্য অতিথিবর্গ। অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহ বলেন মুখ্যমন্ত্রীর অনুপ্রেরণায় ইতিমধ্যেই শিল্পের বিকাশে প্রশাসনিক পর্যায়ে বিভিন্ন বৈঠক আলোচনার সাথে ব্লক ও পৌরসভা পর্যায়ে শিল্প সপ্তাহ পালন করা হয়েছে। সেখান থেকেই প্রায় শিল্পে আগ্রহী ছয় লাখ আবেদন পত্র জমা পড়েছে। আমরা আগামী ৩০শে জানুয়ারির মধ্যে তা ঝাড়াই বাছাই করে তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করব, যাতে করে তারা সরকারি সাহায্য এবং সহযোগিতা পেতে পারে ।তিনি জানান আগামী ডিসেম্বর ২৫ এর মধ্যে এই কাজ অনেকটাই এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবে বলে আমরা আশাবাদী, এর ফলে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাবে। তিনি জানান শিল্প দপ্তরের তরফ থেকে যে জেলায় যেখানে যে শিল্পের কাঁচামাল বেশি পাওয়া যায় সেখানে সেই ধরনের শিল্প তৈরিতে আমরা জোর দিচ্ছি যাতে কম খরচে কাঁচামাল যোগান দেয়া সম্ভব হয় । ওই আলোচনা সভায় হুগলির জেলাশাসক মুক্তা আর্য প্রারম্ভিক ভাষণে এই সম্মেলনের সফলতা কামনা করে শিল্পোদ্যোগীদের আরো উৎসাহিত হয়ে শিল্প গঠনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান।

সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের শুভ দ্বারোদঘাটন

নলহাটি, ৩ জানুয়ারিঃ নলহাটি -বীরভূমের নলহাটি দুই নম্বর ব্লকের ভদ্রপুর এক নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের আকালিপুর গ্রামে নতুন সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রের শুভ দ্বারোদঘাটন হয়। এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রে মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্য পরিষেবা ,টিকাকরণ, পরিবার পরিকল্পনা , সাধারণ অসুখ সহ আরো অনান্য রোগেরো চিকিৎসা পাওয়া যাবে। এই সুস্বাস্থ্য কেন্দ্রটি এলাকাবাসীর চিকিৎসা সহ পাশেই বহু প্রাচীন মহারাজ নন্দকুমারের প্রতিষ্ঠিত গুহ্য কালী মন্দিরে দুর দুরান্ত থেকে বহু পর্যটক এখানে দর্শন করতে ও পূজো দিতে আসেন তাদের কথাও চিন্তা করে এটি ওখানে তৈরি করা হয় যাতে কোনো কারণে সাধারণ অসুখ অনুভব করলে সেখানে গিয়ে তার চিকিৎসা পরিষেবা যেন পান। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, পঞ্চায়েত প্রধান,আকালিপুর শ্রী রামকৃষ্ণ সারদা সেবাশ্রমের মহারাজ সহ আরো এলাকার অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিরা। যদিও এটি আগে গ্রামের ভেতরে ছিল সেটি নতুন কেন্দ্র তৈরি করে সেখানে স্থানান্তরিত করা হয়। এতে খুশি এলাকাবাসীরা।

ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ডঃ মনমোহন সিংয়ের প্রয়ানের পর শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ প্রদেশ কংগ্রেস কমিটি দলের রাজ্য সদর দপ্তর বিধান ভবনে একটি স্মরণ সভার আয়োজন করে। এই সভায় বিভিন্ন বক্তা ডঃ মনমোহন সিং এর কর্মময় জীবনের নানা দিক তুলে ধরেন এবং স্মৃতিচারণা করেন। এই স্মরণ সভায় উপস্থিত ছিলেন প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি শুভঙ্কর সরকার, প্রাক্তন সাংসদ ও অধ্যাপক প্রদীপ ভট্টাচার্য, রাজ্য সহ-সভাপতি দীপ্তিমান ঘোষ এবং কৃষ্ণা দেবনাথ প্রমুখ।

বাড়িতে সাপ, আতঙ্ক

হাওড়া, ৩ জানুয়ারিঃ হাওড়ার রামকৃষ্ণপুরের কৈলাশ বসু প্রথম বাই লেনের দেবব্রত ব্যানার্জীর বাড়িতে ঢুকে পড়েছিল প্রায় দুফুটের একটি সাপ। পরিবারের তরফ থেকে বন দপ্তরে খবর দেওয়া হয়। বন কর্মীরা বাড়িতে এসে সাপটি উদ্ধার করে নিয়ে যান। এটি কি প্রজাতির সাপ তা পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছে।

Name Change

I, SAIFUDDIN TARAFDER, S/o Boni Amin Tarafder & Mamtaj Begam Tarafder, Vill Kalapole, P.O. Prithiba, P.S Deganga North 24 Pgs. In my passport my Parents name was recorded as Bani Amin Tarafdar & Mumtaj Bibi. Now Bani Amin Tarafdar & Mumtaj Bibi and Boni Amin Tarafder & Mamtaj Begam Tarafder both are one and same identical person vide an affidavit before the 1st class Judicial Magistrate at Barasat on 24/12/24.

Name Change

I, Md Aminul Haque S/o Md Nur Haque, my wife (Old Name) Rijia Begam (Khatun) and Rijia Begum residing at Mayna P.O. Jaugram. P.S. Jamalpur, Dist. Purba Bardhaman 713166 WB have changed my wife name and shall henceforth be known (New Name) Rijia Begam Khatun as declared before the 1st Class Judicial Magistrate Court at Purba Bardhaman WB vide affidavit No. 3543 Dated 31/12/24. (Old Name) Rijia Begam (Khatun) and Rijia Begum and (New Name) Rijia Begam Khatun both are same and one identical person.

Name Change

I, SK Miraj S/o Ab Sattar Sekh, my father (Old Name) Ab Sattar and Abdul Sattar Sk, and my wife (Old Name) Majedea Khatun both residing at Mayna, P.O. Jaugram P.S. Jamalpur, Dist. Purba Bardhaman, 713166 WB have changed my father and wife name and shall henceforth be known as my father (New Name)Ab Sattar Sekh and my wife (New Name) Majeda Khatun as they are declared The 1st Class Judicial Magistrate Cowet at Purba Bardhaman WB vide affidavit No. 3542 dated 31/12/24. My father (Old Name) Ab Sattar and Abdul Sattar SK and (New Name) Ab Sattar Sekh, and my wife (Old Name) Majedea Khatun and (New Name) Majeda Khatun they are both are same and one identical person.

Name Change

I, MALOTI BAIN (Old Name) W/O NARAYAN BAIN Residing at Vill+P.O- Purba Noapara, P.S - Dhantala, District - Nadia, Pin- 741501 West Bengal, have changed my name and shall henceforth be known as MALATI BAIN (New Name) as declared before the Notary Public Government of India vide affidavit Dated 03-01-2025. MALOTI BAIN (Old Name) and MALATI BAIN (New Name) both are same and one identical person.

Name Change

I, Bishnu Pada Datta S/o Late Panchanan Datta Residing at 23/1/8, Bishalaxmi Tala Road, P.o - Parnasree Pally, P.s - Parnasree, District - Kolkata, Pin- 700060 West Bengal India shall henceforth be known as Bishnu Pada Dutta. I declare that Bishnu Pada Datta and Bishnu Pada Dutta is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-01-2025.

Name Change

I, Surya Ghorui S/o Bapi Ghorai Residing at Vill+P.o - Kharar (Ghorai Para), P.s - Ghatal, District - West Medinipur, Pin- 721222 West Bengal India shall henceforth be known as Surya Ghorai. I declare that Surya Ghorui and Surya Ghorai is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-01-2025.

Name Change

I, Bapi Ghorui S/o Late Lal Mohan Ghorai Residing at Vill+ P.o - Kharar(Ghorai Para), P.s - Ghatal, District - West Medinipur, Pin- 721222 West Bengal India shall henceforth be known as Bapi Ghorai. I declare that Bapi Ghorui and Bapi Ghorai is same and one identical person by virtue of an affidavit sworn before the Notary Public, Kolkata on 03-01-2025.

Name Change

I,Manan Mondal (Old Name) S/O– Late Dalil Mondal residing at Vill-Gongra, Po-Ranabanda, Ps-Chapra, Dist-Nadia, West Bengal, Pin-741123.I have change my new name to Mannan Mondal by notary public Berhampore court on 23/12/2024.My name Mannan Mondal & Manan Mondal both are same and one identical person.

Name Change

I, Shailen Mandald (Old Name) S/O–Haran Mandal residing at Vill- Purbabhat Jangla, PO-Kulgachi, PS- Bhimpur, Nadia, West Bengal Pin- 741161.I have change my new name to Shailen Mandal by notary public Berhampore court on 03/01/2025. My name Shailen Mandal & Shailen Mandald both are same and one identical person.

Name Change

I, Jagonnath Mandal (Old Name) S/O–Naru Mondal Vill-Meghna, Po-R Ramnagar, Ps-Hogolberia, Nadia, West Bengal, Pin-741158.I have change my new name to Jagannath Mandal by notary public Berhampore court on 03/01/2025. My name Jagannath Mandal & Jagonnath Mandal both are same and one identical person.

Name Change

I, Sekhar Mazumder (Old Name) S/O– Late Ananta Mazumder residing at Vill-Betai Lalbazar, Po-Lalbazar, Ps-Tehatta, Nadia, West Bengal, Pin-741163.I have change my new name to Shekhar Majumdar by notary public Berhampore court on 03/01/2025.My name Shekhar Majumdar& Sekhar Mazumder both are same and one identical person.

টেবিল টেনিস খেলায় ফের দিশা দেখাতে চলেছে শিলিগুড়ির মান্তু ঘোষ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি ঃ টেবিল টেনিস খেলায় শিলিগুড়িকে ফের দিশা দেখাতে চলেছে অর্জুন পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রাক্তন টেবিল টেনিস খেলোয়াড় মান্তু ঘোষ। অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি ও পরিকাঠামো দ্বারা শিলিগুড়িতে নতুন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র শুরু হতে চলেছে এবার। শুক্রবার শিলিগুড়ি জার্নালিস্ট ক্লাবে এক সাংবাদিক বৈঠকে এমনটাই জানান মান্তু ঘোষ। আগামী ১১ জানুয়ারী বাবুপাড়ায় এই প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির শুভ সূচনা করা হবে। পাশাপাশি এদিন শিলিগুড়িতে টেবিল টেনিস খেলায় খ্যাত ব্যক্তিত্বদের সম্মানও জানানো হবে। এদিন সাংবাদিক বৈঠকে মান্তু ঘোষ জানান, শিলিগুড়িতে টেবিল টেনিস কে আরও জোরদার করে তুলতে এই নতুন কাঠামো তৈরি করা হচ্ছে। বহুবার প্রশাসনের কাছে টেবিল টেনিস খেলার পরিকাঠামো উন্নতমানের দাবি জানানো সত্ত্বেও তা কাজ হয় নি। যেকারণে এবার নিজেস্ব প্রয়াসে মান্তু ঘোষ সহ আরও ৫জন টেবিল টেনিস কোচ একত্রিত হয়ে এই অত্যাধুনিক প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটির শুভারম্ভ করতে চলেছে। পাশাপাশি উত্তরবঙ্গে এমন অত্যাধুনিক টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণ কেন্দ্র এই প্রথম বলে দাবি মান্তু ও বাকি কোচদের।

মালদার তৃণমূল নেতা খুনে ধৃত আরও ৫, এযাব মোট পাকড়াও ৭ অভিযুক্ত

দুরন্ত বার্তা, মালদা, ৩ জানুয়ারি ঃ মালদার দাপুটে তৃণমূল নেতা দুলাল সরকার ওরফে বাবলাকে খুনের ঘটনায় আরও পাঁচ জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে এক জন স্থানীয়, বাকিরা অন্যান্য এলাকার বাসিন্দা বলে জানিয়েছেন ইংরেজবাজার পুরসভার পুরপ্রধান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। বৃহস্পতিবারই এই ঘটনায় দু'জনকে গ্রেফতার করেছিল মালদা জেলা পুলিশ। তাঁদের মধ্যে মহম্মদ সামি আখতার নামের এক জন বিহারের কাটিহারের বাসিন্দা। অপর জন টিঙ্কু ঘোষ, ইংরেজবাজারের গাবগাছি অঞ্চলের বাসিন্দা। শুক্রবার সকাল পর্যন্ত মোট গ্রেফতারির সংখ্যা হল ৭। শুক্রবার সকালেই হাসপাতাল থেকে দুলালের দেহ ইংরেজবাজারের মহানন্দাপল্লীর বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। তাঁকে শেষ শ্রদ্ধা জানাতে উপস্থিত ছিলেন কৃষ্ণেন্দু এবং জেলা তৃণমূলের অন্য নেতারা। বাড়ি থেকে মরদেহ নিয়ে যাওয়া হয় ইংরেজবাজারে তৃণমূলের পার্টি অফিসে।

জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা একাধিক চা বাগানে

দুরন্ত বার্তা, জলপাইগুড়ি, ৩ জানুয়ারি ঃ কিলকোট চা বাগানে বহু দিন ধরেই কর্মরত চা শ্রমিকেরা সময়মত তাদের মজুরি পাননা। বিশেষ করে এই সমস্যা শুরু হয় যবে থেকে সম্মেলন টি এন্ড ব্রেভারেজ লিমিটেড এই চা বাগান পরিচালনা করা শুরু করে। সাধারণত মাসের ৯ এবং ২৩ তারিখে বাগানে মজুরি দেওয়ার নির্ধারিত দিন কিন্তু কোনবারেই সেই মজুরি সময়মত দেওয়া হয়না। বিশেষ করে উসব পার্বনে শ্রমিকদের মজুরি এইভাবে আটকে রাখা হয়। এইবছরেও তার কোন ব্যতিক্রম হয়নি। বড়দিনের আগে যেখানে অন্যান্য চা বাগানের শ্রমিকদের সময়মত মজুরি দেওয়া হয়েছে সেখানে কিলকোট চা বাগানের শ্রমিকদের কোন মজুরি দেওয়া হয়না। চা শ্রমিকেরা সবাই মজুরির দাবিতে চা বাগানের গেটে সমবেত হয় কিন্তু ম্যনেজার ঐ দিন অফিসে ছিলেন না। অফিসে কোন কর্মচারীও ছিলোনা। তাই কোন উপায় না দেখে শ্রমিকেরা ম্যানেজারের বা।তিতে যায় এবং মজুরির দাবি জানায়। মজুরি সময়মত না দেওয়ায় শ্রমিকেরা সেখানে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে থানা থেকে পুলিশ কর্মীরা এসে বিষয়টি আয়ত্তে আনে। এরপর ২৯ ডিসেম্বর চা শ্রমিকদের জানানো হয় যে কিলকোট চা বাগানের ৬ জন শ্রমিক এবং পশ্চিমবঙ্গ চা মজুর সমিতির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য কিরসেন খেরিয়ার নামে খুন করার চেষ্টা করেছেন বলে থানায় অভিযোগ জানিয়েছে চা বাগানের ম্যানেজার। সবথেকে হাস্যকর বিষয় হল ঘটনার দিন কিরসেন খেরিয়া পরিবারের সাথে অন্যত্র ছিলেন।

পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে স্বাস্থ্য পরীক্ষা শিবির আয়োজন

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারি ঃ একটি শীর্ষস্থানীয় এনবিএফসি-এমএফআই, ২০২৫ সালের জানুয়ারী মাসে পশ্চিমবঙ্গের ১৯টি স্থানে একটি এনজিওর সহযোগিতায় স্বাস্থ্যপরীক্ষা শিবির আয়োজন করছে। এই উদ্যোগের লক্ষ্য হল সুবিধা বঞ্চিত সম্প্রদায়ের জন্য স্বাস্থ্য সেবার সুযোগ উন্নত করা। এটি মূলত এমন ব্যক্তিদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ স্বাস্থ্যসেবা প্রদানের দিকে মনোনিবেশ করছে, যাঁদের জন্য মানসম্পন্ন স্বাস্থ্যসেবার সুযোগ সীমিত।
শীর্ষস্থানীয় এনবিএফসি-এমএফআই অরোহণ ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস বিভিন্ন জেলায়, যেমনহুগলি, উত্তর২৪পরগনা, দক্ষিণ২৪পরগনা, নদীয়া, কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, মালদা, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, পূর্ববর্ধমান, পশ্চিমমেদিনীপুর এবং পূর্বমেদিনীপুর জুড়ে রক্তচাপ, রক্তে শর্করার মাত্রা, বিএমআই মূল্যায়ন ইত্যাদি সহ মৌলিক স্বাস্থ্যপরীক্ষার ব্যবস্থা করবে। সাধারণ অসুস্থতায় আক্রান্ত ব্যক্তিদের জন্য নির্ধারিত ওষুধ সরবরাহ করা হবে, আর যাঁদের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার প্রয়োজন, তাঁদেরকে জেলার সরকারি হাসপাতালে পাঠানো হবে পরবর্তী চিকিৎসার জন্য।

ফুলবাড়ি এলাকায় নিখোজ তরুন,মেলেনি হদিস,পুলিশের বিরুদ্ধে ক্ষোভ পরিবারের

এক তরুণের নিখোঁজ হওয়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছে শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটন পুলিশের নিউ জলপাইগুড়ি থানার ফুলবাড়ি এলাকায়। নিখোঁজ তরুণের নাম আকাশ দাস, ফুলবাড়ি-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের সিপাহীপাড়া-জোড়পাকুড়ির বাসিঃদা সে। জানাগেছে গত মঙ্গলবার ৩১শে ডিসেম্বর রাত সাড়ে সাতটা নাগাদ আকাশ ও তার দুই বন্ধু ছিল বাড়ি থেকে বের হয়। তার পরেই সে কোন গন্ডগোলের খবর পেয়ে বাড়ি থেকে বের হয়।
১লা জানুয়ারি ভোর তিনটে নাগাদ আকাশের দুই বন্ধু বাড়ি ফিরে এসে আকাশের পরিবারকে জানাই যে আকাশকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। তার পরেই বুধবার সকাল এগারোটা নাগাদ নিউ জলপাইগুড়ি থানায় নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ জানায় আকাশের পরিবার। এরপরই এনজেপি থানার পুলিশ তদন্তে নামে। প্রথমে আকাশের চার বন্ধুকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চালায়। তাদের দু একজনের কথায় অসংগতি রয়েছে বলে পুলিশের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে। সেই সূত্র ধরে ও বৃহস্পতিবার ফুলবাড়ি ক্যানাল রোডে জোড়াপানি নদীতে সকাল থেকে ডুবুরী নামিয়ে তল্লাশি চালানো হয়। তবে বিকেল গ।ায়ে গেলেও খোঁজ মেলেনি আকাশের। কোথায. গেল আকাশ তা বুঝে উঠতে পারছেন না তার পরিবার ও পুলিশ ।
অন্যদিকে তিনদিন গড়িয়ে গেলেও কেন পুলিশ আকাশের খোঁজ পেতে ব্যার্থ, সেই ব্যার্থতার অভিযোগ তুলে থানায় বিক্ষোভ দেখান আকাশের পরিবার ও স্থানীয়রা।তবে এনজেপি থানার আই সি সোনম লামা, পরিবারকে অস্বস্ত করেন যে দ্রুত তারা আকাশের সন্ধান করবেন ।

শিলিগুড়িতে আয়োজিত হলো দ্বিতীয় আন্তঃজেলা মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ জানুরি ঃ ওমেন্স স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন ওয়েস্ট বেঙ্গল এর তরফে শিলিগুড়িতে আয়োজিত হলো দ্বিতীয় আন্তঃজেলা মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ। শুক্রবার শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে তিন দিনব্যাপী এই ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ-এর শুভ সূচনা হয়। এদিন এই চ্যাম্পিয়নশিপের শুভারম্ভে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন, দার্জিলিং জেলার জেলাশাসক প্রীতি গোয়েল, এসডিও অবধ সিংহল, শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, এমএমআইসি দিলীপ বর্মন, সহ বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বরা। এদিন সকল মহিলা খেলোয়াড়দের সাথে হাত মিলিয়ে এবং ফুটবলে কিক

মেরে এই খেলার শুভ সূচনা করেন রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন। পরবর্তীতে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রচেষ্টায় সারা বাংলা জুড়ে মেয়েদের খেলার মাঠ মুখী করানোর প্রচেষ্টা চলছে। এবং সেই প্রচেষ্টা হিসেবেই এই চ্যাম্পিয়নশিপ। অপরদিকে লয়েন অর্ডার নিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে রাজ্যসভার সাংসদ দোলা সেন বলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীও যে কারণে তিনি সমস্ত বিষয়বস্তুকে খতিয়ে দেখেন এবং নিজের হাতে সবটা তত্ত্বাবধান করেন যে কারণে বহুবার জনসমক্ষে পুলিশ প্রশাসনকে ধমক দিতেও দেখা যায় রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কে যার ফলে এ বাংলা লয়েন অর্ডারের দিকে যথেষ্ট এগিয়ে এবং তৎপর।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই শ্রেষ্ঠত্বের চালনা করছে এমন ৫ জন রেলওয়ে অ্যাথলেটকে অর্জুন পুরস্কার প্রদান করা হবে

৩ জানুয়ারী ঃ ভারতীয় রেল তার ক্রীড়া শাখার মাধ্যমে। রেলওয়ে স্পোর্টস প্রমোশন বোর্ড (আরএসপিবি), ১৯২৮ সাল থেকে সারা দেশে খেলাধুলার প্রচারে ব্যাপক অবদান রেখেছে। হকি, অ্যাথলেটিক্স এবং টেনিসের প্রচারের একটি শালীন সূচনা, এখন আরএসপিবি দেশের খেলাধুলার প্রচারে একটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্থা হয়ে উঠেছে এবং বর্তমানে ২৯টি খেলা রয়েছে। ডিসিপ্লিন- ১৮টি স্বতন্ত্র গেম এবং ১১টি টিম গেম। আরএসপিবি ২৮টি জাতীয় ক্রীড়া ফেডারেশনের সাথে অনুমোদিত এবং ইউএসআইসি (ওয়ার্ল্ড রেলওয়ে স্পোর্টস অ্যাসোসিয়েশন) এর সাথেও অনুমোদিত। ভারতীয় রেলওয়ে চাকরির মাধ্যমে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্রীড়াবিদকে সমর্থন করেছে। আজ অবধি, ৯০০০ টিরও বেশি ক্রীড়াবিদ ভারতীয় রেলওয়ের ২৯টি খেলার শাখায় রয়েছে যার মধ্যে প্রায় ৩০০০ জন সক্রিয় ক্রীড়াবিদ। আন্তর্জাতিক মর্যাদাপূর্ণ ইভেন্টে আইআর ক্রীড়াবিদদের পারফরম্যান্স অসামান্য হয়েছে। যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া মন্ত্রক ২০২৪ সালের জাতীয় ক্রীড়া পুরস্কার ঘোষণা করেছে। এটি গর্বের বিষয় যে ৩২ জন খেলোয়াড়ের মধ্যে, যারা মর্যাদাপূর্ণ অর্জুন পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন, পাঁচজন খেলোয়াড় ভারতীয় রেলের। খেলোয়াড়ের

বিবরণ এবং তাদের ইভেন্ট গুলি নিম্নরূপঃ
১. মিসেস জ্যোতি ইয়ারাজি, এসসিআর(অ্যাথলেটিক্স-১০০ মিটার হার্ডলস)
২. মিসেস আন্নু রানী, পিএলডব্লু(অ্যাথলেটিক্স-জ্যাভলিন থ্রো)
৩. মিসেস সালিমা তেতে, এসইআর (হকি)
৪. শ. স্বপ্নিল সুরেশ কুসলে, সিআর (শ্যুটিং-৫০ মি ৩পি)
৫. শ. আমান, এনআর (কুস্তি-৫৭ কেজি ফ্রিস্টাইল)
এই ৫টি অর্জুন পুরস্কার সহ, ভারতীয় রেলওয়ের ঝুড়িতে মোট ১৮৩ জন অর্জুন, ২৮ জন পদ্মশ্রী, ১২ ধ্যানচাঁদ, ১৩ দ্রোণাচার্য এবং ৯ জন মেজর ধ্যানচাঁদ খেল রত্ন পুরস্কার পেয়েছেন, যা নিজেই যে কোনও এককদের জন্য এই জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্তদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি সংখ্যক। ভারতে সংগঠন। পুরস্কারপ্রাপ্তরা ১৭ জানুয়ারী, ২০২৫ তারিখে রাষ্ট্রপতি ভবনে একটি বিশেষভাবে আয়োজিত অনুষ্ঠানে ভারতের রাষ্ট্রপতির কাছ থেকে তাদের পুরস্কার গ্রহণ করবেন। ভারতীয় রেলওয়ে এই রত্নগুলিকে অভিনন্দন জানায় এবং একটি খুব উজ্জ্বল ক্যারিয়ারের জন্য শুভকামনা জানায়।

মাছলিপত্তনম-আজমগড়-গুন্টুর-বিজয়ওয়াড়ার মধ্যে কুম্ভ মেলা বিশেষ ট্রেন চালাবে উত্তর পূর্ব রেল

গোরখপুর, ৩ জানুয়ারী ঃ প্রয়াগরাজে অনুষ্ঠিতব্য মহা কুম্ভ মেলা উপলক্ষে ভক্তদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ০৭০৮৩০৭০৮৪ মাছলিপত্তনম-আজমগড়-মচিলিপত্তনম কুম্ভ মেলা বিশেষ ট্রেন চালাবে ০২৫ ফেব্রুয়ারি, ০২৫-২০২০ এবং ৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫-এ মাছলিপত্তনম থেকে। ০১-এ আজমগড় থেকে ভ্রমণের জন্য করা হবে। ০৭০৮৩ মাছিলিপত্তনম-আজমগড় কুম্ভমেলা বিশেষ ট্রেনটি ০৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে মাছলিপত্তনম থেকে ২২.০০ টায় ছেড়ে যাবে এবং ২২.১০ টায় গুডলাভাল্লেরুতে, ২২.৪০ টায়. গুডিভাদা থেকে, বিজয়ওয়াড়া থেকে ০৩.০০ মিনিটে , থেকে ওয়ারঙ্গল ০৩.৩০ টায়, রামগুন্ডাম থেকে ০৫.০০ টায়, মানচিরিয়াল থেকে ০৫.১৫ টায়, সিরপুর কাগজনগর থেকে ০৬.১৫ টায়, বলহারশাহ থেকে ০৯.০০ টায়, চন্দ্রপুর থেকে ০৯.১৭ টায়, নাগপুর থেকে ১২.২০ ঘটিকায়, ৫টা ০১ টায়। ঘন্টা, থেকে নরসিংহপুর থেকে ১৮.৪৫ মিনিটে পিপারিয়া ২১.১০টায়, তৃতীয় দিন জবলপুর থেকে ০০.১০টায়, কাটনি থেকে ০১.২৫টায়, মাইহার থেকে ০২.২০টায়, সাতনা থেকে ০২.৫৫টায়, মানিকপুর থেকে ০৪.২০টায়, প্রয়াগরাজ থেকে ০০.১০টায়, মিরপুর থেকে ০১.২০টায়, মিরপুর থেকে ০১.২০টায়। , বারাণসী থেকে ১২.১০ টায়, এবং শাহগঞ্জ থেকে। এটি ১৫.৩৫ এ ছাড়বে এবং ১৭.১৫ এ আজমগড় পৌঁছাবে। ফিরতি যাত্রায়, ০৭০৮৪ আজমগড়-মছিলিপত্তনম কুম্ভ মেলা বিশেষ ট্রেনটি ০৭ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে আজমগড় থেকে ১৯.৪৫ ঘটিকায় ছেড়ে যাবে এবং শাহগঞ্জ থেকে ২১.০০ টায়, বারাণসী থেকে ২৩.৩০ টায়, মির্জাপুর থেকে দ্বিতীয় দিন ০১.০০ টায় ছেড়ে যাবে। প্রয়াগরাজ ছিভকি ০৪.১০ টায়, মানিকপুর থেকে ০৬.৪০ টায়, সাতনা থেকে ০৮.৫০ টায়, মাইহার থেকে ০৯.২০ টায়, কাটনি থেকে ১০.২০ টায়, জব্বলপুর থেকে ১২.০০ টায়, নরসিংহপুর থেকে ১৩.১০ টায়, পিপারিয়া থেকে ১৪.১০ টায়, ইটারসি থেকে ০৯.২০ টায়, ৫টা ৫ টায় পুর ১৯.৩৫ টায়, চন্দ্রপুর থেকে ২২.৪৭ টায়, বলহারশাহ থেকে ২৩.৪৫ ঘটিকায়, তৃতীয় দিন সিরপুর কাগজনগর থেকে ০০.০৫ মিনিটে, মানচিরিয়াল থেকে ০০.৫৫ মিনিটে, ভারঙ্গল থেকে ০২.২০ মিনিটে, খাম্মাম থেকে ০৩.০৫ ঘটিকায়, ০৩.০৫ ঘটিকায় এ ০৭.৩২ ঘন্টা এবং গুদলাভাল্লেরু থেকে ০৭.৫৪ টায়। মাছলিপত্তনমে পৌঁছাবে ০৯.০০ এ। এই ট্রেনে L.S.L.R.D. ০১ এসি, ০১ এসি সেকেন্ড ক্লাস, ০৮ এসি থার্ড ক্লাস, ০৯টি স্লিপার ক্লাস, ০২টি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস এবং ০১টি জেনারেটর কাম লাগেজ ভ্যান কোচ সহ মোট ২২টি কোচ বসানো হবে। পয়াগরাজে অনুষ্ঠিতব্য মহা কুম্ভ মেলা উপলক্ষে ভক্তদের সুবিধার্থে, রেলওয়ে প্রশাসন ০৭০৮১০৭০৮২ গুন্টুর-আজমগড়-বিজয়ওযাড়া কুম্ভমেলা স্পেশাল ট্রেন চালাবে ১৪ ফেব্রুয়ারি এবং ২৫ ফেব্রুয়ারি থেকে। ১৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে গুন্টুর থেকে। এটি আজমগড় থেকে ০১ ট্রিপের জন্য পরিচালিত হবে। ০৭০৮১ গুন্টর-আজমগড় কুম্ভমেলা বিশেষ ট্রেনটি ১৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ তারিখে গুন্টুর থেকে ২৩.০০ টায় ছাড়বে এবং বিজয়ওয়াড়া থেকে ০০.৩০ টায়, খাম্মাম থেকে ০২.০০ টায়, ডোরনাকাল ০২.০২, ২০২০-২০০০-এ ছেড়ে যাবে। ০২ ঘন্টা, রামাগুন্ডম পরের দিন ০৫.২২ টায়, মানচিরিয়াল থেকে ০৫.৪৫ টায়, সিরপুর কাগজনগর থেকে ০৬.২২ টায়, বলহারশাহ থেকে ০৯.০০ টায়, চন্দ্রপুর থেকে ০৯.১৭ টায়, নাগপুর থেকে ১২.২০ টায়, বেতুল থেকে ৫.১০ টায় পিপরিয়া এ ১৮.৪৫ ঘন্টা, নরসিংহপুর থেকে ২১.১০ টায় তৃতীয় দিন, জব্বলপুর থেকে ০০.১০ টায়, কাটনি থেকে ০১.২৫ টায়, মাইহার থেকে ০২.২০ টায়, সাতনা থেকে ০২.৫৫ টায়, মানিকপুর থেকে ০৪.২০ টায়, প্রয়াগরাজ ছিভকি থেকে ০৬.৩০ টায়, মিরজাপুর থেকে ০৬.৩০ টায়, মিরজাপুর থেকে ০২.০৭ টায়। ১২.১০ টায়, এবং ১৫.৩৫ টায় শাহগঞ্জ থেকে আজমগড় পৌঁছাবে ১৭.১৫ এ। ফিরতি যাত্রায়, ০৭০৮২ আজমগড়-বিজয়ওয়াড়া কুম্ভমেলা বিশেষ ট্রেনটি ১৬ ফেব্রুয়ারী, ২০২৫ তারিখে আজমগড় থেকে ১৯.৪৫ ঘটিকায় ছেড়ে যাবে এবং শাহগঞ্জ থেকে ২১.০০ ঘটিকায়, বারাণসী থেকে ২৩.৩০ টায়, মির্জাপুর থেকে দ্বিতীয় দিন ০১.০০টায় মির্জাপুর থেকে ছাড়বে। ছিভকি থেকে ০৪.০৫ টায়, মানিকপুর থেকে ০৬.৪০ টায়, সাতনা থেকে ০৮.৫০ টায়, মাইহার থেকে ০৯.২০ টায়, কাটনি থেকে ১০.২০ টায়, জবলপুর থেকে ১২.০০ টায়, নরসিংহপুর থেকে ১৩.১০ টায়, পিপারিয়া থেকে ১৪.১০ টায়, ইটারসি থেকে ১৫.৩ টায়, ১৫.০০ মিনিটে। ১৯.৩৫ ঘন্টা, চন্দ্রপুর থেকে ২২.৪৭ টায়, বলহারশাহ বিজয়ওয়াড়া ০৭.৩০ এ, সিরপুর কাগজনগর ০০.০৫ টায়, মানচিরিয়াল ০০.৩৫ টায়, রামাগুন্ডম ০০.৫৫ টায়, রামাগুন্ডম ০২.২০ টায়, ওয়ারগল ০২.২০ টায়, মাহাবুবাবাদ ০০.০৫ টায়, মাহাবুবাবাদ ০০.০৫ টায় তৃতীয় দিনে ০৪.২২ টায়। পৌছে যাবে বেলা। এই ট্রেনে L.S.L.R.D. ০১ এসি, ০১ এসি সেকেন্ড ক্লাস, ০৮ এসি থার্ড ক্লাস, ০৯টি স্লিপার ক্লাস, ০২টি জেনারেল সেকেন্ড ক্লাস এবং ০১টি জেনারেটর কাম লাগেজ ভ্যান কোচ সহ মোট ২২টি কোচ বসানো হবে।

আমতলা নদীকে কেন্দ্র করে বেআইনি নির্মাণকাজ হচ্ছে, সব দেখেও প্রশাসন নিশ্চুপ

দুরন্ত বার্তা, কোচবিহার, ৩ জানুয়ারি ঃ একসময় কোচবিহারের নিশিগঞ্জে গাছের নিচে মহারাজার আমলে হাট বসত আমতলা নদীর ধারে। হাটের নাম দেওয়া হয়েছিল সিদ্ধাবাড়ির হাট। জানা গিয়েছে, এই নদীর ধারে কোচবিহারের রাজমাতার বাড়ি ছিল। রাজমাতার নামে আমতলা নদীর পাড়ের এই সিদ্ধাবাড়ির হাট পরে নিশিগঞ্জ নামে পরিচিত হয় সকলের কাছে। স্থানীয়দের অভিযোগ সেই বহমান নদী এখন ছোট হতে হতে বাজারে আবর্জনা ফেলার অন্যতম জায়গায় পরিণত হয়েছে। এখানকার পঞ্চায়েত প্রধান বলেন, 'নদীতে বিপুল পরিমাণ আবর্জনা জমেছে। ভ্যাট তৈরির জন্য জায়গার খোঁজ করা হচ্ছে। নদী ড্রেজিং করে সংস্কারের জন্য অনেক টাকা প্রয়োজন। বিষয়টি পঞ্চায়েত সমিতির নজরে আনা হয়েছে।' অনেকদিন ধরে নিশিগঞ্জ বাজারের পাশ দিয়ে বয়ে যাওয়া আমতলা নদীর দূষণে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছে স্থানীয় বাসিন্দারা। প্রশাসনের তৎপরতার অভাবে গ্রাম পঞ্চায়েত কার্যালয়ের কাছে সেতুর মুখে বাজারের আবর্জনা ফেলা হয়েছে। এর জেরে নদীর গতিপথ রুদ্ধ হয়ে গিয়েছে বলে অভিযোগ। গ্রাম পঞ্চায়েতের উদ্যোগে দু'একবার নামমাত্র নদী সংস্কার হলেও সেতুর মুখ পুরো সাফাই করা হয়নি। বাজারের আবর্জনা ও পরিত্যক্ত থার্মোকলের সরঞ্জামে নদী এখন নিকাশিনালার রূপ নিয়েছে। মাথাভাঙ্গা-২ পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতির বক্তব্য, 'ছোট ছোট নদীগুলি সংস্কারের বিষয়টি

সেচ দপ্তর ও জেলা শাসককে জানিয়েছি।'
নিশিগঞ্জ বাজারের পাশ দিয়ে আমতলা নদী প্রবাহিত। একসময় এই নদী উত্তরে তোর্ষা ও পশ্চিমে মানসাই নদীর সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষাকারী নদী ছিল। রাজ আমলে এই নদীপথে ব্যবসা-বাণিজ্য চলত। এই নদীর পাশে আস্তে আস্তে নিশিগঞ্জ জনপদ গড়ে ওঠে। স্থানীয় সূত্রে জানতে পারা গিয়েছে, একসময় এই নদীতে সারাবছর জল থাকত। বিভিন্ন নদীয়ালি মাছ পাওয়া যেত। কিন্তু গত এক দশকে বাজারের আবর্জনা ফেলায় নদীর গতিপথ প্রায় বন্ধ হয়ে গিয়েছে। নিশিগঞ্জ বাজারের কাছে সেতু থেকে প্রতিদিন বাজারের আবর্জনা ফেলা হয় বলে অভিযোগ উঠছে। দুর্গন্ধের কারণে নাকে রুমাল দিয়ে আমতলা সেতু পার হতে হয়। নিশিগঞ্জ ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদকজানান, 'কিছুদিন আগে কয়েকবার নিশিগঞ্জ বাজারে বড় অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটেছে। প্রতিবার আমতলা নদীর জল দিয়ে দমকলকর্মীরা আগুন নিয়ন্ত্রণে এনেছিলেন।' ব্যবসায়ীদের অভিযোগ, নিশিগঞ্জ নির্মল গ্রাম হওয়ার পর এখানে কঠিন বর্জ্য প্রক্রিয়াকরণ প্রকল্প হয়েছে। কিন্তু বাজারের আবর্জনা এই প্রকল্পের মাধ্যমে সংগ্রহ না হওয়ায় সেই আবর্জনা নদীতে ফেলতে বাধ্য হচ্ছেন তাঁরা। স্থানীয়দের অভিযোগ, আমতলা নদীকে কেন্দ্র করে একের পর এক বেআইনি নির্মাণকাজ হচ্ছে। সব দেখেও প্রশাসন নিশ্চুপ।

ডাবগ্রাম এলাকার এক মহিলার গলার মালা ছিনতাই, গ্রেপ্তার ২

দুরন্ত বার্তা, শিলিগুড়ি, ৩ জানুয়ারি ঃ গত নভেম্বর মাসের ২২ তারিখ শিলিগুড়ি থানার অন্তর্গত ডাবগ্রাম এলাকার এক মহিলার গলার মালা ছিনতাই এর ঘটনা ঘটে। অভিযোগ ওঠে দুই যুবক স্কুটিতে করে এসে ওই মহিলার গলা থেকে মালা ছিনতাই করে পালিয়ে যায়। তদন্তে গিয়ে পুলিশ জানতে পারে ওই মহিলা একটি মুদি দোকানে বসে ছিলেন, ওই দুই যুবক বিভিন্ন জিনিস কেনার অছিলায় বেশ কয়েকবার ওই দোকানে গিয়েছিল এবং সুযোগ বুঝে ওই মহিলার গলা থেকে মালা ছিনিয়ে চম্পট দেয়। মালা ছিনতাই এর ঘটনার অভিযোগের ভিত্তিতে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ তদন্তে নেমে সিসিটিভি ফুটেজ থেকে দুষ্কৃতীদের চিহ্নিত করে। বিভিন্ন সূত্র কে কাজে লাগিয়ে ওই দুই যুবককে গ্রেপ্তার করার চেষ্টা চালায়। অবশেষে মিলল সাফল্য। গ্রেপ্তার দুই দুষ্কৃতী। উদ্ধার গৃহবধুর খোয়া যাওয়া সোনার মালা। কিন্তু অবাক করা বিষয়, ধৃত দুজনেই আরেকটি অপরাধের ঘটনায় প্রধাননগর থানার পুলিশের জালে গ্রেপ্তার হয়ে সংশোধনাগারে ছিল। এই দুই দুষ্কৃতিকে বিভিন্ন সূত্রের মাধ্যমে চিহ্নিত করার পর শিলিগুড়ি থানার পুলিশ আদালতের কাছ থেকে দুই যুবককে সুন এরেস্ট এর আবেদন করে তাদেরকে হেফাজতে নিয়ে তল্লাশি চালিয়ে ওই সোনার মালাটি উদ্ধার করে। বাইশে নভেম্বর এই ছিনতাইয়ের ঘটনার পর ওই মহিলার স্বামী সাধন সাহা বিষয়টি নিয়ে শিলিগুড়ি থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছিলেন। এরপর থেকে দুষ্কৃতীদের গ্রেপ্তার এবং মালা উদ্ধারের আপ্রাণ প্রয়াস চালাচ্ছিল শিলিগুড়ি থানা পুলিশ। তদন্ত নেমে পুলিশ জানতে পারে অভিযুক্ত দুজনেই রয়েছে সংশোধনাগারে। অবশেষে সুন অ্যারেস্ট। বৃহস্পতিবার শিলিগুড়ির হায়দার পাড়ার শরচন্দ্র পল্লীর বাসিন্দা রানা রায় এবং রাজ বর্মনকে হেফাজতে নিয়ে তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করে রাজ বর্মনের বাড়ি থেকে উদ্ধার হয়েছে ওই মহিলার সোনার চেনটি।

গাড়ী দুর্ঘটনায় আহত বহু আই সি ডি এস কর্মী

দুরন্ত বার্তা, মালবাজার, ৩ জানুয়ারি ঃ মালবাজারের পিকনিকের গাড়ি দুর্ঘটনার শিকার, আহত ১১ জন। নবনির্মিত বাগড়াকোর্টের লুপপুলে পিকনিক করতে গিয়ে দুর্ঘটনার স্বীকার হলেন মালবাজার শহরের একাধিক বাসিন্দা। ঘটনা প্রসঙ্গে জানা যায় বৃহস্পতিবার মালবাজার থেকে আনুমানিক ১৩ জন আইসিডিএস কর্মী অর্ধ সমাপ্ত বাগড়াকোর্টের লুপ পুলে পিকনিক করতে যান। ফেরার সময় তাদের পিকনিকের ম্যাজিক গাড়ি রাস্তায় ধারে থাকা সিমেন্টের ব্লকে ধাক্কা মেরে উল্টে যায়। গাড়িতে থাকা প্রত্যেকেই গুরুতর যখম হয়। তাদের গাড়ির পেছনেই থাকা মালবাজারের আরো কিছু বাসিন্দা উদ্ধার কাজে হাত লাগায়। আহতদের দ্রুত উদ্ধার করে মালবাজার সুপার স্পেশালিটি হাসপাতালে নিয়ে আসা হয়। ঘটনার খবর পেয়ে মালবাজার হাসপাতালে পৌঁছান পৌরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা ,কাউন্সিলর সুরজি দেবনাথ সহ আরো অন্যান্যরা। আহতদের দ্রুত চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হচ্ছে বলেই জানা গেছে। পিকনিকের দলে থাকা ইলা রুদ্র নামে আইসিডিএস কর্মী জানান ছুটি পেয়ে সহকর্মীরা মিলে ঘুরতে গিয়েছিলাম বাগড়াকোর্টের লুপপুলে। ফেরার পথে এরকম দুর্ঘটনার স্বীকার হব ভাবতে পারিনি। উদ্ধারকারীদের মধ্যে শুভময় রায় এবং শুভদীপ সেনগুপ্ত বলেন দুর্ঘটনা দেখেই আমরা উদ্ধার কাজে হাত লাগাই ।

এরালিগুল ফায়ারিং রেঞ্জে গুলি চালনার মহড়া

শ্রীভূমি ৩ জানুয়ারি ঃ শ্রীভূমির অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এক আদেশে জানিয়েছেন, এরালিগুলস্থিত ১৫তম এপি ব্যাটেলিয়ান ফায়ারিং রেঞ্জে ৩ ও ৪ জানুয়ারি বার্ষিক গুলি চালনার অভ্যাস চলছে। এই গুলি চালনার অভ্যাসের সময় যাতে কোন ধরণের অবাঞ্ছিত দুর্ঘটনা না ঘটে তার জন্য ফায়ারিং রেঞ্জ সংলগ্ন এলাকার জনগণকে সাবধানতা অবলম্বন করে চলাচল করতে শ্রীভূমি জেলা প্রশাসন থেকে সতর্ক করা হয়েছে।

পূর্ব রেলওয়ে
ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) নোটিশ নং ঃ ইসি/টি/স্যান্ড ব্লাস্টিং/ওটি-১২/২০২৪-২৫, তারিখ ২৭.১২.২০২৪। চিফ ওয়ার্কস ম্যানেজার, পূর্ব রেলওয়ে ওয়ার্কশপ, কাঁচড়াপাড়া, পিন-৭৪৩১৪৫, ২৪ পরগনা (উত্তর), পশ্চিমবঙ্গ নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেন ঃ ই-টেন্ডার নং ঃ ইসি_টি_১২_এসবি_২৪-২৫, তারিখঃ ২৭.১২.২০২৪। কাজের নাম ও অবস্থান ঃ যোগ্য বহিরাগত এজেন্সি দ্বারা ০২ (দুই) বছর সময়কালের জন্য ওপেন টেন্ডারের মাধ্যমে টার্ন-কি ভিত্তিতে ১৬১৪টি বগির জন্য মোট পরিমাণ ৮০৭টি সিওএনভি./৩-পিএইচ ইএমইউ, সিওএনভি./৩-পিএইচ এমইএমইউ, ডিইএমইউ ও টাওয়ার কার কোচে স্যান্ড ব্লাস্টিং কাজের সম্পাদন। কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ ৫৫,৯৪,৭৬৯.৬০ টাকা জিএসটি সমেত। জমাকৃত বায়না মূল্য ঃ ১,১১,৯০০ টাকা। টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ শূন্য। কাজের সময়সীমা ঃ ২৪ মাস। বিজ্ঞাপনের সময়সীমা ঃ ২৭.১২.২০২৪ থেকে ২০.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ০৩.০০ পর্যন্ত। অফার জমার সময়সীমা ঃ ০৬.০১.২০২৫ থেকে ২০.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ০৩.০০ পর্যন্ত। টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ ২০.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ০৩.০০ পর্যন্ত। টেন্ডার খোলার তারিখ ও সময় ঃ ২০.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ০৩.৩০ মিনিট পর্যন্ত। যে ওয়েবসাইটে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps. gov.in-এ ২৭.১২.২০২৪ থেকে ২০.০১.২০২৫ তারিখ দুপুর ০৩.০০ টা পর্যন্ত।(MISC-296/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পূর্ব রেলওয়ে
হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা যাত্রীবাহী ট্রেনে এসএলআর-এর পার্সেল স্পেসের লিজিং-এর জন্য ই-অকশন আহ্বায়ক বিজ্ঞপ্তি
রেলওয়ে প্রশাসন নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-অকশন আহ্বান করছেন। কাজের নাম ঃ আইআরইপিএস ওয়েবসাইটে ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে দুই বছরের জন্য হাওড়া ডিভিশন থেকে যাত্রা শুরু করা ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৩টি এসএলআর ই-অকশন। বিশদ নিয়ম ও শর্তাবলী সম্বলিত অ-হস্তান্তরযোগ্য অকশন ক্যাটালগ www.ireps.gov.in-এ পাওয়া যাবে। www.ireps.gov.in-এ ই-অকশন মডিউলের মাধ্যমে আলোচ্য ই-অকশনের জন্য বিড জমা করতে হবে। ই-অকশন প্রক্রিয়াতে অংশগ্রহণের জন্য, মার্চেন্টদের www.ireps.gov.in-এ এককালীন রেজিস্ট্রেশন করা বাধ্যতামূলক। এছাড়াও মার্চেন্টদের ক্লাস-৩ ডিজিটাল সিগনেচার নিতে হবে। অকশন ক্যাটালগের বিবরণ ঃ অকশন ক্যাটালগ নং ঃ পিসিএল-এইচডব্লুএইচ-২৫-১বি। ট্রেন ঃ ০৩টি যাত্রীবাহী ট্রেনে ০৩টি এসএলআর। অকশন শুরুর তারিখ ও সময় ঃ ১৪.০১.২০২৫-এ দুপুর ১টা।
সিনিয়র ডিভিশনাল কমার্শিয়াল ম্যানেজার, হাওড়া
পূর্ব রেলওয়ে, ৫ম তল, রেল যাত্রী নিবাস বিল্ডিং, হাওড়া স্টেশনের কাছে, হাওড়া-৭১১১০১
(HWH-521/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি পূর্ব রেলওয়ের ওয়েবসাইট www.er.indian railways.gov.in/www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

পাবলিক নোটিশ
সর্বসাধারণের জন্য নোটিশ দেওয়া হচ্ছে যে আমার ক্লায়েন্ট মেসার্স. Profectus Capital Pvt. লিমিটেড, সুগাম প্যারাগন, ৪র্থ তলা, ৫১, মুজাফফর আহমেদ স্ট্রিট, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ ৭০০ ০১৬ (ঋণদাতা বন্ধক) শের বেঙ্গল রিভার রিসোর্ট, শের বেঙ্গল হোটেলস প্রাইভেট লিমিটেড, সৈকতকে ক্রেডিট সুবিধা মঞ্জুর করেছে। মন্ডল, সাইবল মন্ডল, শিখা মন্ডল, সৌমিত মন্ডল ও হৃষিকেশ মন্ডল (ঋণগ্রহীতাসহ-ঋণগ্রহীতাবন্ধক) এই শর্তে যে ঋণগ্রহীতাবন্ধক সম্পত্তিটি বন্ধক রাখবে বিশেষভাবে এখানে বর্ণিত তফসিলে (তফসিলি সম্পত্তি)। সাব-রেজিস্ট্রারের অফিসে নিবন্ধিত বিক্রয় দলিল উপহার দলিল হস্তান্তর দলিলের ভিত্তিতে তফসিলকৃত সম্পত্তি একমাত্র যৌথভাবে মালিকানাধীন এবং ঋণগ্রহীতাবন্ধক-এর মালিকানাধীন এবং নিশ্চিত করেছে যে তফসিলি সম্পত্তি সকলের থেকে মুক্ত। দায়বদ্ধতা এবং পরিচ্ছন্ন এবং বিপণনযোগ্য শিরোনাম এবং বন্ধক রাখার এবং মোকাবেলা করার একচেটিয়া অধিকার রয়েছে নির্ধারিত সম্পত্তি। তাই কোন ব্যক্তি(দের) উক্ত সম্পত্তি বা তার কোন অংশের ব্যাপারে বিক্রয়, উপহার, ইজারা, উত্তরাধিকার, বিনিময়, বন্ধক, চার্জ, লিয়েন, ট্রাস্ট, উপকারী স্বার্থ, দখলের মাধ্যমে কোন অধিকার, শিরোনাম, স্বার্থ বা দাবি সুবিধা, ভাড়াটে, সাব-টেনেন্সি, লাইসেন্স, হাইপোথিকেশন, রক্ষণাবেক্ষণ, উত্তরাধিকার, পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি, আদেশ, ডিক্রি, অ্যাওয়ার্ড সংযুক্তি বা অন্যথায় যাই হোক না কেন, এই তারিখ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরিত ঠিকানায় সমর্থনকারী নথিগুলির সাথে একসাথে লিখিতভাবে এটি জানাতে হবে, এতে ব্যর্থ হলে আমার ক্লায়েন্ট এই ধরনের দাবির কোনও উল্লেখ ছাড়াই ঋণ বিতরণ করতে এগিয়ে যাবে এবং একই, যদি থাকে, মওকুফ করা হয়েছে বা পরিত্যক্ত করা হয়েছে বলে বিবেচিত হবে।
সময়সূচী
(সম্পত্তি বিবরণ)
প্রায় ১২৫.৫০ ডেসিমেল পরিমাপ করা সমস্ত জমি অর্থাৎ ২৫ দশমিক এল আর তে গঠিত দাগ নং. ১৪, ১৫, ১৬ এবং ৮৪ দশমিক এলআর তে গঠিত। দাগ নং. ১৮, ১৯ এবং ০৯ দশমিক এলআর তে গঠিত। দাগ নং। ১৮ এবং ৭.৫০ দশমিক এলআর-এ গঠিত। দাগ নং। ২০ আরএস এর অংশ গঠন দাগ নং. ১২৭৩, ১২৭৪, ১২৭৫, ১২৮৩, ১২৮৪ এবং ১২৮৫ এলআর এর সাথে সম্পর্কিত, দাগ নং। এলআর এর অধীনে ১৪, ১৫, ১৬, ১৮, ১৯ এবং ২০ খতিয়ান নং। ৬৮, ৪৫৯, ৫৭, ২৭৭, ৫৮৯, ২৩৩৩ এবং ২৩৩৫ (ডিড অনুযায়ী), নতুন এলআর খতিয়ান নং। ২৩১৫, ২৩৫২ এবং ২৪৭৭ মৌজা নওপালে, পি.এস. হাওড়া জেলার বাগনান শরচন্দ্র গ্রাম পঞ্চায়েতের সীমানার মধ্যে।
সুপ্রিয় বসু এলএলপি
'টেম্পল চেম্বার', কক্ষ নং ৪৮, নিচ তলা
৬, ওল্ড পোস্ট অফিস স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোনঃ ০৩৩-৪৬০১ ৪৮৪৯ / ৪৬০১/ ৪৮৫৪
E-mail: supriyobasuilp@gmail.com, partho.adhikary@sbalaw.in

‘বেচারা রোহিত, ষড়যন্ত্রটা বুঝতে পারছে না’, ঝড় তুললেন প্রাক্তন

সিডনি, ৩ জানুয়ারিঃ সিডনি টেস্ট শুরুর আগের দিনই চিত্রটা অনেক পরিষ্কার ছিল। অপেক্ষা ছিল একাদশ সামনে আসার। টসের পরই সিলমোহর। সিডনি টেস্টের একাদশে নেই রোহিত শর্মা। জসপ্রীত বুমরা টসে শুধু জানান, রোহিত নিজেকেই বিশ্রাম দিয়েছে। এতেই ক্ষুব্ধ দেশের প্রাক্তন ক্রিকেটার। ভারতীয় টিমে ‘অপারেশন’ রোহিত অনেক আগেই শুরু হয়েছিল? তিনি অন্তত তাই মনে করেন। রোহিতকে নিয়ে ষড়যন্ত্র হয়েছে বলেও তাঁর অনুমান। আর কী বলছেন? বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির এই সংস্করণে পাঁচ ইনিংসে ৩১ রান করেছেন রোহিত শর্মা। তার আগে ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ড সিরিজেও ব্যাট হাতে ভরসা দিতে পারেননি। ভারতীয় টিমের অন্দরে ভাঙন, এই জল্পনা দীর্ঘ। তবে গত দু-তিনদিনে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়েছে। রোহিতের ‘বিশ্রাম’ যেন প্রত্যাশিতই ছিল। বুমরা টসে আরও বলেন, ‘‘আমাদের ক্যাপ্টেন এই ম্যাচে বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এর থেকেই পরিষ্কার আমাদের টিমে কতটা একতা রয়েছে। টিমের স্বার্থে এমন সিদ্ধান্ত নিতেও পিছপা হয় না। এই টিমে কেউ স্বার্থপর নয়, এটি তার উদাহরণ।’’ টসে সঞ্চালক ছিলেন রবি শাস্ত্রী। ভারতীয় দলের প্রাক্তন কোচও। তিনি অবশ্য রোহিতকে নিয়ে বাড়তি কিছু জিজ্ঞেস করেননি বুমরাকে। আর এই ঘটনাকেই ‘রহস্যজনক’ মনে করছেন আর এক প্রাক্তন সঞ্জয় মঞ্জরেকর।

স্টার স্পোর্টসে বলেন, ‘‘রবির থেকে এমনটা খুবই রহস্যজনক। আমি অবাক হয়েছিলাম। ভারতীয় ক্রিকেটের এই ষড়যন্ত্রটা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারি না। ভারতীয় সংস্কৃতিরই সমস্যা। আমরা কাউকে বাদ দিতে হলে এত লুকোনোর চেষ্টা করি।’’ সঞ্জয় আরও যোগ করেন, ‘‘রোহিত শর্মা ৬২টি টেস্ট খেলেছে। সমর্থকরাই এই খেলাকে দুর্দান্ত করে তুলেছে। ওরা যখন দেখছে, বুমরা টসে যাচ্ছেন, সমর্থকদের মাথায় প্রথম প্রশ্নটাই আসবে, রোহিত শর্মার কী হয়েছে? ও নিজে থেকে সরে দাঁড়িয়েছে? ওকে কি বাদ দেওয়া হয়েছে? টসে বুমরাকেও জিজ্ঞেস করা হল না। আমি টস পরিচালনা করেছি বেশ কয়েক বার। টস জিতে ব্যাটিং না বোলিং নয়, আমার প্রথম প্রশ্নই হত রোহিতকে নিয়ে।’’ একই প্রসঙ্গে সোশ্যাল মিডিয়ায় সরাসরি লিখেছেন সঞ্জয় মঞ্জরেকর। রোহিতকে নিয়ে তাঁর বার্তা, ‘‘রোহিত সেই একই রয়ে গেল। টিমের জন্য যেটা সঠিক সেটাই করল। কিন্তু এর জন্য যে ষড়যন্ত্র চলছিল, তা অনুমান করতে পারেনি। টসের সময় একবার জিজ্ঞেসও করা হল না।’’ রোহিত শর্মা বিশ্রাম নিয়েছেন, এটা বিশ্বাস করা যে কঠিন, বারবার বলছেন। সঞ্জয়ের কথায়, ‘‘সরকারি ভাবে বিষয়টা হল, রোহিত বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সমর্থকরা সেটা বিশ্বাস করবে? আরে রোহিত তো পারথ টেস্টে খেলেনি। নিউজিল্যান্ড সিরিজের আগে এমনকি ঘরোয়া ক্রিকেটেও না। সুতরাং, এই টিমে সত্যিই যদি কারও বিশ্রামের প্রয়োজন পড়ে সেটা ভারপ্রাপ্ত অধিনায়ক বুমরার। কারণ, প্রথম ম্যাচ থেকেই খেলে যাচ্ছে।’’

লোয়ার অর্ডারে ছোট্ট ছোট্ট জুটি, ১৮৫ রানেই শেষ ভারত

দুঃস্বপ্নের ১৫ মিনিট অস্ট্রেলিয়ার

সিডনি, ৩ জানুয়ারিঃ ঋষভ পন্থের উইকেটের সঙ্গেই পরিস্থিতিটা পরিষ্কার ছিল। ভারত ২০০ পেরোতে পারলেও সেটা ভালো বলা যেত। যদিও সিডনি টেস্টের প্রথম দিন ভারতের ইনিংস শেষ মাত্র ১৮৫ রানেই। লোয়ার অর্ডারে ছোট্ট ছোট্ট পার্টনারশিপ না হলে স্কোর এই অবধিও পৌঁছতো না। এ দিন ১৫ মিনিট ব্যাটিংয়ের সুযোগ পায় অস্ট্রেলিয়া। জসপ্রীত বুমরাকে যে স্যাম কন্টাস আক্রমণ করবেন, সেটাই ইঙ্গিত ছিল। ইনিংস শুরু করেন বাউন্ডারি মেরে। কিন্তু ১৫টা মিনিট কাটল চরম আতঙ্কে। জসপ্রীত বুমরার বোলিংয়ে বাউন্ডারির পর সিঙ্গল নিয়ে ননস্ট্রাইকে যান স্যাম। পিচে অপ্রত্যাশিত বাউন্স। তাতেই হাতে জোরালো আঘাত উসমান খোয়াজার। আঙুলে লেগেছে। মাঠে চিকিৎসার কারণে বেশ কিছুটা সময়ও নষ্ট হয়। পরের ওভারে সিরাজের বোলিংয়ে অল্পের জন্য রান আউট থেকে বাঁচেন স্যাম। সিরাজের ওভারে থাইয়ে লাগে উসমান খোয়াজার। বুমরার দ্বিতীয় ওভারে পরপর আউটসাইড এজ থেকে বাঁচেন স্যাম কন্টাস। তৃতীয় ডেলিভারিতে সিঙ্গল নিয়ে স্ট্রাইক বদল। দিনের শেষ বলে বুমরার শিকার উসমান খোয়াজা। দুর্দান্ত ক্যাচ নেন লোকেশ রাহুল। ঋষভ পন্থ ও রবীন্দ্র জাডেজা দুর্দান্ত একটা পার্টনারশিপ গড়েছিলেন। ঋষভ পন্থ আউট হন ৪০ রানে। সে সময় দলের স্কোর ১২০। লোয়ার অর্ডারে ছোট ছোট পার্টনারশিপ। জাডেজা-সুন্দর (১৪), সুন্দর-প্রসিধ (১৪), বুমরা-প্রসিধ (২৩) এবং বুমরা-সিরাজ জুটিতে ১৭ রান যোগ হয়। এই ম্যাচের ক্যাপ্টেন জসপ্রীত বুমরা তিনটি বাউন্ডারি এবং একটি ওভার

বাউন্ডারিতে ১৭ বলে ২২ রান করেন। নতুন বছরে এ যেন নতুন বিরাট কোহলিকে দেখা যাচ্ছিল। নতুন স্টান্স। পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলছিলেন। মনে হচ্ছিল, এই বুঝি বড় ইনিংসের ভিত তৈরি। ১০৮ মিনিট ক্রিজে কাটিয়েও নতুন স্টান্সের বিরাট কোহলির সেই পুরনো সমস্যা। আর তাতেই উইকেট খোয়ালেন। স্কট বোল্যান্ড তাঁর ধৈর্যকে চ্যালেঞ্জ জানিয়েছেন বারবার। ধৈর্য নয় বরং সংযম শব্দটা বেশি কার্যকরী। অফস্টাম্পের বাইরে লাইন কার্যত এক রাখলেও লেন্থ বদলে গেলেন বারবার। সাফল্য মিলল অবশেষে। ৬৯ বলে ১৭ রানে আউট বিরাট কোহলি। টেস্ট ক্রিকেটের হিসেব করা কঠিন, তবে বর্ডার-গাভাসকর ট্রফির চলতি সিরিজে এই নিয়ে সপ্তমবার আউট হলেন বিরাট কোহলি। মজার বিষয়, সাতবারই খোঁচা দিয়ে উইকেটের পিছনে। স্কট বোল্যান্ড যেন এই সিরিজে বিরাট কোহলিকে ‘বানি’ বানিয়ে নিয়েছেন। বিরাটের বিরুদ্ধে ৬ ইনিংসে বোলিংয়ের সুযোগ হয়েছে ৩৩ বছরে টেস্ট অভিষেক করা বোল্যান্ডের। এর মধ্যে চারবারই বিরাটকে আউট করেছেন। রোহিত না খেলায় এদিন লোকেশ রাহুল ওপেনিংয়ে ফিরলেন। যদিও ভরসা দিতে ব্যর্থ। মেলবোর্নে দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি মিস করা যশস্বীও ফিরলেন দ্রুতই। সবচেয়ে বেশি হতাশা শুভমন, বিরাট এবং অবশ্যই ঋষভ পন্থের উইকেট নিয়ে। তিন জনেই সেট হয়েছিলেন। শুভমন গিল আউট হন লাঞ্চ ব্রেকের ঠিক শেষ ডেলিভারিতে। উইকেট ছেড়ে মারতে গিয়ে ডিফেন্স, স্লিপে ক্যাচ। বিরাট কোহলি দীর্ঘ সময় লড়াই করেন। ১০৮ মিনিট ক্রিজে কাটিয়ে ফিরেছেন সেই অফস্টাম্পের বাইরের বলে খোঁচা দিয়েই। একইরকম হতাশা ঋষভ পন্থকে নিয়েও। রবীন্দ্র জাডেজার সঙ্গে বড় একটা পার্টনারশিপ গড়েছিলেন। রানের নিরিখে হয়তো বিশাল নয়, তবে টিমের পরিস্থিতি এবং বলের নিরিখে অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ। ১৫১ বলে ৪৮ রান যোগ করে তারা। কিন্তু ফাঁদে পা দিলেন ১৪৯ মিনিট ক্রিজে কাটানো ঋষভ পন্থও। শরীরে একডজন আঘাত খেয়েছেন। হেলমেটেও লেগেছে। সেই লড়াইটা থামল মাত্র ৪০ রানেই। রাউন্ড দ্য উইকেট বোলিংয়ে আসেন স্কট বোল্যান্ড। শর্টপিচ ডেলিভারি। অফস্টাম্পের বেশ কিছুটা বাইরে। পন্থ হয়তো ভেবেছিলেন সহজাত অ্যাঙ্গেলে বল ভেতরে আসবে। পুল করেন। কিন্তু বল সামান্য বাইরে যাচ্ছিল। যার ফলে শট কানেক্ট করতে পারেননি। মিড অনে সহজ ক্যাচ। পরের বলেই আউট মেলবোর্নে সেঞ্চুরি করা নীতীশ কুমার রেড্ডিও। দ্রুতই ১২০-৪ থেকে ১২০-৬। হ্যাটট্রিক ডেলিভারিতে অল্পের জন্য রক্ষা পান ওয়াশিংটন সুন্দর। প্রথম দিনের শেষে আত্মবিশ্বাসী ভারতীয় শিবির। দিনের শেষ ডেলিভারিতে উইকেট আসায় আত্মবিশ্বাস আরও বাড়বে। ব্যাট হাতে নজর কেড়েছিলেন বুমরা। এই সিরিজে সেরা বোলার। মাত্র ২ ওভারের স্পেলেই অস্ট্রেলিয়াকে প্রবল চাপে রাখলেন বুমরা।

লাস্ট বয় হয়ে নর্থইস্টের বিপক্ষে ভয়ঙ্কর রূপ নেবে সাদা-কালো ব্রিগেড!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারিঃ নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি এবং মহামেডান এসসি, এই দুটি দলই ইন্ডিয়ান সুপার লিগে তাদের নিজস্ব চ্যালেঞ্জ ও শক্তি নিয়ে মাঠে নামে। গত দুই ম্যাচে আট গোল করে এবং মুম্বই সিটি এফসিকে তিন গোলে হারানোর পর, নর্থইস্ট ইউনাইটেডের খেলা তাদের সমর্থকদের জন্য আশার আলো হয়ে উঠেছে। শিবিরে তুঙ্গে থাকা আত্মবিশ্বাসে, তারা নতুন বছরের প্রথম ম্যাচে মহামেডান এসসির বিপক্ষে মাঠে নামবে। যদিও চেরনিশভের সাদা-কালো ব্রিগেড এখন পর্যন্ত দুর্বল প্রতিপক্ষ হিসেবে পরিচিত, কিন্তু ফুটবলে কিছুই নিশ্চয়তা দেয় না। তবে, তাদের বিরুদ্ধে খেলতে গেলে যতটা সর্তক থাকা দরকার, ততটাই। এটা প্রমাণিত হয়েছে ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে মহামেডানের দুর্দান্ত কৌশলের মাধ্যমে। যাদের সম্পর্কে বলা হয়েছিল, তারা দুর্বল প্রতিপক্ষ, সেই দলই ওড়িশা এফসির বিরুদ্ধে গোলশূন্য ড্র করে ফিরেছিল। ওড়িশার মতো শক্তিশালী দলের সঙ্গে ড্র করে তারা প্রতিপক্ষের আক্রমণাত্মক খেলার বিরুদ্ধে একটা শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে। এখন, নর্থইস্ট ইউনাইটেডের জন্য এটি এক নতুন চ্যালেঞ্জ। শক্তিশালী আক্রমণভাগ এবং একের পর এক গোলের দারুণ ধারাবাহিকতা তাদেরকে প্রতিপক্ষের কাছে অপ্রতিরোধ্য বানিয়ে রেখেছে। তবে, মহামেডান এসসি তাদের বিপক্ষে আলাদিন আজারেইদের আটকে রাখার জন্য তাদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার চেষ্টা করবে। তাদের লক্ষ্য একটাই, নর্থইস্ট

ইউনাইটেডের আক্রমণ রুখে তাদের হারানোর ঝুঁকি না নিয়ে ম্যাচটি সমতায় রাখতে হবে। গত এক বছরে, অ্যালেক্সিস-ফ্রাঙ্কারা খেলতে গিয়ে গোলের সমস্যায় পড়েছে। তাঁরা গোল করতে পারেনি, কিংবা গোলের সামনে গিয়ে দিশাহারা হয়ে গেছে। তাদের জন্য গোল করা এবং প্রতিপক্ষের আক্রমণ থামানো একই সঙ্গে কঠিন কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আইএসএলে নব নিযুক্ত এই দলের গত দশ ম্যাচে শুধুমাত্র তিনটি গোলই এসেছে, যার মধ্যে পাঁচটি গোল নিয়ে তারা এখন পর্যন্ত আইএসএলের সর্বনিম্ন গোলদাতা দলগুলির মধ্যে পড়ে। তারা যখন গোল করতে পারে না, তখন নিজেদের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করার দিকে মনোযোগ দেয়। বিশেষত, তাদের দুই বিদেশী ফুটবলারদের দক্ষতা এবং কৌশলগত সমন্বয়, যেমন সেট পিস থেকে সম্ভাব্য গোলের জন্য চেষ্টা করা-এই ধরণের অঙ্কের মাধ্যমে তারা ম্যাচে টিকে থাকার চেষ্টা করছে। এদিকে, নর্থইস্ট ইউনাইটেড, যারা ১৩ ম্যাচে ২৯টি গোল করেছে, তুবও মহামেডান এসসির বিপক্ষে গোল করা এক কঠিন চ্যালেঞ্জ হতে পারে। কারণ তাদের গোল খাওয়ার সংখ্যা খুব বেশি, কিন্তু এর মাঝেও তাদের কিছু ম্যাচে দুর্দান্ত প্রতিরক্ষা প্রমাণিত হয়েছে, বিশেষত ওড়িশার বিরুদ্ধে। তারা জানে যে নর্থইস্ট ইউনাইটেডের আক্রমণ শক্তি প্রচুর এবং তাতে তারা লক্ষ্য ভ্রষ্ট হতে পারে যদি তারা গোল খেতে থাকে। কিন্তু যদি তারা খেলায় ধৈর্য্য ধরে এবং প্রয়োজনীয় কৌশল প্রয়োগ করতে পারে, তবে হয়ত তারা এই ম্যাচেও প্রতিপক্ষকে আটকে রাখতে সক্ষম হবে। অপরদিকে, নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি যদি এই ম্যাচে তাদের বিদেশি ফুটবলার আলাদিন আজেরাইয়ের সাহায্যে গতির ওপর ভর করে গোল করতে পারে, তাহলে তাদের জন্য তিন পয়েন্ট নিশ্চিত। কিন্তু মহামেডান তাদের প্রতিরক্ষা নিয়ে যদি সঠিক পরিকল্পনা করে, তবে এই ম্যাচটি আরও নাটকীয় হতে পারে।

চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও নেই রোহিত? নেতৃত্ব দিতে পারেন পেস বোলিং অলরাউন্ডার

মুম্বই, ৩ জানুয়ারিঃ সময় হঠাৎই পাল্টে গিয়েছে। শুধুমাত্র কয়েক মাসের ব্যবধান। টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জিতে দেশের জার্সিতে এই ফরম্যাটকে বিদায় জানিয়েছিলেন ক্যাপ্টেন রোহিত শর্মা। গৌতম গম্ভীর কোচ হিসেবে দায়িত্ব নেওয়ার আগেই, রোহিত-বিরাট কোহলির আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে বিদায়ের ঘোষণায় বলেছিলেন, ‘‘আমি আশা করি রোহিত-বিরাট বাকি দুই ফরম্যাটে দেশের হয়ে আরও ট্রফি জিতবে।’’ পরিস্থিতি এখন আলাদা। ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে ক্লিনসুইপ। ব্যাটিংয়েও ব্যর্থতা। ক্রমশ উল্টোপথে হাঁটছিলেন রোহিত। সিডনি টেস্টে খোদ ক্যাপ্টেনই বাদ! টিমের তরফে বলা হচ্ছে, ক্যাপ্টেন বিশ্রামের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আসল পরিস্থিতি সকলেই অনুমান করতে পারছেন। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতেও রোহিতের খেলা নিয়ে সংশয়। কেন এমন মনে করা হচ্ছে? টি-টোয়েন্টিতে দেশের নেতৃত্ব নিজেই ছেড়েছিলেন বিরাট কোহলি। চেয়েছিলেন টেস্ট ও ওয়ান ডে-তে নেতৃত্ব চালিয়ে যাবেন। যদিও দেড়ঘণ্টার নোটিসে বিরাটের ওডিআই নেতৃত্ব কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। বিরাট সেটা সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছিলেন। এরপর তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকায় যায় ভারত। সাংবাদিক সম্মেলনে আসতে দেওয়া হয়নি বিরাটকে। সেই সিরিজের পর টেস্টেও নেতৃত্ব ছেড়েছিলেন কোহলি। রোহিতের ক্ষেত্রেও কি পরিস্থিতি সেদিকেই? সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটে অবসর নিয়েছেন। টি-টোয়েন্টিতে নেতা এখন সূর্যকুমার যাদব। রোহিত যদি টেস্টে অবসর নেন তা হলে বাকি থাকছে ওয়ান ডে ফরম্যাট। আদৌ কি তাঁকে শুধুমাত্র ওয়ান ডে-তে ক্যাপ্টেন রাখা হবে? তিনি কি খেলবেন? এরকম নানা প্রশ্নই উঠছে। রোহিত যদি না খেলেন চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিতে নেতৃত্বে দেখা যেতে পারে হার্দিক পান্ডিয়াকে। রোহিতের পর তাঁকে নেতৃত্ব দেওয়া হবে, এমনটাই ভাবা হয়েছিল। যদিও ফিটনেসের কারণে তাঁকে যোগ্য মনে করেননি গম্ভীর। ক্রাইসিস সিচুয়েশনে বিকল্প হতে পারেন হার্দিকই। অতীতেও নেতৃত্বের অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। সূর্যকুমার যাদবের টি-টোয়েন্টি ক্যাপ্টেন্সি দুর্দান্ত হলেও, ওয়ান ডে-তে তাঁর ব্যাটিং পারফরম্যান্স আশা জাগানোর মতো নয়। সে কারণেই হার্দিককে সেফ অপশন মনে করা হচ্ছে। একান্তই যদি ফিটনেসের কারণে হার্দিক বাতিল হন, তা হলে দ্বিতীয় বিকল্প হতে পারে লোকেশ রাহুল। ভবিষ্যতের কথা ভেবে রাহুলকে দায়িত্ব দেওয়া হতেই পারে।

যত কোপ ডার্বিতেই? বড় ম্যাচে নেই পুলিশ, ঘটা করে জোড়া ম্যারাথন!

দুরন্ত বার্তা, কলকাতা, ৩ জানুয়ারিঃ বছরের শুরুতেই ইস্ট-মোহন সমর্থকদের মন খারাপ। ১১ জানুয়ারি যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গনে পর্যাপ্ত পুলিশি নিরাপত্তা দিতে পারবে না বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট। এ বিষয়ে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট কয়েকদিন আগেই জানিয়েছিল আয়োজক মোহনবাগানকে। ডার্বির পরদিন অর্থাৎ ১২ জানুয়ারি রয়েছে শ্রীভূমি গোল্ড ম্যারাথন। সেখানে পুলিশ দিতে কোনও সমস্যা নেই, জানিয়েছেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট শ্রী মুকেশ। এর পরই ফুটবল মহলে আলোচনা, যত কোপ তা হলে ডার্বিতেই! রাগে ফুঁসছেন দুই প্রধানের সমর্থকরা। ৮-১৭ জানুয়ারি গঙ্গাসাগর মেলা। বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী এলাকা বলে অতিরিক্ত পুলিশ চেয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। এ কথা তিনি আগেই ঘোষণা করেছিলেন। বিভিন্ন জায়গা থেকে অতিরিক্তি পুলিশ সেখানে যাবেন। যে কারণে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের পক্ষ থেকে ১১ জানুয়ারি হতে চলা ফিরতি ডার্বির আয়োজক মোহনবাগানকে আগেই জানানো হয়, ওই দিন পর্যাপ্ত পুলিশ দেওয়া যাবে না। ডার্বি মানে প্রায় ৬০ হাজারের বেশি দর্শক ভিড় জমান স্টেডিয়ামে। সেখানে নিরাপত্তা না দিতে পারা মানে ম্যাচ অন্যত্র সরিয়ে নিয়ে যাওয়া। এটা মেনে নিতে পারছেন না

মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গলের ফ্যানরা। ১১ জানুয়ারির পরদিনই ম্যারাথন আয়োজন ভালো ভাবে অনেকেই নিচ্ছেন না। ম্যারাথন কি এক সপ্তাহ পিছনো যেত না? উঠে আসছে এই প্রশ্নও। পাশাপাশি আরও জোরালো প্রশ্ন, ডার্বিতে পুলিশ দেওয়া যাচ্ছে না, ঘটা করে ম্যারাথন আয়োজন হচ্ছে কেন? শ্রীভূমি গোল্ড ম্যারাথনে ৫ হাজারের উপর প্রতিযোগী অংশ নিতে চলেছেন। সেখানে থাকবেন বিদেশি অ্যাথলিটরাও। মন্ত্রী সুজিত বসু তাই সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়েছেন। সেখানে উপস্থিত ছিলেন বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট শ্রী মুকেশ। তিনি জানান, ১২ তারিখের ম্যারাথনে পুলিশ দিতে কোনও অসুবিধা নেই। অথচ ১১ তারিখের বড় ম্যাচে পুলিশ দিতে অসুবিধা? সিপির যুক্তি, ম্যারাথনের জন্য পুলিশ দেওয়া যাবে। ১২ তারিখ শ্রীভূমি গোল্ড ম্যারাথন। ২১ কিলোমিটার ম্যারাথন শুরু হবে শ্রীভূমি ভিআইপি রোড থেকে। ২১ কিলোমিটার ছাড়াও ১০ আর ৩ কিলোমিটারের ম্যারাথন দৌড় অনুষ্ঠিত হবে। মন্ত্রী সুজিত বসু আনুষ্ঠানিকভাবে সেই ম্যারাথনের ঘোষণা করেছেন। ১২ তারিখ ওই ম্যারাথনে উপস্থিত থাকবেন ভারতের প্রাক্তন মহিলা ক্রিকেটার ঝুলন গোস্বামী। বিজয়ীকে দেওয়া হবে ১ লক্ষ টাকার আর্থিক পুরস্কার। বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট শ্রী মুকেশ বলেন, ‘‘ম্যারাথনে আমরা পুলিশি নিরাপত্তা দিতে পারব। সেদিন দুটো ম্যারাথন রয়েছে। একটা এই রুটে, অপরটা অন্য রুটে। আমরা এটা ট্রাফিকদের দিয়ে করিয়ে দিতে পারব।’’ বিধাননগর সিপি নিজে ম্যারাথনে দৌড়বেন বলে জানিয়েছেন। আরও অনেক বড় পুলিশ কর্তাদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। বিশেষ অতিথি হিসেবে ঝুলন গোস্বামী থাকবেন, সেখানে যে আরও নিরাপত্তা কড়া হওয়া প্রয়োজন, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। আর সেখানে তিনি কিনা যুক্তি দিয়েছেন, ট্রাফিকদের দিয়ে বিষয়টা দেখা যাবে। ম্যারাথন করা যাচ্ছে, আর ডার্বিতেই যত কোপ, এই নিয়ে আপাতত কলকাতার ফুটবল প্রেমীরা রাগে ফুঁসছেন।

সামির কামব্যাক, সুদীপের দুরন্ত সেঞ্চুরি বিজয় হাজারেতে বাংলার দাপট

হায়দরাবাদ, ৩ জানুয়ারিঃ ঝুলিতে ৪ পয়েন্ট নিয়ে হাসি মুখে মাঠ ছাড়লেন সুদীপ কুমার ঘরামি, মহম্মদ সামিরা। হায়দরাবাদে বিজয় হাজারে ট্রফির গ্রুপ-ই এর ম্যাচে বিহারের মুখে নেমেছিল বাংলা। টস জিতে বিহারকে প্রথমে ব্যাটিংয়ে পাঠান বাংলার ক্যাপ্টেন। অধিনায়োকচিত ইনিংস উপহার দেন বাংলার নেতা সুদীপ কুমার ঘরামি। তাঁর ১০৭ নট আউট ইনিংস বাংলাকে ম্যাচ জিততে সাহায্য করেছে। এই ম্যাচে আবার মাঠে ফিরেছেন মহম্মদ সামি। কেমন বোলিং করলেন ভারতীয় তারকা পেসার? ১১ ডিসেম্বর সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফির ম্যাচে বরোদার বিরুদ্ধে শেষ খেলেছিলেন সামি। হাঁটু ফুলে যাওয়ার কারণে কয়েকটা দিন ২২ গজ থেকে দূরে ছিলেন দেশের তারকা পেসার। আজ, মাঠে ফিরলেন বিহারের বিরুদ্ধে। সাকিবুল গনির বিহারের বিরুদ্ধে মহম্মদ সামি ৮ ওভার বল করে ১টি মেডেন দিয়ে ২৮ রান খরচ করেছেন। নিয়েছেন ১টি উইকেট। প্রথমে ব্যাটিং করে ২৩৫ রানে অলআউট বিহার। তিনে নামা পীযুষ সিং করেন সর্বাধিক ৮৯ রান। বাংলার হয়ে ৩টি উইকেট নেন প্রদীপ্ত প্রামানিক। ২টি করে উইকেট মুকেশ কুমার, করণ লালের। মহম্মদ সামির মতো ১টি করে উইকেট নিয়েছেন সায়ন ঘোষ ও কৌশিক মাইতি। ২৩৬ রানের টার্গেট তাড়া করতে নেমে অভিষেক পোড়েল ও সুদীপ কুমার ঘরামির ওপেনিং জুটিতে ওঠে ১১১। অভিষেক করেন ৫৩ বলে ৫৫ রান। অধিনায়ক সুদীপ শেষ অবধি ১২৮ বলে ১০৭ অপরাজিত থাকেন। সুমন্ত গুপ্ত করেন ৩০ রান। করণ লাল ৩৭ রানে অপরাজিত থাকেন। ৪৫ বল বাকি থাকতে ৬ উইকেটে বাংলার জয়। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফির গ্রুপ-ই এর শীর্ষে বাংলা।

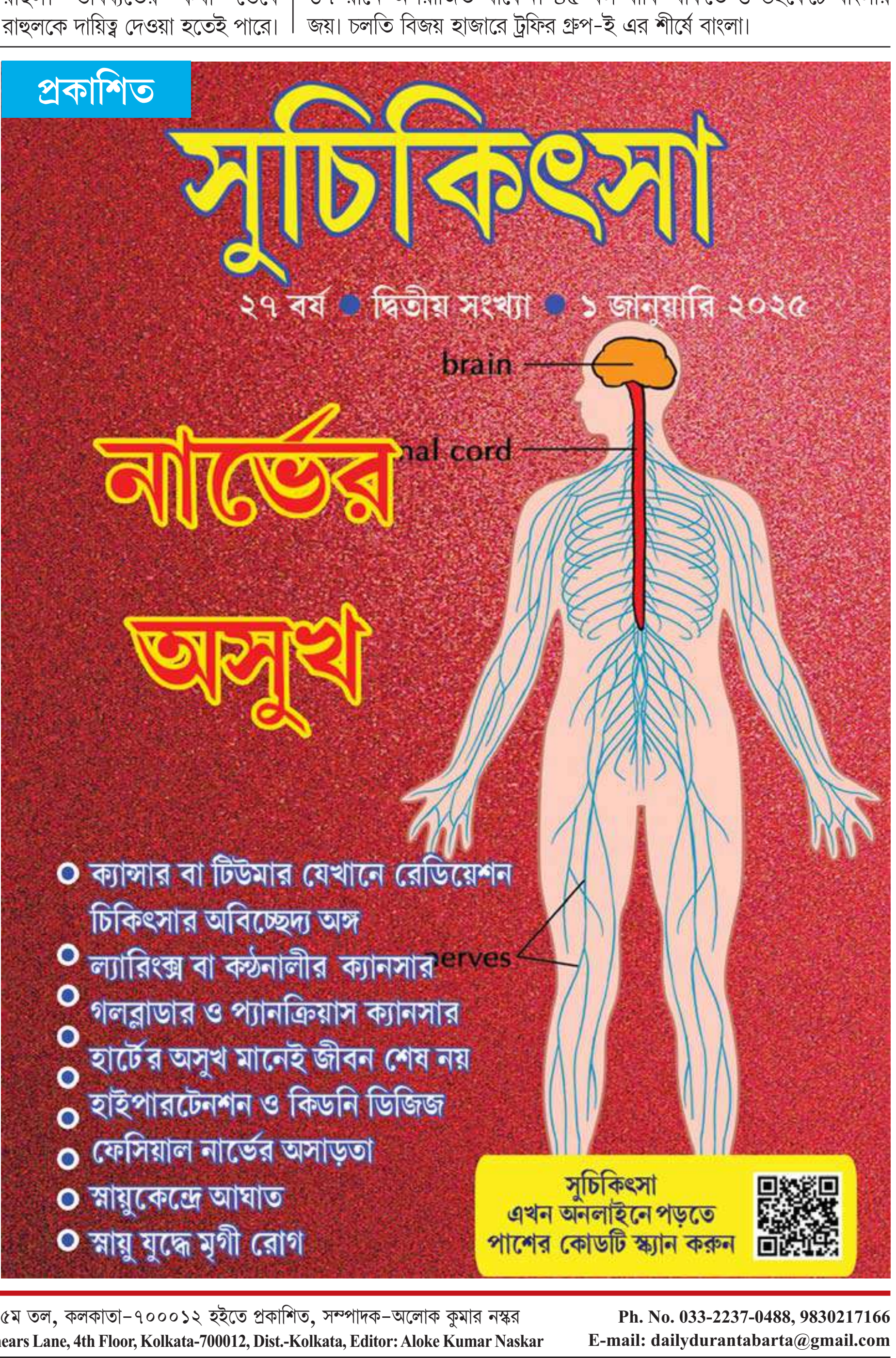

তখন আপত্তি করেননি-ব্যালন ডি’অর নিয়ে রোনাল্ডোর দ্বিচারিতার সমালোচনা রদ্রির

দুরন্ত বার্তা প্রতিবেদন

ফুটবলারদের মধ্যে ব্যালন ডি’অর নিয়ে সবচেয়ে বেশি অভিজ্ঞতাটা কার? বর্ষসেরার ট্রফিটি জয়ের হিসাবে অবশ্যই লিওনেল মেসি ও ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো। আর্জেন্টাইন কিংবদন্তি মেসি জিতেছেন আটবার, পর্তুগিজ কিংবদন্তি রোনাল্ডো জিতেছেন পাঁচবার। আর কেউ তাঁদের মতো এত বেশিবার পুরস্কারটি জিততে পারেননি। রোনাল্ডোর কথায় রদ্রি তাই বিস্মিত হয়েছেন। কোন কথায়? রোনাল্ডো কিছুদিন আগে বলেছেন, এবারের ব্যালন ডি’অর পুরস্কারটি ভিনিসিয়ুসকে না দিয়ে অন্যায় করা হয়েছে। স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যম ‘এএস’কে দেওয়া সাক্ষাৎকারে রোনাল্ডোর মন্তব্য নিয়ে কথা বলেছেন এবার ব্যালন ডি’অরজয়ী রদ্রি। স্পেন ও ম্যানচেস্টার সিটির এই ডিফেন্সিভ মিডফিল্ডার বলেছেন, রোনাল্ডো যেহেতু অন্য যে কারও চেয়ে ব্যালন ডি’অর সম্বন্ধে ভালো জানেন, সে জন্যই তাঁর এমন মন্তব্যে তিনি বিস্মিত হয়েছেন। শুনুন রদ্রির মুখেই, ‘‘এটা বিস্ময়কর। সত্যিই। কারণ, পুরস্কারটি কীভাবে দেওয়া হয়, সেটা তিনি অন্য যে কারও চেয়ে ভালো জানেন। সবচেয়ে বড় কথা হলো, যেভাবে বিজয়ীকে বেছে নেওয়া হয়। এ বছর (আসলে ২০২৪ সালে) ভোট দেওয়া সাংবাদিকেরা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন, পুরস্কারটি আমার জেতা উচিত। সম্ভবত এই একই সাংবাদিকেরা তাঁকেও ভোট

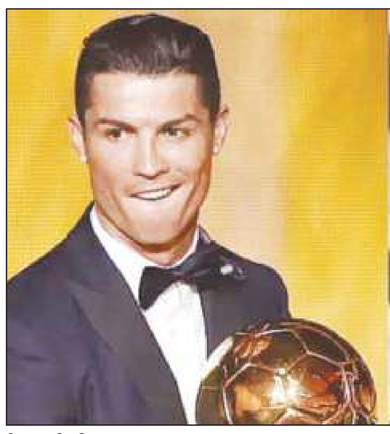

দিয়ে জিতিয়েছেন। আমার মনে হয়, তখন তিনি আপত্তি করেননি।’’ গত ২৭ ডিসেম্বর দুবাইয়ে গ্লোব স্পোর্টস অ্যাওয়ার্ডসে রোনাল্ডো বলেছিলেন, ‘‘আমার মতে, সে-ই (ভিনিসিয়ুস) ছিল গোল্ডেন বল (ব্যালন ডি’অর) জয়ের যোগ্য। এখানে সবার সামনে বলছি, অন্যায় করা হয়েছে। তারা এটা রদ্রিকে দিয়েছে, সে-ও জয়ের যোগ্য, কিন্তু এটা ভিনিসিয়ুসকে দেওয়া উচিত ছিল। কারণ, সে চ্যাম্পিয়নস লিগ জিতেছে ও ফাইনালে গোল করেছে।’’ ব্যালন ডি’অরের আয়োজক ফরাসি সাময়িকী ‘ফ্রান্স ফুটবল’-এর সমালোচনাও করেন ৩৯ বছর বয়সী এই তারকা, ‘এই অনুষ্ঠানগুলো এমনই। তারা সব সময় এই কাজই করে।’ এবার ব্যালন ডি’অর পুরস্কার দেওয়া হয় গত ২৮ অক্টোবর। পুরস্কারটি জয়ে ব্রাজিল ও রিয়াল মাদ্রিদ তারকা সংবাদমাধ্যম ও সমর্থকদের চোখে ফেবারিট ছিলেন। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা উঠেছে রদ্রির হাতে। তাঁর কাছে ৪১ পয়েন্টে হেরে যান ভিনিসিয়ুস। তবে ফিফার বর্ষসেরা ‘দ্য বেস্ট’ জিতেছেন তিনি। গত সেপ্টেম্বরে এসিএল চোটে পড়ে মরসুম শেষ হয়ে গেছে রদ্রির। তবে ২৮ বছর বয়সী এই ফুটবলার মরসুম শেষ হওয়ার আগেই খেলায় ফেরার আশায় আছেন। আগামী মার্চে নেশনস কাপের কোয়ার্টার ফাইনালে নেদারল্যান্ডসের মুখোমুখি হবে স্পেন। জুনে ফিফা ক্লাব বিশ্বকাপে খেলবে রদ্রির ক্লাব সিটি। এ দুটি টুর্নামেন্টে তাঁকে দেখা যাবে কি না, জানতে চাওয়া হয়েছিল রদ্রির কাছে। উত্তরে আশার কথাই জানালেন রদ্রি, ‘‘আমার তা-ই মনে হয়। এখনই নিশ্চিত করে কিছু বলতে চাই না। তবে আমি আরেকটু আগে ফিরতে চাই। এটা নিয়ে ভাবছি। এ বছর এ দুটি বড় টুর্নামেন্ট আমার মাথায় আছে।’’ রদ্রি চোটে পড়ার পর খুব বাজে সময় কাটছে সিটির। প্রিমিয়ার লিগে গত রবিবার লেস্টার সিটির বিপক্ষে ২-০ গোলে জয়ের আগে সর্বশেষ ১৩ ম্যাচে ম্যানচেস্টার সিটির জয় ছিল মাত্র ১টি, ৯ হারের সঙ্গে ছিল ৩টি ড্র। ১৯ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে লিগ টেবিলের ছয়ে সিটি। তাদের সঙ্গে ১৪ পয়েন্টে এগিয়ে শীর্ষে ১৮ ম্যাচ খেলা লিভারপুল।

দুরন্ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে প্রকাশক ও মুদ্রক অলোক কুমার নস্কর কর্তৃক সত্যযুগ এমপ্লয়িজ কো-অপারেটিভ ইন্ডাস্ট্রিয়াল সোসাইটি লিমিটেড, ১৩, প্রফুল্ল সরকার স্ট্রিট, কলকাতা-৭২ হইতে মুদ্রিত ও ৯৪ ফিয়ার্স লেন, ৫ম তল, কলকাতা-৭০০০১২ হইতে প্রকাশিত, সম্পাদক-অলোক কুমার নস্কর Ph. No. 033-2237-0488, 9830217166
Printed & Published by Aloke Kumar Naskar on behalf of Duranta Prakashan Pvt. Ltd. and printed at Satyajug Employees Co Operative Industrial Society Limited, 13, Prafulla Sarkar Street, Kolkata-700072 and Published at 94, Phears Lane, 4th Floor, Kolkata-700012, Dist.-Kolkata, Editor: Aloke Kumar Naskar E-mail: dailydurantabarta@gmail.com